শ্রীশ্রী

নবদ্বীপ-তত্ত্ব

কান্তিচন্দ্র রাঢ়ী—প্রণীত

দ্বিতীয় সংস্করণ

(পরিবর্জ্জিত ও পরিবর্দ্ধিত)

গ্রন্থকারের প্রতিকৃতি, মানচিত্র, ভূমিকা ও

পরিশিষ্ট সহ

শ্রীকুলদাপ্রসাদ মল্লিক

কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত

নদীয়া-প্রচার-সমিতি।

নবদ্বীপ।

মূল্য ॥০ আট আনা মাত্র

ভূমিকা।

প্রায় তিন বৎসর পূর্ব্বে শ্রীল ব্রজমোহন দাস কর্তৃক লিখিত "শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-দর্পণ" নামক একখানি গ্রন্থের মুদ্রাঙ্কন ব্যয় দিয়াছিলাম, এবং ঐ গ্রন্থের একটী ভূমিকাও লিখিয়া দিয়াছিলাম। সেই গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিত হইয়াছিল—"প্রাচীন বৈষ্ণবগ্রন্থে এই ক্ষেত্রের (নবদ্বীপ-মণ্ডলের) বিস্তৃত বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়, স্বর্গীয় কেদার বাবু সেই বর্ণনা অনুসারে প্রাচীন শ্রীধাম নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু কয়েকটি গুরুতর ভ্রান্তি করায় তিনি এই কার্য্য শেষ করিতে পারেন নাই। কেদারবাবুর সময়ে কান্তিচন্দ্র রাঢ়ী নামক জনৈক নবদ্বীপবাসী ভদ্রলোক পুস্তক ছাপাইয়া কেদার বাবুর মতের ভ্রান্তিসমূহ দেখাইয়াছিলেন, কিন্তু কান্তিবাবুর কথা সে সময়ে গৃহীত হয় নাই। সেই হইতে শ্রীধাম নবদ্বীপের স্থান-নির্ণয় সম্বন্ধে ভ্রান্তি ও মতভেদ চলিয়া আসিতেছিল, এত দিন পরে বর্ত্তমান গ্রন্থের লেখক শ্রীল ব্রজমোহন দাস মহাশয় সেই ভ্রান্তি এমনভাবে দূর করিয়াছেন যে ভবিষ্যতে এ সম্বন্ধে আর কোনরূপ মতভেদ হইবার কারণ নাই।"

এই ভূমিকার আর একস্থানে লিখিয়াছিলাম "৺কান্তিচন্দ্র রাঢ়ী মহাশয়ের গ্রন্থ না দেখিয়াই ব্রজমোহন দাস মহাশয় ঠিক কান্তিবাবুর মীমাংসায় উপস্থিত হইয়াছেন।"

এই শেষের কথাটি ঠিক্ নহে। "নবদ্বীপ-দর্পণ" গ্রন্থেই বর্ত্তমান গ্রন্থখানির অর্থাৎ স্বর্গীয় কান্তিচন্দ্র রাঢ়ী মহাশয়ের "নবদ্বীপতত্ত্ব" গ্রন্থের উল্লেখ আছে। অবশ্য ব্রজমোহন দাস মহাশয় আরও অনেক উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন, কয়েক বৎসর অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করিয়াছেন ও এখনও

করিতেছেন, প্রাচীন মন্দির যেখানে মাটির নিম্নে প্রোথিত, সেই স্থানে বোরিং করাইয়াছেন, চড়াভূমির বন্দোবস্ত লইয়া নিদয়া ঘাটের উপরে নূতন পল্লী প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এবং এখনও এই সকল কার্য্য লইয়াই রহিয়াছেন। তাহা ছাড়া নবদ্বীপ-পরিক্রমার বাসন্তী উৎসব, ইহারও পুনঃপ্রতিষ্ঠা ব্রজমোহন দাস মহাশয়ের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলেই হইয়াছে। যদিও এই সব কার্য্যের জন্য আমাকে অনেক অর্থব্যয় করিতে হইয়াছে ও এখনও হইতেছে, এবং অন্যান্য কেহ কেহও অর্থসাহায্য করিতেছেন, কিন্তু অর্থের দ্বারা বা সাময়িক পরিশ্রমের দ্বারা কি হয়? ব্রজমোহন দাসের একনিষ্ঠ পরিশ্রম ব্যতীত এই সমুদয় কার্য্য হইত না।

যাহা হউক, স্বর্গীয় কান্তিচন্দ্র রাঢ়ী মহাশয়ের লিখিত বর্ত্তমান গ্রন্থখানিই নবদ্বীপের স্থাননির্ণয় সংক্রান্ত সন্দেহ-ভঞ্জনের একালের আদিগ্রন্থ। এই কারণে এই গ্রন্থখানি যাহাতে পুনর্ব্বার প্রচারিত হয় সে জন্য বড়ই আকাঙ্ক্ষা হইতেছিল। স্বর্গীয় লেখকের দৌহিত্র পরমকল্যাণভাজন শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রিয় দত্ত ও শ্রীযুক্ত ফণীভূষণ দত্ত, ইঁহাদের উভয়ের সাহায্যে এই গ্রন্থ পাইলাম, এবং তাঁহারা উভয়েই গ্রন্থকারের জীবনী, পরিশিষ্ট সংগ্রহ, মুদ্রাযন্ত্রের জন্য পাণ্ডুলিপি নির্ম্মান, এমন কি প্রুফ্ সংশোধন পর্য্যন্ত করিয়া দিয়াছেন, আমি কেবল ব্যয়ভার নির্ব্বাহ করিয়াছি, পরামর্শ দিয়াছি, আর আজ আনন্দের সহিত এই ভূমিকা লিখিতেছি। অনেক দিন ছাপাখানার কবলে পড়িয়া থাকিয়া এতদিনে গ্রন্থখানি বাহির হইল। শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রিয় দত্ত ও শ্রীযুক্ত ফণীভূষণ দত্ত, এই গ্রন্থের এই নূতন সংস্করণ প্রচারের জন্য আমার ও অন্যান্য সকলের ধন্যবাদার্হ।

স্বর্গীয় কান্তিবাবু কেদারবাবুর "মিঞাপুর-মায়াপুর" সিদ্ধান্তের যে প্রতিবাদ করিয়াছেন, সেই প্রতিবাদ তাঁহার নিজের নহে, ইহা নবদ্বীপবাসিগণের চিরপোষিত ধারণা মাত্র, তিনি যুক্তি বিন্যাস করিয়া পুস্তক

ছাপাইয়া ইহা প্রচার করিয়াছেন মাত্র। কেদার বাবু নদীয়ার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্ ছিলেন, সাধারণের নিকট অর্থাদি সংগ্রহ করিয়া মঠ মন্দিরও ভূসম্পত্তি করিয়া তিনি যে মিঞাপুরকে মায়াপুর করিতে পারিয়াছিলেন, তাহার সর্ব্বপ্রধান কারণ তাঁহার এই রাজকীয় পদ।

চৈতন্যাব্দ ৪৩২, ২৪ শে আশ্বিন বুধবার তারিখের কাল্নার বৈষ্ণব সাপ্তাহিক "পল্লীবাসী" পত্রিকায়, ঐ পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় "গৌর-গৃহ-নির্ণয়" নামক একটি প্রবন্ধ বাহির করেন, সেই প্রবন্ধ হইতে নিম্নের অংশ উদ্ধৃত হইল।

"পাদ শতাব্দী পূর্ব্বে স্বধামগত কেদার নাথ দত্ত মহাশয় মায়াপুর আবিস্কার করিয়া উহাই শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মভিটা সাব্যস্ত করিতে চেষ্টা করেন। যে স্থানকে তিনি মায়াপুর স্থির করিয়া দেন, উহাকে লোক মিঞাপুর বলিয়া জানিত। এই মিঞাপুরকে মায়াপুর গড়িবার সময় নবদ্বীপবাসী স্বর্গীয় কান্তিচন্দ্র রাঢ়ী মহাশয় ঘোরতর প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। সে সময়ে রাঢ়ী মহাশয়ের বাড়ীতে ঐ বিষয়ের মীমাংসার জন্য মাঘোৎসব মেলায় যে পরামর্শ-সভার অধিবেশন হয় তাহাতে পণ্ডিত মদন গোপাল প্রভু সভাপতি ছিলেন। সে সভায় এই প্রবন্ধ লেখকও উপস্থিত ছিলেন। সে সভায় মিঞাপুর যে মায়াপুর নহে ইহাই সাব্যস্ত হয়। কেবল কেদার বাবু তখন কৃষ্ণনগরের ডেপুটি মেজেষ্ট্রেট থাকায় পণ্ডিত অজিত নাথ ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পরামর্শে সভা হইতে সে সময়ে কোন বাদ করা হয় নাই।"

কেদারবাবুর মত স্বধামগত শিশিরবাবু ও প্রভুপাদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় আলোচনা না করিয়াই গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ মহাশয় এখন আর কেদারবাবুর সিদ্ধান্ত স্বীকার করেন না, শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়ের কৃতী পুত্র পীযূষকান্তি

ঘোষ মহাশয় শিশিরবাবুর স্মৃতি-মন্দির নির্ম্মাণের জন্য ব্রজমোহন দাস মহাশয় কর্তৃক নির্দ্দেশিত রামচন্দ্রপুরের চড়ায় জমি লইয়াছেন। আমরা আশা করি শ্রীচৈতন্যভাগবতের পরবর্ত্তী সংস্করণে প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত-অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় কুলিয়া সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা সংশোধিত করিবেন।

আমি আশা করি, স্বর্গীয় কান্তিচন্দ্র রাঢ়ী মহাশয় সমগ্র বাঙ্গালী জাতির, বিশেষ করিয়া বৈষ্ণব সমাজের বিশেষ সম্মানের পাত্র। তাঁহার এই গ্রন্থখানি প্রথম প্রচারের সময় খুব অধিক পরিমাণে পঠিত হয় নাই। প্রথম প্রচারের পর পঁচিশ বৎসর চলিয়া গিয়াছে, এখন এই গ্রন্থের বহুল প্রচার নিতান্ত আবশ্যক।

এই গ্রন্থে স্বর্গীয় অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের সেই পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বের লিখিত সমালোচনা পুনর্মুদ্রিত হইল। এই সারগর্ভ আলোচনা পাঠ করিলে সকলেই বুঝিবেন যে চিরদিন যে মত চলিয়া আসিতেছিল কেদার বাবু হঠাৎ তাহা উল্‌টাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। পরিশিষ্টে যে অংশগুলি যোজিত হইয়াছে তাহাতে অনেকগুলি আপত্তি খণ্ডিত হইয়াছে। মানচিত্র ও গ্রন্থকারের জীবনীর দ্বারা গ্রন্থের সৌষ্ঠববৃদ্ধি করা হইয়াছে।

আমার প্রার্থনা এই যে শ্রীধাম নবদ্বীপের স্থান নির্ণয় সম্বন্ধে যে ভ্রান্ত মত প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা দূর করিবার জন্য প্রত্যেক সত্যপরায়ণ বৈষ্ণবের বদ্ধপরিকর হওয়া উচিত। তাঁহারা প্রত্যেকে এই গ্রন্থের বহুল প্রচারে সহায়তা করুন, ইহাই আমার অনুরোধ।

এই পুস্তকে প্রকাশিত মানচিত্র-খানিতে কয়েকটি ভুল আছে। পাঠকগণ তাহা সংশোধিত করিয়া লইবেন। মানচিত্রে পারুলিয়া, সুলুণ্ঠ, মহীশূর, হাটডাঙ্গা, তেঘরি, গোঁসাইপাড়া, দেপাড়া ও চাঁপাহাটি

এই কয়েকটি নামে বর্ণাশুদ্ধি বা বর্ণচ্যুতি ঘটিয়াছে। ব্লকখানি একেবারে পরিবর্ত্তন না করিলে, ইহা সংশোধন করা যায় না। দ্বিতীয়তঃ মানচিত্রে লিখিত আছে স্কেল্ ১ ইঞ্চি=২ মাইল, উহা হইবে—১ ইঞ্চি=২.৮ মাইল।

বিনীত—

শ্রীকুলদাপ্রসাদ দেবশর্ম্মা মল্লিক।

গ্রন্থকারের জীবনী।

যে সকল সদ্‌গুণ থাকিলে, মানুষ দরিদ্রের গৃহে জন্মিয়াও বড় হইতে পারে, কান্তিচন্দ্রে তাহার কোনটীর অভাব ছিল না। তিনি সত্যপ্রিয়, অনুসন্ধিৎসু, সৎসঙ্গী ও উৎসাহী ছিলেন। ১২৫৩ সালে নবদ্বীপের দীননাথ রাঢ়ীর ঔরসে অন্নপূর্ণা দাসীর গর্ভে কান্তিচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার আর্থিক অবস্থা ভাল না থাকায়, বালককাল হইতেই তাঁহাকে দিবাভাগে সংসারের সাহায্য করিতে হইত। তাঁহার মাতামহ গৌরচন্দ্র প্রামাণিক তাৎকালীন নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ গিরিশচন্দ্রের নবদ্বীপের নায়েব-পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কান্তিচন্দ্রের ব্যয়ভারের অধিকাংশ তিনিই বহন করিতেন। এইরূপে অতিকষ্টে পাঠশালার বিদ্যার্জ্জন শেষ করিয়া তিনি হুগলির নর্ম্ম্যাল স্কুলে পড়িতে যান। সেই সময়ে তিনি প্রাতঃস্মরণীয় ভূদেব বাবু, স্বনামধন্য ব্রহ্মমোহন মল্লিক এবং সুপ্রসিদ্ধ লালমোহন বিদ্যানিধিকে শিক্ষকরূপে প্রাপ্ত হন। হুগলীতে তৎকালীন প্রধান উকীল পুণ্যশ্লোক স্বর্গীয় শিবনাথ রায় মহাশয়ের আশ্রয়ে থাকিয়া তিনি বিদ্যালাভ করিতে আরম্ভ করেন। সেখান হইতে যশের সহিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কয়েক স্থানে কার্য্য করার পর, তিনি বালী-বারাকপুরের বঙ্গবিদ্যালয়ে প্রধান পণ্ডিত হইয়া আসেন। বালী বাসের সময় কান্তিচন্দ্র—অক্ষয়কুমার দত্ত, মাধবচন্দ্র গোস্বামী তর্কসিদ্ধান্ত, কান্তিচন্দ্র ভাদুড়ী প্রভৃতি মনস্বিবর্গের সংস্রবে আসেন। এই স্থলে কার্য্য করার সময়েই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, প্যারীচরণ সরকার, রাজ নারায়ণ বসু প্রভৃতি মহাত্মাগণের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা জন্মে।

অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন তাঁহার গ্রন্থাদি

নিজ হস্তে লিখিতে পারিতেন না, তিনি অবকাশ অনুসারে বলিয়া যাইতেন তদনুযায়ী অপরে তাহা লিপিবদ্ধ করিতেন। কান্তিচন্দ্র তাঁহার লিপি-করদের মধ্যে অন্যতম। এই সকল দৃষ্টান্তের প্রভাবে তাঁহার চরিত্র সমধিক উন্নত হইয়াছিল, এবং তাঁহার মনে এই সময় হইতেই নবদ্বীপের ইতিহাস প্রণয়ণের আশাও উদ্ভূত হয়, এবং তিনি তদনুযায়ী কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন।

কান্তিচন্দ্র একজন উপযুক্ত শিক্ষক ছিলেন। শ্রীযুক্ত হরিপদ ভট্টাচার্য্য ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি তাঁহার বহু কৃতি ছাত্র বর্ত্তমান আছেন। কিন্তু উচ্চাকাঙ্ক্ষী কান্তিচন্দ্র শিক্ষকতায় সন্তুষ্ট থাকিতে না পারিয়া, এবং ৺কান্তিচন্দ্র ভাদুড়ী মহাশয়ের বিশেষ উৎসাহ ও যত্নে, এই সময়ে মোক্তারী পড়িতে প্রবৃত্ত হন; এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, অতি অল্পকাল হাওড়ায় ব্যবসায় করার পর তিনি হুগলীতে ব্যবসায় আরম্ভ করেন। অতি সুখ্যাতির সহিত কার্য্য করিতে করিতে ১৩২১ সালে ভগবন্নাম স্মরণ করিতে করিতে তিনি হুগলীতে দেহত্যাগ করেন।

মোক্তারীতে তাঁহার ন্যায় সুখ্যাতি ও সুনাম অতি অল্প লোকের ভাগ্যেই ঘটিয়াছে। তিনি হুগলী জেলার—বর্দ্ধমানের মহারাজ ব্যতীত—প্রায় সমস্ত বড় বড় জমীদারের ঘরেই কাজ করিয়াছেন। এই সময়ে তিনি বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়, রাস-বিহারী মুখোপাধ্যায়, স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, মহারাজ দুর্গাচরণ লাহা, পাইকপাড়াধিপতি রাজা ইন্দ্রচন্দ্র সিংহ প্রভৃতি মহাশয়-বর্গের সহিত কার্য্যসূত্রে পরিচিত হইয়া তাঁহাদের বিশেষ স্নেহ ও বিশ্বাসভাজন হইয়া-ছিলেন।

বালীতে শিক্ষকতা করিবার সময় কান্তিচন্দ্র একখানি বঙ্গভাষায় বিদ্যালয়ের পাঠোপযোগী ভারতবর্ষের ইতিহাসের অভাব অনুভব করেন। সেই সময়ে নীলমণি মুখোপাধ্যায় এবং তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের ইতি-

হাস ব্যতীত অন্য কোন ইতিহাস প্রচারিত হয় নাই। দক্ষ শিক্ষক কান্তিচন্দ্র সেই অভাব পূরণ করিয়া, দুইখণ্ডে ভারতের ইতিহাস প্রণয়ণ করেন। বাল্যকাল হইতেই নবদ্বীপের গৌরব তাঁহার জীবনের গর্ব্ব ছিল। তিনি নবদ্বীপকে প্রাণাপেক্ষা অধিকতর ভালবাসিতেন। নবদ্বীপের পণ্ডিত-মণ্ডলীর মুখে শুনিয়া এবং নানা উপায়ে অন্যান্য বিষয় অবগত হইয়া—তিনি নবদ্বীপের ধারাবাহিক ইতিহাস সংকলনে প্রবৃত্ত হয়েন, এবং ১২৯৮ সালে "নবদ্বীপ মহিমা" গ্রন্থ প্রচার করেন। এই গ্রন্থপাঠে বঙ্কিম বাবু বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন, এবং মৃত্যুশয্যায় শায়িত ভূদেব বাবু গ্রন্থকারকে ডাকাইয়া পদধূলি দান পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। কলিকাতা গেজেট, এডুকেশন গেজেট, জন্মভূমি, হিতবাদী প্রভৃতি তৎ-কালিক পত্রিকা সমুদায় নবদ্বীপমহিমার ভূয়সা প্রশংসা করিয়াছিল।

ব্রাহ্মণে তাঁহার অচলা ভক্তি ছিল। দেবদ্বিজে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। দরিদ্রের সেবায় তাঁহার অপার আনন্দ ছিল—সর্ব্বোপরি লোক-ভোজনে তিনি যে কি পর্য্যন্ত আনন্দ পাইতেন, তাহা বলা যায় না। পরদুঃখে তাঁহার অন্তর সর্ব্বদা কাঁদিত—তিনি দরিদ্রের দুঃখমোচনে সর্ব্বদা তৎপর থাকিতেন। দাতা বলিয়া নাম কিনিবার আকাঙ্ক্ষা তাঁহার ছিল না—তাঁহার দান এত গোপনীয় ছিল যে তাঁহার আত্মীয়েরাও তাহা জানিতে পারিতেন না।

সন ১৩০০ সালে "শ্রীনবদ্বীপধাম প্রচারিণী সভা" স্থাপিত হইয়া মিঞাপাড়াকে মায়াপুর বলিয়া ঘোষণা করেন: তাহাতে দেশমধ্যে এক আন্দোলন পড়িয়া যায়। বৈষ্ণব-প্রধান-দিগের অনেকেই মিঞাপাড়াকে মহাপ্রভুর জন্মস্থান মায়াপুর বলিয়া গ্রহণ করিতে থাকেন। ধামপ্রচারিণী সভার, মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যারণ্য, কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ, নফর চন্দ্রপাল চৌধুরী প্রভৃতি অনেক শিক্ষিত উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী

ও ক্ষমতাশালী জমীদার নেতা ছিলেন। সুতরাং অনেকেই তাঁহাদের সিদ্ধান্তের ভ্রান্তি অসম্ভব ঠিক করিলেন, ও যাঁহারা ভ্রমের বিষয় অবগত হইলেন তাঁহারাও প্রতিবাদ করিতে সাহস করিলেন না। কিন্তু কান্তিচন্দ্র সে প্রকৃতির লোক ছিলেন না। সেই নির্ভীক স্বদেশপ্রেমিক, সত্যনিষ্ঠ গৌরভক্ত কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। তিনি তিন দিবসের মধ্যে "নবদ্বীপ-তত্ত্ব" নামে উহার এক সুযুক্তিপূর্ণ প্রতিবাদ পুস্তক মায়াপুর প্রতিষ্ঠার উৎসবের সময় বিতরণ করেন। তিনি এত অল্প সময়ের মধ্যে কিরূপে এই প্রতিবাদ লিখিয়াছিলেন, তাহা বিস্ময়জনক। এত ক্ষিপ্রতা সহকারে এই পুস্তক লিখিত ও প্রচারিত হইয়াছিল যে মুদ্রাযন্ত্র হইতে পুস্তকগুলি সিক্ত অবস্থায় বিতরিত হয়। এই প্রতিবাদের ফলে শ্রীনবদ্বীপ ধাম প্রচারিণী সভার শত চেষ্টা সত্ত্বেও মিঞাপাড়া আজিও মায়াপুররূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই। এই প্রতিবাদের জন্য তাঁহাকে কটূক্তি শ্রবণ ও লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু সত্যপ্রিয় কান্তি-চন্দ্র কর্ত্তব্য হইতে বিচলিত হন নাই। নবদ্বীপের নির্ণয় সম্বন্ধে পূর্ণিমা পত্রিকাতেও তিনি কয়েকটী যুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। তাহাতে তাঁহার, এদেশের ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক জ্ঞান, তর্কে যুক্তিপ্রদর্শনের অদ্বিতীয় ক্ষমতা এবং রহস্য-প্রিয়তার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার দৃঢ় ধারণা ছিল যে সত্য স্থায়ী হইবে এবং মিথ্যা ধ্বস্ত ও নিন্দনীয় হইবে। ফলও তাহাই দাঁড়াইয়াছে।

নবদ্বীপের স্থান নির্ণয় সম্বন্ধে বাদানুবাদ উপলক্ষে স্বর্গীয় সাহিত্যাচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় পূর্ণিমা পত্রিকায় কান্তিচন্দ্রের পক্ষ সমর্থন করিয়া এক সুন্দর সন্দর্ভ প্রকাশিত করেন। কান্তিচন্দ্রের প্রতিবাদ, পণ্ডিত-মণ্ডলী, রায় রসময় মিত্র বাহাদুর, পল্লীবাসী-সম্পাদক শশিভূষণ বন্দ্যো-পাধ্যায় প্রভৃতি শিক্ষিত গৌরভক্তগণ কর্ত্তৃক প্রামাণিক বলিয়া গৃহীত হয়।

কান্তিচন্দ্র বড় নিষ্কিঞ্চন ছিলেন—নাম কিনিবার স্পৃহা তাঁহার কখনই ছিল না। এই কারণে, বাদপ্রতিবাদ-মূলক “নবদ্বীপতত্ত্বে” তিনি নিজ নাম প্রকাশ করেন নাই।

এই প্রতিবাদ দেখিয়া, মহেন্দ্রনাথ বিদ্যারণ্যের ভ্রাতা ‘হিন্দু ল’ (Hindu Law)-প্রণেতা যোগীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম, এ ; ডি, এল ; মহাশয় বলিয়াছিলেন, “কান্তি, তুমি কি প্রকারে এই অদ্ভুত কার্য্য সাধন করিলে ? তুমি যদি ইউরোপে এই কাজ করিতে তাহা হইলে সমস্ত দেশ তোমার কীর্ত্তির আদর করিত ও এই এক প্রতিবাদেই তোমাকে অমর করিয়া দিত।” ইহাতে মহেন্দ্রনাথ উত্তর করিলেন, “ভাই কান্তিতে মহাপ্রভুর কৃপা হইয়াছে। গত রাত্রে আমিও স্বপ্নে দেখিয়াছি, কান্তির নির্দ্দিষ্ট স্থান আলোকময় হইয়া রহিয়াছে। তাহাই প্রভুর জন্মভূমি। কান্তি বড় সহজ ভাগ্যবান নহে।” বিনীত গ্রন্থকার আনন্দাপ্লুত হৃদয়ে তাঁহাদের পদধূলি লইয়া প্রস্থান করিলেন। যোগেন্দ্র নাথের ন্যায় আমরাও বলি যে কান্তিচন্দ্রের গুণের আদর আমরা কিছুই করি না।

কান্তিচন্দ্র তাঁহার বড় আদরের “নবদ্বীপ মহিমায়” দ্বিতীয় সংস্করণের জন্য পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু অর্থাভাবে আজিও তাহা মুদ্রিত হইল না। জানিনা ভগবদভিপ্রায় কি—কখন মুদ্রিত হইবে কি না?

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ।

শ্রীনবদ্বীপতত্ত্ব।

••••••●●●•••••

নব্যভক্তবৃন্দ ও মিঞাপুরে নবাবিষ্কৃত শচীগৃহ।

নবদ্বীপ একটী প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ নগর। বহুদিন হইতে এই নগর সংস্কৃত-বিদ্যা-চর্চ্চার স্থান বলিয়া বিখ্যাত। এই নগর এককালে বঙ্গদেশের রাজধানী ছিল। কিন্তু এখন নবদ্বীপের আর সে গৌরব নাই। নবদ্বীপ শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মস্থল। প্রায় চারিশত বৎসর গত হইল শ্রীগৌরাঙ্গদেব এই নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়া, সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করেন। তিনি শ্রীভগবানের পূর্ণাবতার বলিয়া, তাঁহার জন্মস্থল এই নবদ্বীপ তীর্থস্থান-রূপে প্রসিদ্ধ। তাঁহার সময় হইতে বর্ষে বর্ষে গৌরাঙ্গভক্তবৃন্দ ভক্তি-সহকারে এই নবদ্বীপভূমিতে সমাগমন ও তদীয় শ্রীমূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া পবিত্র ও জীবন সার্থক মনে করিয়া আসিতেছেন। আজকাল এই নবদ্বীপের প্রতি অনেকেরই ভক্তি আকর্ষিত হইয়াছে।

পূর্ব্বে এদেশীয় পণ্ডিতগণ ও পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ও বিশ্ববিদ্যা-লয়ের উপাধিধারী ব্যক্তিগণ গৌরাঙ্গদেবকে শ্রীভগবানের অবতার বা নবদ্বীপকে তীর্থ বলিয়া বিশ্বাস করিতেন না। কিন্তু আজকাল ঐ উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই গৌরাঙ্গদেব ও তদীয় ধর্ম্ম আদৃত হইয়া আসিতেছে।

এই পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত নব্য-সম্প্রদায়ের মধ্যে ভক্তি-বিনোদ শ্রীযুক্ত বাবু কেদারনাথ দত্ত এবং শ্রীযুক্ত বাবু শিশিরকুমার ঘোষ প্রধান। ইঁহারা চৈতন্যচরিত্র সম্বন্ধে নানাবিধ পুস্তক ও প্রবন্ধ লিখিয়া এই সম্প্রদায়ের বিশেষ উপকার সাধন করিতেছেন। শুধু যে তাঁহারা চৈতন্যদেবের সম্বন্ধে লিখিতেছেন এমন নহে, তাঁহার জন্মস্থান নবদ্বীপ সম্বন্ধেও অনেক প্রবন্ধাদি লিখিতেছেন। ঐ নবদ্বীপ সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ সকল যতই আলোচনা করা যায় ততই উহা ভ্রমসঙ্কুল বলিয়া মনে হয়। তাঁহারা বর্ত্তমান নবদ্বীপকে আর নবদ্বীপ বলিতে ইচ্ছুক নহেন। বর্ত্তমান নবদ্বীপের শ্রীমূর্ত্তি আর তাঁহাদের তৃপ্তিপ্রদ নহে। তাঁহারা এক্ষণে নবদ্বীপান্তর কল্পনা ও মূর্ত্ত্যন্তর প্রতিষ্ঠার দ্বারা "ব্যাসকাশীর" ন্যায় "ব্যাস নবদ্বীপ" সৃষ্টি-প্রক্রিয়ায় যত্নবান্ হইয়াছেন। আজ চারিশত বৎসর যে নবদ্বীপ গৌরাঙ্গদেবের জন্মস্থান বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে, যে নবদ্বীপে শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীমাতার প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরমূর্ত্তি বিরাজিত রহিয়াছেন, যে নবদ্বীপে গৌরাঙ্গদেবের সময় হইতে তদীয় ভক্তগণ বর্ষে বর্ষে আসিয়া, নবদ্বীপ সন্দর্শন ও বাস করিয়া বৃন্দাবন বাসের ফললাভ-সুখানুভব করিয়া আসিতেছেন—আজ সেই চিরবর্ত্তমান নবদ্বীপ নবীন ভক্তগণের চক্ষে আর গৌরাঙ্গের জন্মস্থান নহে; সেই নবদ্বীপ আর তীর্থস্থান বা নবদ্বীপই নহে—তাহা এখন কুলিয়া হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

লেখকগণ এদেশের অতি প্রধান এবং উচ্চপদস্থ, পণ্ডিত ও ভক্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ। সুতরাং তাঁহাদের বাক্যের উপর সাধারণ ব্যক্তিগণের বিশ্বাস করা অসম্ভব নহে। যদিও ঐ সকল বিষয়ে পরিজ্ঞাত ব্যক্তিগণ উহাতে কোনরূপ আস্থা প্রদর্শন করেন না সত্য, তথাপি বিদেশীয় ভক্তগণের মধ্যে কেহ কেহ উহাতে বিশ্বাস-স্থাপন পূর্ব্বক ভ্রমে নিপতিত রহিবেন; ইহা দেখিয়া শুনিয়া তাঁহাদিগকে ঐ ভ্রমবুদ্ধি হইতে প্রতিনিবৃত্ত

করিতে কেহই অগ্রসর নহেন। উক্ত প্রবন্ধসকল যে ভ্রমাত্মক তাহা অনেকেই অবগত আছেন, কিন্তু তাঁহারা সকলেই ঐ বিষয়ে উদাসীন রহিলেন। আবার ঐ সকল প্রবন্ধ ভ্রমাত্মক জানিয়া তৎসম্বন্ধে নির্ব্বাক্ থাকা অকর্ত্তব্য বিবেচনায় আমার মত ক্ষুদ্র-বুদ্ধি লোক নবদ্বীপ সম্বন্ধে যতদূর অবগত আছে ও হইয়াছে তাহাই লিখিতে অগ্রসর হইতেছে।

এই নব্য পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ভক্তগণ বর্ত্তমান নবদ্বীপের উত্তর-পূর্ব্বদিকে ভাগীরথীর পূর্ব্বপারে, প্রায় এক ক্রোশ দূরে মিঞাপাড়া নামে যে একটী ক্ষুদ্র বিশুদ্ধ মুসলমান পল্লী আছে, সেই পল্লীর দক্ষিণ দিকে, একটী উচ্চ আস্‌লী অর্থাৎ মূলভূমিতে গৌরাঙ্গের জন্মস্থান ও বাসগৃহ থাকা বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন, এবং ঐস্থান যে প্রাচীন নবদ্বীপ তাহাও তাঁহারা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টিত হইয়াছেন—কিন্তু উহা সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমূলক। তথাপি ইহাতে ভক্তগণের কোন দোষ দেওয়া যায় না, কারণ তাঁহারা সকলেই বিদেশী, নবদ্বীপের ভৌগোলিক তত্ত্ব তাঁহারা কিছুমাত্র অবগত নহেন। বর্ত্তমান সময়ের ভাগীরথীর অবস্থানই তাঁহাদিগকে ভ্রমে নিপাতিত করিয়াছে। চৈতন্যদেবের সময় ভাগীরথী নবদ্বীপের পশ্চিমে প্রবাহিত ছিলেন; এখন নবদ্বীপের পূর্ব্বদিকে প্রবাহিত আছেন, সুতরাং নবদ্বীপ নবদ্বীপই নহে,—আবার মিঞাপাড়ার পশ্চিম বহতা গঙ্গা রহিয়াছেন, তবে মিঞাপাড়াই প্রাচীন নবদ্বীপ—ইত্যাদি অলীক সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। কিন্তু হায়! ভক্তমহাশয়গণ নবদ্বীপরূপ নির্ম্মল ক্ষীরোদ সমুদ্রের কূলে থাকিয়াও পিপাসাশান্তি-জন্য মরুভূমিতে জলান্বেষণপূর্ব্বক ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছেন দেখিয়া বাস্তবিক সন্তপ্ত হইতেছি, কিন্তু ইহাতে দোষই বা কি দিব? নবদ্বীপতত্ত্বজ্ঞান কয়জনের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে? সেই পরম দয়াল দীনবন্ধু নবদ্বীপচন্দ্রের কৃপা ব্যতীত সে ভাগ্য কাহারও সম্ভবে না।

ভক্তগণ কর্তৃক গৌরজন্মভূমি বলিয়া উক্ত ভূমিখণ্ড নির্দ্দিষ্ট হইয়া অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রবন্ধ বাহির হইবার কিছুদিন পরেই আমরা ঐ স্থান দর্শনে গমন করি। নবদ্বীপের উত্তর-পূর্ব্ব ভাগীরথীতীরে ঐ গ্রাম—নাম মিঞাপাড়া, ডাক মিঞাপুর। গ্রামটীতে একঘরও হিন্দুর বাস নাই। শুনিলাম গোয়াড়ীর হাকিম বাবুরা ঐ গ্রামের দক্ষিণ দিকে একটী মুসলমানের পরিত্যক্ত ভিটাকে গৌরজন্মভূমি বলিয়া স্থির করিয়াছেন; এবং উক্ত গ্রামের নাম মিঞাপুর নহে মায়াপুর বলিতে উপদেশ দিয়াছেন। পরে আমরা ঐস্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম—স্থানটী উচ্চ আস্‌লী জমী, পূর্ব্ব দক্ষিণ ও পশ্চিম তিন দিকে নিম্ন চরভূমি, উত্তর একঘর মুসলমানের বহুকালের বাসভূমি। তিন দিকে চর থাকায় স্থানটী মন্দ নহে; শ্রীধাম নবদ্বীপের নিকট, সুতরাং হাট বসাইবার উপযুক্ত স্থান বটে। অনুসন্ধানে জানিলাম—স্থানটী একটী মুসলমানের পরিত্যক্ত ভিটা। প্রবন্ধে অমর তুলসী-ক্ষেত্রের কথা দেখিয়াছিলাম—অমর তুলসী-ক্ষেত্র বলিলে পাঠকগণ কি বুঝিবেন বলিতে পারি না—কিন্তু আমাদের মত অল্পবুদ্ধি লোক বুঝিয়াছিল, সেখানে তুলসী গাছ মরে না, সুতরাং বড় বড় কাণ্ডবিশিষ্ট তুলসী বৃক্ষ দেখিতে পাইব; কিন্তু ভাগ্যে তাহা হইল না—কয়েকটী ছোট ছোট গাছমাত্র দেখিতে পাইলাম। অথবা—

"অদ্যাপিহ সেই লীলা করে গৌর রায়।
কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়॥"

ভাগ্যহীন আমরা—আমাদের ভাগ্যে দর্শনলাভ হইল না। একটী তুলসী গাছ পুঁতিলে যে, তাহার বীজ পড়িয়া অনেক গাছ হয়, এবং কোনরূপে তাহা নষ্ট না করিলে তুলসীবন হইয়া পড়ে—পাঠকগণকে তাহা আর বুঝাইয়া দিতে হইবে না।

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, মুসলমান পল্লীতে ও মুসলমানের বাটীতে কি প্রকারে তুলসীগাছ হইল? যেস্থানে ঐ তুলসী গাছ আছে তাহার তিন দিকে চর। প্রতি বৎসর বর্ষাকালে উহা ডুবিয়া যায়, উহার কিনারায় জল লাগে, সেই সময়ে জলপ্লাবনে অন্যস্থান হইতে তুলসীবীজ ধৌত হইয়া ঐস্থানে লাগিয়াছিল, তাহাতেই ঐস্থানে তুলসী গাছের উৎপত্তি। বাস্তবিক ঐস্থানের প্রান্তভাগেই ঐ গাছগুলি অধিক দেখিতে পাওয়া যায়।

ঐস্থানের কিঞ্চিৎ উত্তরে খোলভাঙ্গার ডাঙ্গা বলিয়া শ্রীবাস-অঙ্গন নির্ণীত হইয়াছে—এই স্থানটী ঠিক বল্লালদীঘির দক্ষিণ পার্শ্বে স্থিত। ঐ দীঘির উত্তর ধারেই বামুনপুকুর নামে গ্রাম, এই গ্রামেই চাঁদ কাজির কবর রহিয়াছে। নবাবিষ্কৃত স্থানটী হইতে এই স্থান প্রায় দেড় পোয়া পথ হইবে। এই গ্রামের পশ্চিম-পার্শ্বেই সুপ্রসিদ্ধ "বল্লালঢিবী" বর্ত্তমান রহিয়াছে। তদনন্তর আমরা ফিরিয়া আসিলাম।

শ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী সভা ও বিবরণ পত্র।

ইংরাজী শিক্ষার ফলে ইংরাজী চাল আমাদের হাড়ে হাড়ে প্রবেশ করিয়াছে। আহারে, ব্যবহারে, আচরণে ও ধর্ম্মে সকল বিষয়েই আমরা ইংরাজী অনুকরণে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এই নব্য ভক্তগণ গৌরভক্ত হইলেও ইংরাজী চালে প্রণোদিত হইয়া "শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী" নামে এক সভা (কোম্পানী) করিয়াছেন। ভক্তগণ সেই সভার দ্বারা পরিচালিত হইয়া, বর্ত্তমান সভ্যতানুযায়ী চারিদিকে বিজ্ঞাপন দিয়া

গত ৮ই চৈত্র তারিখে মিঞাপুরে শ্রীগৌরাঙ্গের যুগলমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ঐ সভার কার্য্যাদি সম্বন্ধে এক বিবরণ-পত্রও বাহির হইয়াছে।

ঐ বিবরণ-পত্রে তাঁহাদের সভার আয়, ব্যয়, সভাপতি, সভ্য, কোষাধ্যক্ষ, সেবাসমিতি ইত্যাদি সমস্তই বিবৃত হইয়াছে, এবং মিঞাপুরে যে গৌরাঙ্গদেবের গৃহ ছিল তৎসম্বন্ধে প্রমাণাদিও প্রদত্ত হইয়াছে।

ঐ বিবরণ-পুস্তকে শচী-গৃহ-নির্ণয় সম্বন্ধে যে সকল প্রমাণাদি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাই আলোচনা করা এই প্রস্তাবের প্রধান উদ্দেশ্য। ক্রমে ক্রমে ঐ সকল বিষয় আমরা ভক্ত ও পাঠকগণের নিকট উপস্থিত করিতেছি।

"কয়েক বৎসর হইতে কতিপয় শুদ্ধভক্তের হৃদয়ে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর জন্মস্থান নির্ণয় করিবার একটী অহৈতুকী চেষ্টা উদয় হয়। পশ্চিমপার নবদ্বীপে তত্রস্থ পুরাতন পুরাতন বৈষ্ণবদিগের নিকট অনুসন্ধান করিয়া এই মাত্র জানিতে পারিলেন যে, মহাপ্রভুর জন্মস্থান গঙ্গার পূর্ব্বভাগে মায়াপুর নামক গ্রামে। এইমাত্র অনুসন্ধান পাইয়া তাঁহারা পূর্ব্ব নবদ্বীপে বিশেষ অনুসন্ধান করিলেন। পূর্ব্বনবদ্বীপস্থ ব্রাহ্মণপুষ্করিণী বিল্বপুষ্করিণী প্রভৃতি গ্রামবাসী প্রাচীন প্রাচীন লোক, পরম্পরা জনশ্রুতিক্রমে, বল্লালদিঘীর দক্ষিণ পশ্চিম পার্শ্বে শ্রীমায়াপুর বলিয়া গ্রাম দেখাইয়া দিলেন। ভক্তগণ শ্রীমায়াপুরে প্রবেশ করিয়া তথায় কেবল মুসলমানদিগের একটী বসতি দেখিলেন। মুসলমানগণ স্পষ্টরূপে মায়াশব্দ উচ্চারণ করিতে পারে না বলিয়া মায়াপুরকে মেয়াপুর বলিয়া বলিল। তথাপি তাহাদিগের পূর্ব্বপুরুষের নিকট তাহারা শ্রবণ করিয়া আসিতেছে যে শ্রীমায়াপুরে দক্ষিণান্ত ভাগে শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মভূমি।" বিবরণ পত্র ৮পৃষ্ঠা—

পাঠকগণ, উপরিলিখিত উদ্ধৃত অংশ দ্বারা জানা যাইতেছে যে ভক্তগণের চেষ্টার পূর্ব্বে গৌরগৃহ কোন স্থানে ছিল তাহা কেহই অবগত ছিলেন না। পরে তাঁহারা নবদ্বীপ, বিল্বপুষ্করিণী ও বামুনপুকুর গ্রামের প্রাচীন প্রাচীন বৈষ্ণবদিগের দ্বারা গৌরজন্মভূমি কোন স্থানে জানিতে পারিলেন না, কেবল জানিলেন যে, গৌরাঙ্গের বাটী মায়াপুর নামক স্থানে ছিল। তাহার পর তাঁহারা মিঞাপুরে উপস্থিত। ভক্তগণ অমনি সিদ্ধান্ত করিলেন, যে মুসলমানেরা মায়া শব্দ উচ্চারণ করিতে পারে না; অতএব এই মিঞাপুরই মায়াপুর। মিঞাপুরবাসী মুসলমানেরা অমনই গৌরজন্মভূমি তাঁহাদিগকে দেখাইয়া দিল। ভক্তগণও অমনই সেই স্থান গৌর-জন্মভূমি বলিয়া নির্ণয় করিয়া লইলেন। ধন্য ভক্তির প্রভাব! এই মূল ভিত্তির উপর ভক্ত মহাশয়গণ শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মস্থান নির্ণয় করিয়াছেন; এবং নবদ্বীপ শব্দটীও অতি সাবধানে ব্যবহার করিয়াছেন—যথা "পূর্ব্বপার নবদ্বীপ" ও "পশ্চিমপার নবদ্বীপ" ইত্যাদি অর্থাৎ তাঁহারা নবদ্বীপকে শুধু নবদ্বীপ বলিতে ইচ্ছুক নহেন। ইহাই ভক্তগণের প্রথম "বিষমোল্লায় গলদ"।

উক্ত পুস্তকের ৯ পৃষ্ঠা'য় ১১শ পংক্তিতে লিখিত হইয়াছে, "শ্রীগৌর জন্মভূমি বলিয়া যে ভূমিখণ্ড পূর্ব্বে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল তথায় উপস্থিত হইবামাত্র তাঁহাদের মনে একটী অনির্ব্বচনীয় ভাব উদিত হইল। অত্রস্থ অমর তুলসী ক্ষেত্র ও মধ্যে মধ্যে বিল্ব ও নিম্ব বৃক্ষ দৃষ্ট করিয়া তাঁহারা এক বাক্যে ঐ স্থানটীকে শ্রীগৌরাঙ্গ-জন্মভূমি বলিয়া স্থির করিলেন।" ইহাতে প্রকাশ পাইতেছে যে, বিল্ব, নিম্ব ও তুলসীবৃক্ষ আছে বলিয়াই ঐস্থান শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মভূমি ও বাসগৃহ বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। ঐরূপ তুলসীগাছ, বেলগাছ ও নিমগাছ একত্র অনেক স্থানে দেখিতে

পাওয়া যায়; কেবল সেই সকল স্থানে কয়েকজন বিশেষ ভক্তের অভাব দেখা যায়।

বিবরণ পুস্তকের ১২ পৃঃ ৪ পংক্তি—

"শ্রীমায়াপুর মহাপ্রভুর প্রকট সময়ে শ্রীনবদ্বীপ মহানগরীর মধ্যস্থানে ছিলেন। তাহার প্রায় শত বৎসর পরে গঙ্গা ও খড়িয়া নদীর দ্বারা অনেক ভূমি লণ্ডভণ্ড হওয়ায় তত্রস্থ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ধনীবৃন্দ শ্রীগঙ্গাদেবীর পশ্চিমপারে গিয়া প্রথমে বাবলাআড়ি গ্রামে ও পরে বর্ত্তমান নবদ্বীপ যেখানে আছে সেই তাৎকালিক কুলিয়া গ্রামে সমাজ ও দেবতাদি উঠাইয়া লইয়া যান।"

ইহার পর উক্ত গ্রন্থের ২১ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে,—"বর্ত্তমান নবদ্বীপ দেড় শত বৎসরের অধিক পুরাতন নয়, গঙ্গা দূরে পড়ায় তাঁহারা ৫০।৬০ বৎসর পরেই চিনাডাঙ্গায় বাবলাড়ি নবদ্বীপ লইয়া গেলেন।" পাঠক এই উভয় অংশের সামঞ্জস্য দেখুন; প্রথমোক্ত বিবরণে নবদ্বীপ গঙ্গার পশ্চিম পারে প্রায় ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে উঠিয়া যাওয়া প্রকাশ পাইতেছে। আবার দ্বিতীয় বিবরণে ২০০ বৎসর উঠিয়া যাওয়া লিখিত হইয়াছে। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে ইহার কোন কথাটী সত্য? একটী অলীক স্থাপন করিতে হইলে, দশটী অলীক কল্পনা করিতে হয়, তথাপি প্রথম অলীকটী সামলান যায় না।

বাস্তবিক ঐ সমস্ত কথাই অপ্রকৃত। উহা নিতান্ত অলীক, অসঙ্গত ও প্রলাপ বাক্য বলিতে হইবে। মির্জ্জাপুর হইতে গঙ্গার পশ্চিমপারে হিন্দুসমাজ একেবারে উঠিয়া আইসে নাই। যেখানকার নবদ্বীপ সেই-খানেই আছে, কেবল গঙ্গার গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া পূর্ব্বদিকে বাহিতা হওয়ায় নবদ্বীপ গঙ্গার পশ্চিম দিকে পড়িয়াছে মাত্র।

মিঞাপুর, মায়াপুর নহে।

ভক্তমহাশয়েরা মিঞাপুরকে মায়াপুর বলিয়া প্রচার করিলেও কেহই তাহা বিশ্বাস করেন নাই। যাহা হউক, তাঁহারা তৎসম্বন্ধে কয়েকটী বিতর্ক তুলিয়া তাহার মীমাংসা করিয়াছেন। ঐ বিতর্ক ও মীমাংসা নিম্নে লিখিত হইল;—পাঠকগণ, তাহা কতদূর ন্যায়, ধর্ম্ম ও শাস্ত্র সঙ্গত হইয়াছে বিবেচনা করিয়া দেখুন। উহার প্রথম বিতর্ক এই—

"যে স্থানকে শচীগৃহ বলিয়া নির্ণয় করা হইয়াছে, তাহা যে জগন্নাথ মিশ্রের গৃহ তাহা কি প্রকারে জানা যায়?" বি, প, ১৪পৃঃ, ৯পং

এই বিতর্ক সম্বন্ধে তাঁহারা বৃন্দাবন দাস-কৃত চৈতন্যভাগবতের কাজী-উদ্ধার প্রকরণ হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধার করিয়া ঐস্থানে শচীগৃহ থাকা নির্ণয় করিয়াছেন। বাস্তবিক ঐ বর্ণনা দ্বারা ঐস্থানে শচীগৃহ ছিল না, তাহাই প্রতিপন্ন করে। আমরা প্রথমে গঙ্গার অবস্থান দ্বারা ঐস্থানে যে শচীগৃহ নহে তাহা দেখাইতেছি।

চৈতন্যভাগবতাদি গ্রন্থপাঠে জানা যায় যে, শ্রীচৈতন্যদেবের বাটী গঙ্গার অদূরে ছিল। এখন যেস্থানে ভাগীরথী প্রবাহিত আছেন, যদি ঐস্থানে বা উহার নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে ভাগীরথী প্রবাহিত থাকা প্রকৃত হয়, তাহা হইলে নবাবিষ্কৃত মিঞাপুর বা তাহার নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে শ্রীচৈতন্যদেবের গৃহ বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভাগীরথী শ্রীচৈতন্যদেবের সময়ে ঐস্থানে প্রবাহিত ছিলেন না। বর্ত্তমান নবদ্বীপের পশ্চিমে প্রবাহিত ছিলেন, তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়, যথা—

১। কিম্বদন্তী ইতিহাসের একটী মূল। কিম্বদন্তী এই যে, বর্ত্তমান নবদ্বীপের পশ্চিমে ও মামগাছী জাননগর চাঁপাহাটী ও সমুদ্রগড় আদি

গ্রামের পূর্ব্বদিকে যে একটী প্রাচীন খাত আছে, তাহাতে ভাগীরথী প্রবাহিতা ছিলেন। ঐ খাতকে বুড়িগঙ্গা ও আদিভগীরথ খাত বলে, এবং তৎপার্শ্ববর্ত্তী লোকেরা অদ্যাপি মৃতদেহের ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য ঐ খাতের ধারে সম্পন্ন করিয়া থাকে। অতএব ঐ খাতে যে ভাগীরথী প্রবাহিত ছিলেন তাহা জানা যাইতেছে।

২। উক্ত খাতের ঠিক পশ্চিম পার্শ্বে জান্নগর নামক গ্রাম। জহ্নু-মুনির আশ্রম বলিয়া ঐ গ্রামকে জান্নগর বা জহ্নুদ্বীপ কহে। যথা—

"জহ্নুমুনি মহানন্দে রহে এইখানে।
এই হেতু জহ্নুদ্বীপ কহে বিজ্ঞগণে॥" ভক্তিরত্নাকর। ৭৪১ পৃঃ

জহ্নুমুনির আশ্রম যে ভাগীরথীর তীরে ছিল তাহা সকলেই অবগত আছেন; অতএব এতদ্দ্বারা জানা যাইতেছে যে, জান্নগরের পূর্ব্বদিকে যে পূর্ব্বোক্ত খাত দৃষ্ট হয় তাহাতেই ভাগীরথী প্রবাহিত ছিলেন।

৩। বিদ্যানগরের পূর্ব্বদিকে ভাগীরথীর যে খাত আছে, তাহা চাঁদের বিল নামে খ্যাত। কথিত আছে সুপ্রসিদ্ধ চাঁদসদাগর বাণিজ্য-কালে ব্রহ্মাণীর (মনসাদেবীর) কোপে পড়িয়া ঐস্থানে ঝড় বৃষ্টিতে আক্রান্ত হন, এবং কয়েকদিন ঐস্থানে বাণিজ্যতরণীসহ অবস্থিতি করেন। পরে মনসাদেবীর দেবত্বস্বীকার করিয়া উহার কিছু উত্তরে গঙ্গাতীরে ঘটস্থাপনপূর্ব্বক শ্রাবণ মাসের সংক্রান্তির দিনে বহুসমারোহে পূজা করেন। তদবধি ঐস্থান ব্রহ্মাণীতলা নামে বিখ্যাত হয়। ঐ ঘট অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে, এবং প্রতি বৎসর শ্রাবণ মাসের সংক্রান্তির দিবস ঐ প্রদেশের প্রায় সমস্ত লোক অতি সমারোহপূর্ব্বক ঐ দেবীর পূজা দিয়া থাকেন। ঐ সময়ে ঐস্থানে অষ্টাহকাল ব্যাপিয়া একটী প্রকাণ্ড মেলা হইয়া আসিতেছে।

এখন চাঁদসদাগর কোন সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তাহা নিশ্চয়

জানিবার উপায় নাই। কিন্তু শ্রীচৈতন্যের সময়ে আমরা মনসা দেবীর বড়ই প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাই; তৎকালে মনসা পূজা ও বিষহরির গান সর্ব্বদাই গীত হইতে দেখা যায়। যথা—

"ধর্ম্ম কর্ম্ম লোক সবে এইমাত্র জানে।
মঙ্গলচণ্ডীর গীত করে জাগরণে॥
দেবতা জানেন সবে ষষ্ঠী বিষহরি।
তাহা যে পূজয়ে সেই মহা দম্ভ করি॥"

* * * *

"বাসুলী পূজয়ে কেহ নানা উপহারে।" চৈ, ভা,

আবার—"আসি কহে হিন্দুর ধর্ম্ম ভাঙ্গিল নিমাই।
যে কীর্ত্তন প্রবর্ত্তাইল কভু শুনি নাই॥
মঙ্গলচণ্ডী বিষহরি করি জাগরণ।
তাতে নৃত্য গীত বাদ্য যজ্ঞ আচরণ॥" চৈ, চ, ১৭শ অ।

অতএব এতদ্দ্বারা চাঁদসদাগরের সময়, চৈতন্যের সময়ে বা তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বেই অনুমান করিতে পারি। চাঁদসদাগরের ঐ ঘটনার পরে গঙ্গাদেবী বিদ্যানগর ত্যাগ করিয়া অপেক্ষাকৃত পূর্ব্বদিকে সরিয়া আসেন, এবং বিদ্যানগরের নীচে একটী বিল পড়িয়া যায়। তদবধি ঐ বিল চাঁদের বিল নামে বিখ্যাত হইয়াছে। তাহা হইলে চৈতন্যের সময়ে বা তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বেই ঐস্থানে গঙ্গা প্রবাহিত দেখা যাইতেছে।

৪। সারঙ্গদেব মুনি চৈতন্যদেবের সমসাময়িক লোক। জান্নগরে গঙ্গাতীরে তাঁহার আশ্রম ছিল, ঐ আশ্রম অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। কথিত আছে যে চৈতন্যদেব, সারঙ্গদেবকে বৃদ্ধ দেখিয়া একজন শিষ্য গ্রহণ করিতে বলেন; কিন্তু সারঙ্গ, শিষ্যের উপযুক্ত ব্যক্তি পাওয়া

যায় না বলিয়া প্রথমে তাহাতে অস্বীকৃত হন। অবশেষে চৈতন্যের অনুরোধে শিষ্য গ্রহণ করিতে স্বীকার করিয়া প্রতিজ্ঞা করেন যে, পরদিন প্রত্যূষে যাহার মুখ দেখিবেন তাহাকেই শিষ্যত্বে গ্রহণ করিবেন। তৎপরদিন প্রত্যূষে সারঙ্গ গঙ্গাস্নানে গমন করেন, স্নান সমাধা করিয়া যে সময়ে তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া জপ করিতেছিলেন, সেই সময়ে একটী মৃতবৎ দেহ তাঁহার শরীর স্পর্শ করায় তাঁহার ধ্যানভঙ্গ হয়, এবং তিনি তাহার মুখদর্শন করিলে, তাহাকেই শিষ্যত্বে গ্রহণ করেন। এই ঘটনা দেখিবার জন্য চৈতন্যদেব নৌকাবিহার ছলে তথায় উপস্থিত হন। এতদ্দ্বারা সারঙ্গদেবের আশ্রমের অনতিদূরে অর্থাৎ জান্নগরের নীচে ভাগীরথী প্রবাহিত ছিলেন জানা যাইতেছে।

৫। ভক্তিরত্নাকর-গ্রন্থকার নয়টী দ্বীপ লইয়া 'নবদ্বীপ' ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এবং ঐ নয়টী দ্বীপের এইরূপ সংস্থান দেখাইয়াছেন। যথা—

"গঙ্গা পূর্ব্ব পশ্চিম তীরে দ্বীপ নয়।
পূর্ব্বে অন্তরদ্বীপ শ্রীসীমন্ত দ্বীপ হয়।
গোদ্রুমদ্বীপ শ্রীমধ্যদ্বীপ চতুষ্টয়॥
কোল দ্বীপ ঋতু, জহ্নু, মোদদ্রুম আর।
রুদ্রদ্বীপ এই পঞ্চ পশ্চিমে প্রচার॥" ভ, র, ৭১০ পৃঃ

এই বর্ণনা দ্বারা দেখা যাইতেছে যে, কোল দ্বীপ (কুলিয়া পাহাড়পুর) ঋতুদ্বীপ (রাতুপুর) জহ্নুদ্বীপ (জান্নগর) মোদদ্রুমদ্বীপ (মামগাছী) রুদ্রদ্বীপ (রুদ্রপাড়া) এই কয়টী গঙ্গার পশ্চিম তীরে অবস্থিত। ইতঃপূর্ব্বে চৈতন্যদেবের সময়ে ভাগীরথীদেবীর যেস্থানে অবস্থান দেখান হইয়াছে, তাহাতে ঐ দ্বীপগুলি আদি-ভাগীরথ-খাতের ঠিক পশ্চিম তীরে আজিও অবস্থিত আছে। ইহাতে ঐ খাতে ভাগীরথী প্রবাহিত থাকা জানা যায়।

চৈতন্যদেবের সময়ে বর্ত্তমান নবদ্বীপের পশ্চিমে যে ভাগীরথী ছিল তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ের ১৪০ বৎসর পূর্ব্বেও (১৭৫২ খৃঃ অঃ) বর্ত্তমান নবদ্বীপের পশ্চিমে ভাগীরথীকে প্রবাহিত দেখিতে পাওয়া যায়।

৬। মুসলমানদিগের রাজত্ব-কালে নদী দ্বারা জমীদারীর সীমা বিভক্ত হয়। ভাগীরথীর পশ্চিম পার বর্দ্ধমান ও পাটুলীর জমিদার-দিগের এবং পূর্ব্বপার কৃষ্ণনগরের রাজাদিগের জমিদারী দেখা যায়। ক্ষিতীশবংশাবলী-চরিত-পাঠে দেখা যায় যে, ভবানন্দ মজুমদার ১৬১৩ খৃষ্টাব্দে নদীয়ার জমিদারী প্রাপ্ত হন; অতএব ১৬১৩ খৃঃ অব্দে ভাগী-রথীদেবীকে বর্ত্তমান নবদ্বীপের পশ্চিমে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। নবদ্বীপ ভাগীরথীর পশ্চিমে হইলে কখনও কৃষ্ণনগরের জমিদারদিগের জমিদারীভুক্ত হইত না।

৭। কবিবর ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের গ্রন্থে আমরা নবদ্বীপের বর্ণনা দেখিতে পাই। এই ভারতচন্দ্র ১৪০ বৎসরের লোক হইবেন। সুতরাং তিনি যে বর্ণনা দিয়াছেন, তাহা যে বর্ত্তমান নবদ্বীপের বর্ণনা তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তৎকৃত মানসিংহে এইরূপ বর্ণিত আছে। যথা—

"মজুমদারে কহিলা করিব গঙ্গাস্নান।
উত্তরিলা পূর্ব্বস্থলী নদে সন্নিধান॥
আনন্দে গঙ্গার জলে স্নান দান কৈলা।
কনক অঞ্জলি দিয়া গঙ্গাপার হৈলা॥
পরম আনন্দে উত্তরিলা নবদ্বীপ।
ভারতীর রাজধানী ক্ষিতির প্রদীপ॥" মানসিংহ ১পৃঃ

এই বর্ণনা দ্বারা বর্ত্তমান নবদ্বীপের পশ্চিমে যে ভাগীরথী প্রবাহিত

ছিলেন তাহা জানা যাইতেছে। কিন্তু কেহ বলিতে পারেন যে ইহা পূর্ব্ব সময় অবলম্বন করিয়া লিখিত হইয়াছে; উহার দ্বারা বর্ত্তমান নবদ্বীপের পশ্চিমে ভাগীরথী প্রবাহিত থাকা স্বীকার্য্য নহে। পরে গঙ্গা বর্ণনায় কি লিখিত হইয়াছে দেখুন—

"গিরিয়া মোহানা দিয়া, অগ্রদ্বীপ নিরখিয়া,
নবদ্বীপে পশ্চিম-বাহিনী।" মা, সি, ৪৯পৃঃ

এই শ্লোক দ্বারাও নবদ্বীপের পশ্চিমে ভাগীরথী ছিল দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। এই বর্ণনা ভারতচন্দ্র রায় কোন সময় অবলম্বন করিয়া করেন নাই। উহা তাঁহার বর্ত্তমান সময় অবলম্বন করিয়াই লিখিত হইয়াছিল বলিতে হইবে। আবার যখন তিনি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের রাজ্যের সীমা বর্ণনা করিতেছেন, তখন কি বলিয়াছেন দেখুন! যথা—

"রাজ্যের উত্তর সীমা মুরশিদাবাদ।
পশ্চিমের সীমা গঙ্গা ভাগীরথী খাদ॥" অঃ মঃ

ভারতচন্দ্র রায়ের গ্রন্থ ১৬৭৪ শকে অর্থাৎ ১৭৫২ খৃঃ অব্দে রচিত হইয়াছে। তাহা হইলে আমরা ঐ সময়ে ও তাহার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বর্ত্তমান নবদ্বীপের পশ্চিমে ভাগীরথী প্রবাহিত দেখিতে পাই।

৮। ১৭৫৬ খৃঃ অব্দে পলাসীর যুদ্ধের পর ইংরাজদিগের কর্ত্তৃক পলাসী হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত ১৭৬৩ খৃঃ অব্দে ভাগীরথীর এক মানচিত্র প্রস্তুত হয়। তাহাতে নবদ্বীপের উভয় পার্শ্বে গঙ্গা পরিচিহ্নিত হইয়াছে, কিন্তু পূর্ব্ব-প্রবাহে স্রোতস্বতী থাকার চিহ্ন দেখা যায়। ইংরাজদিগের সময় ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে জেলা বিভাগ হয়। ভাগীরথীর পূর্ব্বভাগ নদীয়া জেলার সীমাভুক্ত হয়। তৎকালে নবদ্বীপের পূর্ব্বদিকে ভাগীরথী

প্রবাহিতা ছিল, তথাপি নবদ্বীপ নদীয়া জেলাভুক্ত হওয়ায়, নবদ্বীপের পশ্চিমদিকের ধারাও তৎকালে স্রোতস্বতী থাকা অনুভূত হয়।

অতএব পূর্ব্বোক্ত প্রাচীন চিহ্ন, কিম্বদন্তী ও প্রাচীন পুস্তকাদির উল্লিখিত প্রমাণ দ্বারা প্রাচীনকাল হইতে বর্ত্তমান ১৫০ শত বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, বর্ত্তমান নবদ্বীপের পশ্চিম দিকে, ভাগীরথীর ধারা প্রবাহিত ছিল, তাহা প্রতিপন্ন হইতেছে। তাহা হইলে, গৌরাঙ্গদেবের বাটী আমরা গঙ্গার অদূরে অর্থাৎ বর্ত্তমান নবদ্বীপের পশ্চিমভাগে দেখিতে পাই। ভক্তগণ কর্ত্তৃক যেস্থান শচীগৃহ বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে তাহা নবদ্বীপের পূর্ব্বদিকে। সুতরাং নবাবিষ্কৃত শচীগৃহ হইতে তৎকালে ভাগীরথী প্রায় ৩ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত ছিলেন। অতএব মিঞাপাড়ার নির্ণীত শচীগৃহ আদৌ শচীগৃহ হয় না।

চৈতন্য-ভাগবতের বর্ণনা দ্বারা নবাবিষ্কৃত শচীগৃহ প্রমাণিত হয় না।

ভাগীরথী কোনস্থানে প্রবাহিত ছিলেন ও তদ্দ্বারা নবাবিষ্কৃত শচীগৃহ, প্রকৃত শচীগৃহ নহে তাহা দেখান হইল। এখন চৈতন্য-ভাগবতের যে অংশ উদ্ধৃত করিয়া ঐস্থানে শচীগৃহ থাকা নির্ণীত হইয়াছে তাহাই আলোচনা করিয়া দেখা যাইতেছে যে উহা কতদূর সঙ্গত।

"এই মতে মহাপ্রভু নাচিতে নাচিতে।
সবার সহিত আইসেন গঙ্গাপথে॥
বৈকুণ্ঠ ঈশ্বর নাচে সর্ব্ব নদীয়ায়।
চতুর্দ্দিকে ভক্তগণ পুণ্যকীর্ত্তি গায়॥

গঙ্গাতীরে তীরে পথ আছে নদীয়ায়।
আগে সেই পথে চলি যায় গৌররায়॥
আপনার ঘাটে আগে বহু নৃত্য করি।
তবে মাধায়ের ঘাটে গেলা গৌর হরি॥
বারকোণা ঘাটে নাগরিয়া ঘাটে গিয়া।
গঙ্গার নগর দিয়া গেলা সিমুলিয়া॥" বিবরণ পুস্তক ১৫পৃঃ

উপরি উক্ত অংশে গৌরচন্দ্রের প্রথমে আপনার ঘাটে, পরে মাধাইর ঘাটে, তদনন্তর নাগরিয়া বারকোণার ঘাটে, তথা হইতে গঙ্গা-নগর ও পরে সিমুলিয়ায় গমন করা বর্ণিত হইয়াছে। বারকোণার ঘাট হইতেই তাঁহাকে গঙ্গাতীর পরিত্যাগ করিতে হয়। যথা— .

"এই বারকোণাঘাট দেখ শ্রীনিবাস।
হেতা নৃত্য গীতে কৈল অদ্ভুত বিলাস॥
এই নাগরিয়া ঘাটে রহি কতক্ষণ।
গঙ্গাতীর হৈতে করে এ পথে গমন॥" ভক্তিরত্নাকর।

উপরিলিখিত বর্ণনায় ভাগীরথীতে আমরা তিনটী ঘাটের উল্লেখ দেখিতে পাইতেছি। যথা প্রভুর নিজের ঘাট, মাধাইয়ের ঘাট ও বারকোণার ঘাট, বর্ত্তমান ভাগীরথীতে ঐ তিনটীর কোন একটী ঘাটও নাই, অথবা কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে থাকার কিম্বদন্তীও নাই। পরন্তু বেণে পাড়ার ঘাট, পুরাণগঞ্জের ঘাট এবং নিশিন্দাতলার ঘাট, বহুকাল বিলুপ্ত হইলেও তাহাদের অবস্থানের কিম্বদন্তী আছে। ইহাতে জানা যাইতেছে পূর্ব্বোক্ত ঘাটত্রয় বর্ত্তমান ভাগীরথীতে ছিল না। বিশেষতঃ বর্ত্তমান ভাগীরথী নূতন-গঙ্গা বলিয়া বিখ্যাত। অতএব ঐ তিনটী ঘাট পশ্চিমদিকের ভাগীরথীতে ছিল।

এক্ষণে ঐ বারকোণার ঘাট কোথায় ছিল নির্ণয় করা আবশ্যক। জনশ্রুতি এই যে, বর্ত্তমান নবদ্বীপের উত্তর-পশ্চিমে পশ্চিমের গঙ্গায় বারকোণার ঘাট ছিল। উপরের উভয় বর্ণনায় বারকোণার ঘাট, নাগরিয়া ঘাট বলিয়া উক্ত হইয়াছে। নাগরিয়া ঘাট বলিয়া বর্ণিত হওয়ায়, ঐ ঘাট নগরের সদর ঘাট অর্থাৎ নগরের পারঘাট বলিয়া জানা যাইতেছে। বারকোণার ঘাট যে পারঘাট তাহার প্রমাণও পাওয়া যায়। গৌরচন্দ্র সন্ন্যাস গ্রহণের পর, কুলিয়া গ্রামে আসিবার পর, মাতার অনুরোধে কুলিয়া হইতে তিনি নবদ্বীপ আসিয়াছিলেন। তখন তিনি বারকোণার ঘাট পার হইয়াই নবদ্বীপ প্রবেশ করেন। যথা—

"মায়ের বচনে পুনঃ গেলা নবদ্বীপ।
বারকোণা ঘাট নিজ বাটীর সমীপ॥
শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী ঘরে ভিক্ষা কৈলা।
মা'রে নমস্করি প্রভু প্রভাতে চলিলা॥" চৈতন্যমঙ্গল।

উপরি উক্ত বর্ণনায় প্রকাশ পাইতেছে, গৌরাঙ্গদেব বারকোণার ঘাটে পার হইয়া নবদ্বীপ আসিয়াছিলেন ও শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর গৃহে এক রাত্রি যাপন করিয়াছিলেন। ইহাতে এমন তর্ক উঠিতে পারে যে, বারকোণার ঘাট প্রভুর বাটীর নিকট বলিয়া তথায় তিনি পার হইয়াছিলেন, উহা পার-ঘাট নহে। কিন্তু, প্রভুর নিজের একটী ঘাট ছিল তাহা চৈতন্যভাগবতের বর্ণনায় প্রকাশ আছে। অতএব, তাঁহার নিজের ঘাটেই পার হওয়া উদ্দেশ্য হইলে, তিনি নিজের ঘাটেই পার হইতেন। অতএব বারকোণার ঘাটকে নাগরিয়া ঘাট বলায়, এবং প্রভুর ঐখানে পার হওয়ায়, উহা যে তৎকালে পার ঘাট বা খেয়া ঘাট ছিল তাহা প্রতিপন্ন হইতেছে।

গৌরচন্দ্র সন্ন্যাস-গ্রহণ জন্য কাটোয়া যাইবার সময় যে ঘাটে পার

হইয়াছিলেন সেইটী পার ঘাট, এই সেই ঘাটকে নদীয়াবাসীরা "নিদয়ার" ঘাট বলেন।

"তবে সবে পারঘাটে দৌড়িয়া যাইল।
নেয়েরে ডাকিয়া তথা কহিতে লাগিল॥
ওহে নেয়ে পার হ'য়ে গেছে কি নিমাই?
নেয়ে কহে ভোরে ভোরে যাইল গোঁসাই।
তবে সবে কপালেতে করি করাঘাত।
জাহ্নবীরে ডাক দিয়া কহে এক বাত॥
ওরে দেবী নিরদয়া হইয়ে যেমন।
নিমায়েরে করিলি পার সন্ন্যাস কারণ॥
তেঁই আজ হৈতে তোর নিরদয়া নাম।
অবনী ভরিয়া লোক করিবেক গান॥
আর তোর এঘাটের নাম আজ হৈতে।
নিরদয়া ঘাট হৈল জানিহ নিশ্চিতে॥ বংশীশিক্ষা ৪র্থ উল্লাস

এই নিরদয়া ঘাট (নিদয়া ঘাট) এবং ঐ ঘাটের উপর নিদয়া নামে একটী ক্ষুদ্র পল্লী আজও বর্ত্তমান আছে। বংশীশিক্ষায় যখন নিদয়ার ঘাট পারঘাট কথিত হইয়াছে, তখন ঐ ঘাটই যে বারকোণার ঘাট তাহা সহজেই বুঝা যাইতেছে। এবং চৈতন্যমঙ্গলের বর্ণনার সহিত উহার সম্পূর্ণ ঐক্য দেখা যায়।

বারকোণার ঘাট যে ঐস্থানে ছিল তাহার আর একটী প্রমাণ দিতেছি। যৎকালে ভাগীরথীদেবী পশ্চিমের ধারা পরিত্যাগ করিয়া বর্ত্তমান নবদ্বীপের উত্তরদিকে পূর্ব্বাস্যে প্রবাহিত হন, তৎকালে পশ্চিমের ভাগীরথী খাল পড়িয়া যায়। ঐ খালের উত্তরাংশে যেখানে মাধাইএর ঘাট ছিল, সেইস্থান "মাধাইএর খাল" নামে বিখ্যাত থাকে। ঐ

মাধাইএর খাল নবদ্বীপ-নিবাসী বর্ত্তমান প্রাচীন লোকও দুই একজন দেখিয়াছেন, তাঁহারা বলেন যে, ঐ খাত বর্ত্তমান নিদয়া গ্রামের দক্ষিণ ও পশ্চিমদিকে অবস্থিত ছিল। গঙ্গার উপর্য্যুপরি ভাঙ্গনে ঐ খাত বিলুপ্ত হইয়াছে। তাহা হইলে, চৈতন্যভাগবতের বর্ণনানুসারে মাধাই-এর ঘাটের পরেই যখন বারকোণা ঘাটের উল্লেখ আছে, তখন নিদয়ার দক্ষিণে যে বারকোণার ঘাট ছিল তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে। পাঠক, ইতঃপূর্ব্বে দেখান গিয়াছে যে নিদয়া ও নবদ্বীপ গ্রামের পশ্চিমদিকে ভাগীরথী উত্তর-দক্ষিণে প্রবাহিত ছিলেন। অতএব, প্রথমে প্রভুর ঘাট, তাহার উত্তরে মাধাইএর ঘাট এবং তদুত্তরে বারকোণার ঘাট দেখা যাইতেছে। এতদ্দ্বারা নিদয়া গ্রামের পশ্চিমে বারকোণার ঘাট থাকা প্রতিপন্ন হইল।

এখন চৈতন্য-ভাগবতের উদ্ধৃত অংশের কিরূপ সামঞ্জস্য হয় দেখুন,— মিঞাপুরের নবাবিষ্কৃত শচীগৃহের এক পোয়া দক্ষিণ-পশ্চিমে গঙ্গা-নগর, গঙ্গানগরের প্রায় এক মাইল পশ্চিমে ভারুইডাঙ্গা, এবং তাহার প্রায় একপোয়া পশ্চিম-দক্ষিণে নিদয়া হইতেছে। এই সমস্ত গ্রামগুলি ভাগীরথীর উত্তরধারে কিয়দংশে বর্ত্তমান আছে। তাহা হইলে নবাবিষ্কৃত শচীগৃহ হইতে নিদয়া নামক বারকোণা ঘাট তিন মাইল দূরবর্ত্তী, এবং গঙ্গানগর যাইতে হইলে আর বারকোণার ঘাট যাইবার প্রয়োজন হয় না। পরন্তু বারকোণা ঘাটে যাইতে হইলে গঙ্গানগরকে অগ্রে অতিক্রম না করিয়া যাইবার উপায় নাই। সুতরাং চৈতন্যভাগবতের উদ্ধৃতাংশ দ্বারা গমনাগমনের বিপর্য্যয় ঘটিয়া পড়ে। অতএব নবাবিষ্কৃত শচীগৃহ তাঁহাদের কল্পিত বলিয়া জানা যায়।

ঐ অংশের দ্বারা ইহাও জানা যাইতেছে যে, ভাগীরথী এখন যেস্থানে প্রবাহিত আছেন, চৈতন্যের সময়ে সেস্থানে প্রবাহিত ছিলেন না।

কারণ ভাগীরথী এখন গঙ্গানগরকে প্রায় গ্রাস করিয়া ঠিক তাহার দক্ষিণে প্রবাহিত আছেন। উদ্ধৃতাংশদ্বয় দ্বারা দেখান গিয়াছে যে গঙ্গানগর গঙ্গার তীরবর্ত্তী নহে। তৎকালে ভাগীরথী গঙ্গানগর হইতে অনেক দূরে ছিলেন। অতএব নবাবিষ্কৃত শচীগৃহ হইতে ভাগীরথী অনেক দূরে গিয়া পড়ে। সুতরাং নবাবিষ্কৃত শচীগৃহ শচীগৃহ নহে।

"নদীয়া একান্তে নগর সিমুলিয়া।
নাচিতে নাচিতে প্রভু উত্তরিলা গিয়া॥
কাজীর বাড়ীর পথ ধরিলা ঠাকুর।
বাদ্য কোলাহল কাজি শুনয়ে প্রচুর॥
সর্ব্বলোক চূড়ামণি প্রভু বিশ্বম্ভর।
আইলা নাচিয়া যথা কাজির নগর॥
আসিয়া কাজির দ্বারে প্রভু বিশ্বম্ভর।
ক্রোধাবেশে হুঙ্কার করে বহুতর॥

* * * *

আইল ঠাকুর তন্তুবায়ের নগরে॥
জলপানে শ্রীধরেরে অনুগ্রহ করি।
আইলা নগরে পুনঃ গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥" চৈ, ভা

গঙ্গা-নগর হইতে গৌরাঙ্গ সিমলায় গমন করিয়াছিলেন; এই সিমলা গঙ্গানগরের উত্তরে। সিমলাই নবদ্বীপের এক সীমা। তৎপরে কাজীবাড়ী যাওয়ার বর্ণনা দেখা যাইতেছে। যখন সিমুলাকে নবদ্বীপের সীমা বর্ণনা করিয়া, তাহার পর কাজীপাড়া গমন বর্ণিত হইয়াছে, তখন কাজীপাড়া যে নবদ্বীপের সামিল ছিল না তাহা উত্তম বুঝা যায়। উক্ত বর্ণনায় প্রকাশিত আছে যে, গৌরাঙ্গ যখন কাজীবাড়ীর পথ ধরিলেন, তখন কাজী মহাশয় বাদ্য-কোলাহলাদি শুনিতে পাইলেন। অতএব, কাজীবাটী

হইতে গৌরাঙ্গদেবের বাটী বা তন্নিকটবর্ত্তী স্থানের বাদ্যাদি ও সংকীর্ত্তন কোলাহল শুনিতে পাওয়া যাইত না, জানা যাইতেছে। অতএব কাজীবাটী যে চৈতন্যদেবের বাটী হইতে বহুদূরবর্ত্তী ছিল তাহা জানা যাইতেছে। কিন্তু ভক্তগণদ্বারা নির্ণীত শচীগৃহ ঐ কাজীপাড়ার অতি নিকটবর্ত্তী। কাজীবাটী নির্দ্দিষ্ট আছে, সুতরাং যেখানে শচীগৃহ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা ভক্তগণের যথেচ্ছ নির্দ্দেশ বলিতে হইবে। কিন্তু ভক্তগণের নির্ণীত শচীগৃহ, কাজাবাড়ীর এত নিকটে যে, ঐ শচীগৃহে ঐরূপ কোলাহল হইলে কাজীবাটী হইতে অনায়াসেই শুনিতে পাওয়া যায়।

এই যাত্রায় গৌরাঙ্গের কাজীকে দমন করাই উদ্দেশ্য ছিল। তাহা হইলে, নবাবিষ্কৃত শচীগৃহ হইতে ঐ ভ্রমণ এই ক্রমে হইয়াছিল বুঝা যায়;—গৌরাঙ্গদেব কাজীকে দমন করিতে গিয়া প্রথমতঃ পশ্চিমাভি-মুখে গঙ্গানগর পর্য্যন্ত একপোয়া, ঐ একপোয়ার মধ্যে তিনটী ঘাট, ও তথা হইতে সিমলা পর্য্যন্ত উত্তর মুখে প্রায় এক মাইল এবং সিমলা হইতে পূর্ব্বমুখীন হইয়া প্রায় অর্দ্ধ মাইল আগমন পূর্ব্বক কাজীবাটী উপস্থিত হন। কাজীবাটী হইতে প্রায় একপোয়া দক্ষিণে ঐ নবাবিষ্কৃত শচীগৃহ দেখা যায়। তাহা হইলে, তিনি এই সহজ পথে না গিয়া শিরোবেষ্টনে নাসিকা স্পর্শের ন্যায় কাজীবাটী গিয়াছিলেন প্রকাশ পায়। কিন্তু ইহা অসম্ভব। গৌরাঙ্গদেবের বাটী হইতে যে চাঁদকাজীর বাটী অনেক দূরে ছিল, তাহার আরও প্রমাণ পাওয়া যায়। এখন যেখানে শচীগৃহ নির্ণীত হইয়াছে, ঐস্থানের প্রায় একপোয়া উত্তরে চাঁদ কাজীর বাটী দেখা যায়; এবং যেস্থানে শ্রীবাসের গৃহ থাকা নির্ণীত হইয়াছে, তাহা আরও নিকটবর্ত্তী। কিন্তু চৈতন্যভাগবতের বর্ণনানুসারে উক্ত কাজীপাড়া বা কাজীবাড়ী চৈতন্যদেবের বাটী হইতে অনেক দূরবর্ত্তী। যথা—

"চারি ভাই শ্রীবাস মিলিয়া নিজ ঘরে।
নিশা হৈলে হরিনাম করে উচ্চৈঃস্বরে॥
শুনিয়া পাষণ্ডী বলে হইল প্রমাদ।
এ ব্রাহ্মণ করিবেক গ্রামের উৎসাদ॥
মহাতীব্র নরপতি যবন ইহার।
এ আখ্যান শুনিলে প্রমাদ নদীয়ার॥" চৈ, ভা, ২৭পৃঃ

* * * *

কেহ বলে আরে ভাই পড়িল প্রমাদ।
শ্রীবাসের লাগি হৈল দেশের উচ্ছাদ॥
আজ মুঁই দেয়ানে শুনিল সব কথা।
রাজার আজ্ঞায় দুই নৌ আইসে এথা॥
শুনিলেন নদীয়ার কীর্ত্তন বিশেষ।
ধরিয়া আনিবারে হৈল রাজার আদেশ॥" চৈ,ভা,৩৩ঃপৃ

* * * *

মৃদঙ্গ মন্দিরা বায় শঙ্খ করতাল।
সংকীর্ত্তন সঙ্গে সব হইলা মিশাল॥
ব্রহ্মাণ্ড ভেদিল ধ্বনি পূরিয়া আকাশ।
চৌদিগের অমঙ্গল যায় সব নাশ॥" চৈ, ভা, ৪২৩

* * * *

"কেহ বলে কালি হ'ক যাইব দেয়ানে।
কাঁকালে বাঁধিয়া সব নিব জনে জনে॥" চৈ, ভা, ৪২৮

উপর্যুক্ত বর্ণনায় যেরূপ উচ্চৈঃস্বরে সংকীর্ত্তনের উল্লেখ হইয়াছে, তৎকালে কাজীবাটী সন্নিকটে হিন্দুগণের এরূপ উচ্চৈঃস্বরে ও স্বাধীনভাবে সংকীর্ত্তন করাই অসম্ভব। ইহাতে গৌরাঙ্গদেবের বাটী ও

শ্রীবাস-অঙ্গন, কাজীবাটী হইতে বহুদূরবর্ত্তী ছিল; ইহা প্রকাশ পাই-তেছে। অতএব চৈতন্যভাগবতের ঐ বর্ণনা দ্বারা নবাবিষ্কৃত স্থান শচীগৃহ বলিয়া প্রমানিত হয় না।

তাহার পর বিবরণপত্রলেখক চৈতন্য-চরিতামৃতাদি গ্রন্থ হইতে একটু একটু উদ্ধৃত করিয়া মধ্যে মধ্যে যে বুকনি দিয়াছেন এবং তাহার যে অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা করিয়া স্বমত সমর্থ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা দেখাইতেছি। বিবরণ পুস্তকের ১৬ পৃষ্ঠা ৯ পংক্তি।

"গৌড়দেশে পূর্ব্বশৈলে হইল উদয়।"

চৈতন্যচরিতামৃতের প্রথম পরিচ্ছেদোক্ত এই অশুদ্ধ শ্লোকার্দ্ধ তুলিয়া তখনকার নবদ্বীপ গঙ্গার পূর্ব্ব পারে থাকা প্রতিপাদিত হইয়াছে। এখন যদি পূর্ব্বশৈল অর্থ গঙ্গার পূর্ব্বপার হয়, তাহা হইলেও ঐ বাক্যের দ্বারা তৎকালে বর্ত্তমান নবদ্বীপের গঙ্গার পূর্ব্বপারে অবস্থানের কোন ব্যাঘাত হয় না। কারণ দেখান হইয়াছে, যে বর্ত্তমান নবদ্বীপের পশ্চিমে গৌরাঙ্গদেবের সময়ে ভাগীরথী প্রবাহিত ছিলেন। কিন্তু পূর্ব্বশৈল অর্থ যে গঙ্গার পূর্ব্বপার নহে, তাহা চৈতন্যচরিতামৃত হইতে উক্ত স্থান উদ্ধৃত করিলেই পাঠক মহাশয়গণ অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন, এবং বিবরণ-পুস্তকে উদ্ধৃত শ্লোকার্দ্ধ যে অশুদ্ধ পাঠ, তাহাও জানা যাইবে। যথা—কালনায় মুদ্রিত পুস্তক ১৭ পৃষ্ঠা

"ব্রজে যে বিহরে পূর্ব্বে কৃষ্ণ বলরাম।
কোটী সূর্য্য চন্দ্র বিনি দোঁহার নিজধাম॥
সেই দুই জগতেরে হইয়া সদয়।
গৌড়দেশ পূর্ব্বশৈলে করিল উদয়॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আর প্রভু নিত্যানন্দ।
যাহার প্রকাশে সর্ব্ব জগত আনন্দ॥
সূর্য্য চন্দ্র হরে যৈছে সর্ব্ব অন্ধকার।
বস্তু প্রকাশিয়া করে ধর্ম্মের প্রচার॥"

এখন এই কয়েক পংক্তির অর্থ করিলেই পূর্ব্ব শৈলের অর্থ যে গঙ্গার পূর্ব্ব পার নহে তাহা অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম হইবে।

"পূর্ব্বে বৃন্দাবনে যে কৃষ্ণ বলরাম বিহার করেন, ও যাঁহাদের প্রভা কোটি সূর্য্য অপেক্ষা উজ্জ্বল, সেই দুইজন জগতের প্রতি সদয় হইয়া গৌড়দেশরূপ পূর্ব্বশৈলে অর্থাৎ উদয়াচলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও নিত্যানন্দ নামে চন্দ্র-সূর্য্যরূপে উদিত হইলেন। যাঁহাদের প্রকাশে সমস্ত জগৎ আনন্দিত হইল। চন্দ্র সূর্য্য যেমন উদয়াচলে উদিত হইয়া জগতের অন্ধকার নষ্ট করেন; সেইরূপ গৌড়দেশরূপ উদয়াচলে চৈতন্য ও নিতাই আবির্ভূত হইয়া ধর্ম্মপ্রচার দ্বারা পাপীর পাপরূপ অন্ধকার নাশ করিলেন।"

এখানে গ্রন্থকার চৈতন্য ও নিতাইকে, সূর্য্য ও চন্দ্ররূপে বর্ণনা করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহাদের উভয়ের জন্মস্থান গৌড়দেশকে পূর্ব্বশৈল অর্থাৎ উদয়াচল বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন—নতুবা অলঙ্কারের দোষ হয়। অতএব পূর্ব্বশৈল অর্থে গঙ্গার পূর্ব্বতীর নহে, উহাতে গৌড়দেশ বুঝিতে হইবে। নতুবা নিত্যানন্দের জন্মস্থান সম্বন্ধে উক্ত বাক্যের সার্থকতা থাকে না। কারণ তাঁহার জন্মস্থান ভাগীরথীর সুদূর পশ্চিমে বীরভূম জেলার অন্তর্গত একচক্রা (একচাকা) গ্রামে ছিল—তাহা সকলেই অবগত আছেন। এখন ভক্তমহাশয়গণ, বিবেচনা করিয়া বলুন দেখি, আপনারা চৈতন্যচরিতামৃতের দোহাই দিয়া যে অদ্ভুত ব্যাখ্যা প্রকাশ করিয়াছেন, যদি কেহ সেই অশ্রুতপূর্ব্ব বিদ্যা-প্রকাশকে চাতুরী

অথবা প্রতারণা শব্দে নির্দ্দেশ করে তাহাতে কি আপনারা বিরক্ত হইতে পারেন? ইহা কি আপনাদের জ্ঞানকৃত ভুল নহে?

এই স্থলে আমার একটী গল্প মনে পড়িল। প্রেমদাস বাবাজী নামে এক পরম ভক্ত ও পণ্ডিত বলিয়া বিখ্যাত বৈরাগী ছিলেন। বাবাজীর খুব পসার ও অনেক শিষ্য ছিল। একদিন বাবাজী শিষ্যমণ্ডলে পরিবেষ্টিত হইয়া গৌরকথায় নিমগ্ন আছেন, এমন সময় হরিদাস বৈরাগী নামে তাঁহার এক শিষ্য নিকটে আসিয়া কহিল,—"প্রভু, শ্রীগ্রন্থের এই পাঠের আমি সদর্থ সংগ্রহ করিতে পারিতেছি না।" প্রভু কহিলেন, "হরিদাস, কি পাঠ, বল এখনই সদর্থ করিয়া দিতেছি। তখন হরিদাস কহিলেন, "অসংখ্য ভকত গোরা নাম নির কত।" (এখানে নির কত স্থানে 'নিব কত' এই শুদ্ধ পাঠ, কিন্তু পুস্তক লেখকের অসাবধানতায় 'ব' এর নীচে এক বিন্দু কালী পড়িয়া যাওয়ায় 'র' এর ন্যায় দৃষ্ট হইয়াছিল।) প্রভু এই পাঠ শুনিয়াই কাঁদিয়া একেবারে আকুল হইয়া কহিলেন, "হরিদাস, কি পাঠই আজ বাহির করিয়াছ! তোমার প্রশ্ন কি না "অসংখ্য ভকত গোরা নামনি রকত'" এই বলিয়া তিনি পাঠ পুনরাবৃত্তি করিলেন। উপস্থিত শিষ্যমণ্ডলী গুরুদেবের ভাব দেখিয়া অবাক্। তদনন্তর প্রভু গদ্‌গদ্ ভাবে উহার ব্যাখ্যা আরম্ভ করিলেন,—"একদিন গৌরচন্দ্র প্রাতে সংকীর্ত্তনে বাহির হইয়া, রৌদ্রে রৌদ্রে সমস্ত গ্রাম প্রদক্ষিণ করতঃ বেলা আড়াই প্রহরের সময়ে বাটী আসিয়া উপস্থিত,—দেখিলেন আহারীয় বস্তু সমুদায়ই শীতল হইয়া গিয়াছে, তাহাতে তিনি বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে পুনরায় রাঁধিতে বলিয়া গঙ্গাস্নানে গমন করিলেন। এদিকে বিষ্ণুপ্রিয়া অনেক বেলা হইয়াছে দেখিয়া ঘরে দুধ ছিল, তাহাই একপাকে অমনি পায়স চড়াইয়া দিলেন। গৌরাঙ্গ শীঘ্রই স্নান করিয়া আসিলেন। বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী সেই গরম

গরম পায়স ঢালিয়া পারস করিয়া দিলেন। ঠাকুরও ক্ষুধার সময় ভোজন করিতে বসিলেন। তাই কি অল্প খেলেন—"অসংখ্য ভকত" অর্থাৎ অনেক ভোজন করিয়া ফেলিলেন। গৌরচন্দ্র একে রৌদ্রে রৌদ্রে চীৎকার করিয়া বেড়াইয়া আসিয়াছিলেন, পিত্ত পড়িয়াছিল, তাহার উপর আবার গরম গরম পায়স ভোজন করায়, "নামনি" অর্থাৎ নামিতে লাগিল। তাই কি একবার "অসংখ্য নামনি" (ইতি পূর্ব্বপাদেন অন্বয় নির্ব্বাহাৎ) বারম্বার ভেদ। অবশেষে "রকত" অর্থাৎ শেষ কেবল রক্তভেদ হইতে লাগিল। হরিদাস এ লীলার কথা সকলেত জানে না। বলিব কি, সেদিন অনেক কষ্টে প্রভুর প্রাণরক্ষা হইয়াছিল। প্রভুর বিষ্ণুপ্রিয়া হেন স্ত্রীকে পরিত্যাগের এই একটী কারণ জানিবে।" এই বলিয়া প্রভু ও শিষ্যগণে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। পাঠক, ভক্তগণ পূর্ব্বশৈল অর্থ যে গঙ্গার পূর্ব্বপার নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাও ঐ প্রকারই জানিবেন।

তাহার পর ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থের দ্বাদশতরঙ্গ হইতে নিম্নের কয়েকটী শ্লোক বিবরণপুস্তকে উদ্ধৃত করিয়া, ঐস্থানে শচীগৃহ থাকা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে।

"ওহে শ্রীনিবাস অন্তর্দ্বীপ শোভাময়।
এ স্থান দর্শনে অভিলাষ সিদ্ধি হয়॥
সুবর্ণ বিহার ঐ দেখ শ্রীনিবাস্।
কহিব পশ্চাৎ এই গ্রামে যে বিলাস॥" ভ, র,

উপরি উক্ত বর্ণনায়, ঈশান ঠাকুর যখন শ্রীনিবাসকে নবদ্বীপ পরিদর্শন করাইতেছেন, তখন তিনি মায়াপুর হইতে বাহির হইয়া, অন্তর্দ্বীপে গমন করেন এবং তথা হইতে শ্রীনিবাসকে সুবর্ণবিহার দেখাইলেন। মায়াপুর হইতে সুবর্ণবিহার দেখা যাইলে, সেই স্থান হইতেই অবশ্য

তিনি সুবর্ণবিহার দেখাইতেন। তাহা না দেখানয়, মায়াপুর হইতে সুবর্ণবিহার দেখা যাইত না জানা যাইতেছে। কিন্তু নবাবিষ্কৃত মায়াপুর অর্থাৎ মিঞাপুর হইতে সুবর্ণবিহার দেখা যায়, তাহা ভক্তগণও স্বীকার করিয়াছেন। যথা—

"এখনও মায়াপুরের উত্তর-পূর্ব্ব ভাগ হইতে সুবর্ণবিহার দেখা যায়।" কেবল যে উত্তরপূর্ব্বভাগ হইতে দেখা যায়, এমন নহে, ঐ গ্রামের দক্ষিণ ভাগ হইতেও সুবর্ণবিহার দেখা যায়। সুবর্ণবিহার যেখানকার সেই-খানেই আছে—সুতরাং মিঞাপুর মায়াপুর নহে।

উক্ত ভক্তিরত্নাকরের অন্য এক স্থান উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি যে, ঐ স্থানটী কোন ক্রমেই মায়াপুর হইতে পারে না।

"এত কহি সিমলা গ্রাম হইতে চলে।
প্রভু লীলা সঙরী ভাসয়ে নেত্র জলে॥
কহিতে কহিতে প্রভু ভক্তের চরিত।
গাদিগাছা গ্রামেতে হইল উপনীত॥"

উপরিলিখিত বর্ণনায় জানা যাইতেছে যে, শ্রীনিবাস মায়াপুর হইতে বাহির হইয়া অন্তর্দ্বীপ, সিমুলিয়া, পরে তথা হইতে গাদিগাছা গিয়াছিলেন; নবাবিষ্কৃত মিঞাপুরের উত্তর-পশ্চিমে সিমলা, ও পূর্ব্ব-দক্ষিণে গাদিগাছা। এরূপ অবস্থায় সিমলা হইতে গাদিগাছায় আসিতে হইলে, মিঞাপুর দিয়া আসাই সহজ পথ। অতএব নবাবিষ্কৃত মায়াপুর হইতে সিমলা গিয়া, তথা হইতে পুনরায় মায়াপুর অতিক্রম করিয়া গাদিগাছায় আসিতে হয়, তাহাতে পরিক্রমার নিয়মভঙ্গ হয়। অতএব মিঞাপুর মায়াপুর নহে। বিবরণ পুস্তকের ১৭পৃঃ

"যে স্থানকে যোগপীঠ বলিয়া জানা যাইতেছে তাহা যে জগন্নাথ

মিশ্রের বাটী তাহা কি প্রকারে জানা যায়? উত্তর এই যে, গ্রন্থ সকল যেরূপ প্রমাণ, পুরাতন জনশ্রুতিও তদ্রূপ প্রমাণ।"

এই বলিয়া ঐ স্থানের জনশ্রুতি থাকা ও তুলসীকানন ইত্যাদি উল্লেখ করিয়া ঐস্থানের যোগপীঠত্ব অবধারিত হইয়াছে। প্রাচীন গ্রন্থের দ্বারা ঐস্থান যোগপীঠ বলিয়া প্রতিপন্ন হয় নাই, তাহা দেখাইয়াছি। ঐস্থানের জনশ্রুতি থাকা সম্বন্ধে ভক্তগণ যে প্রমাণ দিয়াছেন তাহাও এই পুস্তকের ৫ পৃষ্ঠায় তুলিয়াছি। তাহাতেই ঐস্থানের কোন জনশ্রুতি যে ছিল না, তাহা প্রতিপন্ন হইয়াছে, তথাপি জনশ্রুতি থাকা সম্বন্ধে আর দুই একটী কথা বলিতেছি। যে স্থানে এখন শচীগৃহ নিরূপিত হইয়াছে, উহা মূলভূমি, গঙ্গা বা খড়িয়ার ভাঙ্গনে কখন লুপ্ত হয় নাই। চৈতন্যদেবের সময় হইতে প্রতি বৎসরই ভক্তগণ নবদ্বীপ দর্শনে আগমন করেন ও তাঁহার লীলাস্থলগুলি দেখিয়া যান। উক্ত বিবরণ পুস্তকে বর্ণিত আছে যে, "বহুকাল হইতে ভক্তবৃন্দ ঐ (কাজীর) সমাধি দর্শন করিতে গিয়া থাকেন।" নবদ্বীপ হইতে কাজীর সমাধি দেখিতে যাইতে হইলে, এখন যেখানে শচীগৃহ স্থিরীকৃত হইয়াছে, তাহার ঠিক পশ্চিম পার্শ্ব দিয়া যাইতে হয়। ঐস্থানে চৈতন্যের জন্মস্থান হইলে, অবশ্যই তাহার জনশ্রুতি থাকিত, ভক্তগণও অবশ্য তাহা পরিদর্শন করিতে যাইতেন। কিন্তু এপর্য্যন্ত কেহ কখনও ঐস্থানে যান নাই, ও কেহই ঐস্থান চৈতন্যের জন্মস্থান বলিয়া পরিজ্ঞাত নহেন। অতএব ঐস্থানে চৈতন্যদেবের গৃহ থাকার জনশ্রুতি আদৌ ছিল না এবং নাই। পাঠক, একটী সামান্য ব্যক্তি গৃহচ্যুত হইলেও বহুকাল সেই ভিটায় কিম্বদন্তী থাকিয়া যায়, আর শ্রীগৌরাঙ্গদেবের ভিটা বর্ত্তমান রহিয়াছে, তথাপি তাহার কোনরূপ কিম্বদন্তী নাই, ইহা কি প্রকারে বিশ্বাস করা যাইতে পারে?

অতঃপর ঐস্থানে কতকগুলি তুলসীগাছ দেখিয়া বিবরণ পুস্তকে

লিখিত হইয়াছে যে, "তুলসী কাননং যত্র তত্র সন্নিহিতো হরি।" এই বাক্যের দ্বারা ঐস্থানে ভগবানের জন্মস্থান বুঝায় না। উহার অর্থ আর পাঠকগণকে বুঝাইয়া দিবার আবশ্যক নাই।

তাহার পর চৈতন্যচরিতামৃতের "হরিমায়াপুরে" এই পাঠ তুলিয়া, এই মিঞাপুরকে মায়াপুরে পরিণত করা হইয়াছে। এ ব্যাখ্যাও যে পূর্ব্বোক্ত প্রেমদাস বাবাজীর ন্যায় ব্যাখ্যাত হইয়াছে তাহা বলা বাহুল্য।

"এক কৃষ্ণ লোক হয় ত্রিবিধ প্রকার।
গোকুল মথুরাখ্য দ্বারকাখ্য আর॥
মথুরাতে কেশবের নিত্য সন্নিধান।
নীলাচলে পুরুষোত্তম জগন্নাথ নাম॥
প্রয়াগে মাধব মন্দারে শ্রীমধুসূদন।
আনন্দারণ্যে বাসুদেব পদ্মনাভ জনার্দ্দন॥
বিষ্ণু কাঞ্চিতে বিষ্ণু রহে হরি মায়াপুরে।
ঐছে আর নানা মূর্ত্তি ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে॥ চৈ, চ, ২০শ পঃ।

এখন দেখুন, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সনাতনকে উপদেশ দিতেছেন, তাহাতে নবদ্বীপকে মায়াপুর বুঝায় না। উহাতে মোক্ষদায়িকা যে সপ্তপুরী আছে, তাহারই অন্যতম "মায়া" অর্থাৎ হরিদ্বার বুঝায়। আরও উপরোক্ত বর্ণনায় যে দেবের যে স্থানে অবস্থানের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, সেই সেই স্থানেই তাঁহাদের জন্মস্থান নহে। সুতরাং "হরি মায়াপুরে" এই বর্ণনা দ্বারা গৌরাঙ্গদেবের জন্মস্থান মায়াপুরে তাহা বুঝায় না।

"চিরস্মরণীয় দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ মহাশয় ঐ স্থানকে প্রভু-জন্মস্থান স্থির করিয়া স্বীয় গুরুদেবের নামে ঐ ভূমি পাঁচথুপী ব্রাহ্মণের ব্রহ্মত্ব বলিয়া লিখাইয়াছিলেন।" বিবরণ পুস্তক ১৭ পৃঃ।

গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ মহাশয় একজন পরম বৈষ্ণব ও ভক্ত ছিলেন। গৌরাঙ্গের জন্মস্থান বলিয়া তিনি শেষ বয়সে নবদ্বীপে বাস করেন। তিনি যে স্থানে বাস করেন, তাহা বর্ত্তমান মালঞ্চপাড়ার উত্তর ও শঙ্করপুরের দক্ষিণে রামচন্দ্রপুরের চরের উপরে ছিল। নবদ্বীপ বাসই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। মিঞাপুর চৈতন্যের জন্মস্থান বা প্রাচীন নবদ্বীপ বলিয়া তাঁহার জ্ঞান থাকিলে, তিনি ঐ স্থান পরিত্যাগ করিয়া ভক্তগণের কথিত কুলিয়ার চরে (বর্ত্তমান নবদ্বীপে) আসিয়া বাস করিতেন না। সুতরাং দেওয়ান মহাশয় যে মিঞাপাড়ায় গৌরাঙ্গের জন্মস্থান নির্ণয় করিয়াছিলেন কথিত হইয়াছে, তাহা নিতান্ত অমূলক। পরে দেখুন

"আজ কাল অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ, ঐ স্থানকে মেয়াপুর বলিয়া থাকেন, মায়াপুর যে মূর্খলোকের মুখে মেয়াপুর হইয়া পড়ে তাহাতে সন্দেহ নাই।" বি, পু, ১৭ পৃঃ।

ভক্তগণ, মায়াপুর মিঞাপুর হয় না, মুর্খেরাই যেন মায়াপুরকে "মেয়াপুর" বলে, কিন্তু পণ্ডিত ও ভদ্রলোকের দ্বারা কখনও নামের ব্যত্যয় সম্ভব নহে। নবদ্বীপের নিকট মায়াকোল নামে একটী স্থান আছে, ঐ স্থানটী কি হিন্দু কি মুসলমান সকলেই মায়াকোলই বলিয়া থাকেন, কৈ কেহ কখনও উহাকে মেয়াকোল বলে না! তাই বলিতেছি যে নাম পরিবর্ত্তন হয় নাই। ঐ স্থানের নাম মিঞাপাড়া, ঐ স্থানের নাম কখনও মায়াপুর নহে।

"শ্রীশ্রীমায়াপুরধাম জগতের একটী মোক্ষদায়িকা পুরী।

যথা—অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশীকাঞ্চিহ্যবন্তিকা।

পুরী দ্বারাবতী চৈব সপ্তৈতে মোক্ষদায়িকা॥" বিঃ পুঃ ১৮ পৃঃ।

এই বলিয়া নবদ্বীপকে মায়া বা মোক্ষদায়িকা পুরী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু নবদ্বীপ মায়া বা মোক্ষদায়িকা পুরী নহে। মোক্ষ-

দ্বারিকা পুরী অপেক্ষা নবদ্বীপ অতি শ্রেষ্ঠতর স্থান। জানি না ভক্তগণ কি কারণে নবদ্বীপকে মোক্ষদায়িকা পুরী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। নবদ্বীপ ও বৃন্দাবন উভয়েই তুল্যধাম। বৃন্দাবন যেমন মোক্ষধাম নহে, নবদ্বীপও তেমনি মোক্ষদায়িকা পুরী নহে। বৈষ্ণবদিগের মতে মোক্ষ নাই এবং তাঁহারা মোক্ষাভিলাষী নহেন, সুতরাং তাঁহাদের অভিলষিত স্থান মোক্ষপুরী হইতে পারে না, এ কথা চৈতন্যচরিতামৃতে সুস্পষ্ট ব্যক্ত আছে। যথা—

"অজ্ঞান তমের নাম কহিয়ে কৈতব।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ আদি এই সব॥
তার মধ্যে মোক্ষ বাঞ্ছা কৈতব প্রধান।
যাহা হইতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্ধান॥" আঃ প্রঃ পৃঃ

খোল-ভাঙ্গার ডাঙ্গা শ্রীবাস-অঙ্গন নহে।

"শ্রীবাস-অঙ্গনকে নিকটবাসীগণ বহুকাল হইতে খোল-ভাঙ্গার ডাঙ্গা বলিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন যে, যে বাটীর দ্বার রুদ্ধ করিয়া মহাপ্রভু এক বৎসর সংকীর্ত্তন করিয়াছিলেন সেই দ্বারে প্রবল-প্রতাপ চাঁদকাজী মহাশয় আসিয়া কীর্ত্তনের খোল ভাঙ্গিয়া দেন। সেই অবধি ঐস্থানের নাম খোল-ভাঙ্গার ডাঙ্গা।" ১৯ পৃঃ

অর্থাৎ কাজী মহাশয় যে বাটীতে প্রবেশ করিয়া খোল ভাঙ্গিয়া দেন তাহাই শ্রীবাস-অঙ্গন। এ কথা নিকটবাসীরা বলিতে পারেন, কিন্তু ভক্ত মহাশয়েরা জানিয়া শুনিয়া কিরূপে তাহা বিশ্বাস করিলেন? ও কিরূপেই বা তাহা লিপিবদ্ধ করিলেন?

কাজী মহাশয় যে বাটীতে খোল ভাঙ্গিয়াছিলেন তাহা শ্রীবাস-

অঙ্গন নহে। শ্রীবাস-অঙ্গনে গৌরাঙ্গদেব সর্ব্বদাই থাকিতেন, কাজী মহাশয় তথায় গিয়া খোল ভাঙ্গিতে পারেন তাহার এত শক্তি ছিল না। তাই বলিতেছি খোল-ভাঙ্গার ডাঙ্গা শ্রীবাস অঙ্গন নহে। উহা গ্রামবাসী কোন লোকের বাটী মাত্র। চৈতন্য ভাগবত ও চৈতন্য চরিতামৃত হইতে যে অংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল তাহা পাঠ করিলে উহা অনায়াসেই বুঝা যাইবে। যথা—

"এই মত পাষণ্ডীরা বলগায় সদায়।
প্রতিদিন নগরিয়া গণে কৃষ্ণ গায়॥
এক দিন দৈবে কাজী সেই পথে যায়।
মৃদঙ্গ মন্দিরা শঙ্খ শুনিবারে পায়॥
হরিনাম কোলাহল চতুর্দ্দিগে মাত্র।
শুনিয়া সঙরে কাজী আপনার শাস্ত্র॥
কাজী বলে ধর ধর আজ করোঁ কার্য্য।
আজ বা কি করে তোর নিমাই আচার্য্য॥
যাহারে পাইল কাজী মারিল তাহারে।
ভাঙ্গিল মৃদঙ্গ, অনাচার কৈল দ্বারে॥" চৈঃ ভাঃ ৬৫৩ পৃঃ

উপরোক্ত বর্ণনায় প্রকাশ পাইতেছে, যে, কাজী দৈবাৎ একদিন ঐ পথে গিয়াছিলেন এবং নগরের সমস্ত লোককে হরি সংকীর্ত্তন করিতে দেখিয়া তাহারই এক জনের বাটীতে প্রবেশ করিয়াছিলেন শ্রীবাস-অঙ্গন হইলে গ্রন্থকার অবশ্যই তাহা উল্লেখ করিতেন। উক্ত অধ্যায় পাঠ করিলে তাহা যে শ্রীবাস-অঙ্গন নয় তাহা উত্তম উপলব্ধি হয়। এবং দৈবাৎ কাজী মহাশয়ের গমনের দ্বারা হিন্দু পল্লী যে কাজী বাটী হইতে অনেক দূরে ছিল তাহাও জানা যায়।

"নাগরিয়া লোকে প্রভু পরে আজ্ঞা দিল।
ঘরে ঘরে সংকীর্ত্তন করিতে লাগিল॥
শুনিয়া যে ক্রুদ্ধ হইল সকল যবন।
কাজীপাশে আসি সব কৈল নিবেদন॥
ক্রোধে সন্ধ্যাকালে কাজী এক ঘরে আইল।
মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া লোকে কহিতে লাগিল॥ চৈঃ বঃ ১৭ পৃঃ

ইহাতে শ্রীবাস অঙ্গনে খোল ভাঙ্গার কোন কথায় উল্লেখ নাই। পরন্তু গ্রামবাসী কোন লোকের বাটী বুঝায় মাত্র অতএব খোল ভাঙ্গার ডাঙ্গা শ্রীবাস অঙ্গন নহে। পরে দেখুন—

"সম্রাট লক্ষ্মণ সেনের দুর্গ, সম্রাট বল্লাল সেনের দীর্ঘিকা ও কাজী নগর, এই সমস্তই প্রাচীন নবদ্বীপে ছিল,প্রাচীন নবদ্বীপকে গঙ্গার পশ্চিম পারে কল্পনা করিবার আবশ্যক নাই।" বিঃ পঃ ২০ পৃঃ

কাজিনগর প্রাচীন নবদ্বীপের অন্তর্গত ছিল না, তাহা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি প্রাচীন নবদ্বীপ অর্থাৎ বর্ত্তমান নবদ্বীপও যে গঙ্গার পূর্ব্ব পারে ছিল, তাহা দেখান হইয়াছে এখন বল্লাল সেনের দুর্গাদি যে স্থানে আছে সেই স্থান আদৌ নবদ্বীপের অন্তর্গত নহে তাহা দেখাইতেছি। তজ্জন্য একটু নবদ্বীপের ঐতিহাসিক বিবরণ বলা আবশ্যক।

নবদ্বীপ পাল রাজাদিগের রাজধানী ছিল। পাল রাজাদিগের পর সেন বংশীয় রাজারা বঙ্গের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ঐ সেন বংশীয় অধস্তন ৪র্থ রাজা মহারাজ সামন্ত সেন গঙ্গাতীরে আসিয়া প্রথম বাস করেন। মহারাজ বল্লাল সেন এই সামন্ত সেনের প্রপৌত্র। এখন যখন বল্লান সেন ঐ স্থানে প্রাসাদাদি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার ঊর্দ্ধতন পুরুষ সামন্তসেন যে ঐ স্থানেই আসিয়া বাস করেন, তাহা সহজেই বুঝা যায়। বল্লাল সেন যেখানে বাস করেন,

ঐ স্থান যে সিমুলিয়া বা সীমন্ত দ্বীপ, তাহা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। ঐ সামন্তসেনের নামানুসারেই ঐ স্থানের নাম যে সামন্ত দ্বীপ হয় তাহা বুঝা যায়। ঐ সামন্তদ্বীপই পরে সীমন্তদ্বীপ হইয়াছে। বল্লাল সেনের বাটী ও মিঞাপাড়া আদি যে সীমন্ত দ্বীপের অন্তর্গত, তাহার আরও প্রমাণ আছে। বর্ত্তমান নবদ্বীপের ধনী উপাধিধারী বন্ধবণিকদিগের গৃহে 'সিমুলিয়া বা সিমন্তিনী দেবী' নামে এক মনসা দেবীর পূজা হইয়া থাকে। কথিত আছে, উহাদের কোন পূর্ব্ব পুরুষ ঐ দেবীর স্বপ্নাদেশ-মতে বল্লাল সেনের বাটীর সন্নিহিত অশ্বথ মূলে ঐ দেবীর ঘট পান। সীমন্ত দ্বীপ হইতে পাইয়াছিলেন বলিয়া ঐ দেবীর নাম 'সিমান্তনী' বা সিমুলিয়া হইয়াছে। তদবধি আজ পর্য্যন্ত ঐ বণিকেরা ঐ দেবীর ঘট, বল্লাল টিবির নিকট লইয়া গিয়া পূজা করিয়া আসিতেছেন। ইহাতে বল্লাল সেনের বাটী যেখানে ছিল, তাহা যে সিমুলিয়া বা সীমন্ত দ্বীপের অন্তর্গত তাহা বেশ জানা যাইতেছে!

মহারাজ সামন্ত সেন ১০২০ হইতে ১০৩০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। নবদ্বীপ তাহার বহু পূর্ব্বে উৎপন্ন হইয়াছিল! যদি তিনি নবদ্বীপে বাস করিতেন বা তাঁহার বাস হেতু নবদ্বীপের উৎপত্তি হইত, তাহা হইলে, তাঁহার রাজধানীর নাম কখনই সামন্ত বা সীমন্ত দ্বীপ হইত না। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে তিনি নবদ্বীপের নিকটে আসিয়া বাস করেন ও নবদ্বীপ প্রধান বলিয়া তদ্বংশীয়গণ নবদ্বীপের রাজা নামে খ্যাত হইয়া আসিতেছেন। পরে মুসলমান রাজত্ব কালে সীমন্ত দ্বীপ তাহাদের অধিকারভুক্ত হওয়ায়, উহার নিকটবর্ত্তী হিন্দুগণ ঐ স্থান হইতে উঠিয়া যান সুতরাং ঐ স্থান হিন্দুশূন্য হইয়া থাকে। এইরূপ চৈতন্য দেবের বহু পূর্ব্বে ঐ সকল স্থান মুসলমান পল্লীরূপে পরিণত হয়। কাজী মহাশয়েরা যে স্থানে বাস করেন, তাহার নাম কাজীপাড়া এবং মুসলমান

সম্ভ্রান্ত 'মিঞা' উপাধিধারীগণ যে স্থানে বাস করেন তাহার নাম মিঞাপাড়া বলিয়া পরিচিত হয়। অদ্যাপি ঐ সকল স্থানে অতি প্রাচীন বংশীয় সম্ভ্রান্ত মুসলমানদিগের বাস দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ দুই স্থানই সীমন্তদ্বীপের অন্তর্গত। উহা নবদ্বীপের সীমা ভুক্ত নহে।

কৃষ্ণনগরের রাজবংশ নবদ্বীপাধিপতি বলিয়া বিখ্যাত, ইহা সকলেই অবগত আছেন। কিন্তু নবদ্বীপে তাহারা বাস করেন না। কৃষ্ণনগরেই তাঁহাদের রাজবাটী ও বাসস্থান। তাহা হইলে যখন কৃষ্ণনগরেই রাজবাটী ও রাজাদিগের বাসস্থান তখন কৃষ্ণনগরকেই নবদ্বীপ বলিয়া উক্ত হইতে পারে। কিন্তু বাস্তবিক তাহা অসম্ভব। তেমনি কলিকাতার প্রসিদ্ধ দুর্গ এখন গোবিন্দপুরে আছে। কিন্তু ঐ স্থান কলিকাতা বলিয়াই প্রসিদ্ধ এখন কলিকাতা বিধ্বস্ত হইলে, ঐ স্থান কি আর কলিকাতা বলিয়া কথিত হইবে? ইহা কখনই সম্ভবপর নহে তখন ঐ স্থান গোবিন্দপুরই উল্লিখিত হইবে। একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায়, যে স্থানের যে নাম থাকে তাহা লুপ্ত হয় না গৌড় নগর সপ্তগ্রাম বহুদিন লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু অদ্যাপি সেই সেই স্থান সেই সেই নামেই বিখ্যাত আছে। অতএব যখন মিঞাপাড়া বামুনপুকুর বল্লালদীঘি নামে ঐ সকল স্থান আজিও অভিহিত, তখন কেবল কাজী বাটী ও বল্লালসেনের দুর্গের ভগ্নাবশেষ আছে বলিয়াই ঐ স্থান নবদ্বীপ হইতে পারে না।' পরে—

"নদীর উৎপাতে মায়াপুরের অনেক স্থান ভগ্ন হইয়াছিল, এবং পরে বহুতর ধর্ম্মান্তরাশ্রয়ীদিগের দৌরাত্ম্য হওয়ায়, মুসলমানদিগের রাজ্যের শেষ অংশে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের বাসস্থান তথায় কষ্টকর হওয়ায় তাহারা গঙ্গার পূর্ব্ব কূল পরিত্যাগ করিয়া পশ্চিম পারে যান।" বিঃ পঃ ২০ পৃঃ

নদীর উৎপাতে অনেককেই বাসস্থান ত্যাগ করিতে হয় সত্য, কিন্ত

তাহার নিয়ম কি? নদীর ভাঙ্গনে গৃহাদি নষ্ট হইলে যাহাদের গৃহ নদীতে পতিত হয় কেবল তাহারাই ক্রমশঃ সেই গ্রামের অপেক্ষাকৃত দূর-বর্ত্তী নিরাপদ স্থানে উঠিয়া গিয়া বাস করে। ইহা একত্র একদা সকলে উঠিয়া যাইবারকারণ নহে। নদীর অপর পারে অধিক আপদযুক্ত নিম্নভূমি চরের উপর বাস করা অসম্ভব। সুতরাং নদীর উৎপাতে ঐ স্থানের সকলেই যে নদীর অপর পারে, গিয়া বাস করার কথা লিখিয়াছেন, তাহা অলীক।

"বহুতর ধর্ম্মান্তরাশ্রয়ী ইত্যাদি—এতদ্দেশে ঐ সময়ে মুসলমান ব্যতীত বহুতর ধর্ম্মান্তরাশ্রয়ী ছিল না। কেবল মুসলমানগণকেই একমাত্র ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী দেখা যায়। তাঁহাদের দৌরাত্ম্য রাজধানী ও তৎসন্নিহিত স্থানেই প্রকাশ পাইত। অন্যত্র ছিল না। রাজধানী হইতে দূরবর্ত্তী স্থান সকল, জমিদারদিগের অধীনে ছিল। এই জমিদারেরা তাঁহাদিগের অধীনস্থ প্রজাগণের দেওয়ানি ও ফৌজদারী বিচার করিতেন। সুতরাং জমিদারগণের ধর্ম্মানুসারে প্রজাদিগের উপর হিন্দু ও মুসলমান বলিয়া তারতম্য হওয়া সম্ভব ছিল। নবদ্বীপ বহুদিন হইতে কৃষ্ণনগরের জমিদার-দিগের অধীন ছিল। ইহাঁরা ব্রাহ্মণ ও বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বিশেষ সমাদর করিতেন। সুতরাং ইহাঁদের সময়ে যে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের উপর বিধর্ম্মী দ্বারা দৌরাত্ম্য হইয়াছে এ কথা কে স্বীকার করিবে? রাজার দৌরাত্ম্যে অনেক সময়ে গ্রাম পরিত্যক্ত হয় বটে, কিন্তু সকলেই এক গ্রামে বাস করে না। যদিও করে, তাহা হইলে হয় সেই স্থান হইতে বহুদূরে অথবা অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থানে গিয়া বাস করে। অতি নিকট এক রাজার অধীন, ও নিম্নভূমি পর পারে বাস করা অসম্ভব। সুতরাং লেখক গঙ্গার পূর্ব্ব শৈল (পূর্ব্ব পার নহে তাহা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি) ত্যাগ করিয়া পশ্চিম পারে যান যাহা লিখিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ মনকল্পিত ও স্বার্থ সিদ্ধির পরিচায়ক মাত্র।

বর্ত্তমান নবদ্বীপ কুলিয়া নহে।*

ভক্তগণ ঐ বিবরণ পুস্তকে বর্ত্তমান নবদ্বীপকে কুলিয়া বলিয়া তৎ-সম্বন্ধে এক বিতর্ক তুলিয়াছেন ঐ বিতর্ক এই :—

"বর্ত্তমান কালে যে স্থানকে নবদ্বীপ বলিয়া জানা যায় সেই স্থানকে প্রাচীন নবদ্বীপ বলিয়া কেন বিশ্বাস করা না যায়?" বিঃ পঃ ১৪ পৃঃ

উক্ত তৃতীয় বিতর্কের মীমাংসায় বলিয়াছেন ;

"তৃতীয় বিতর্কের উত্তরে স্বার্থপর ব্যক্তিগণ সন্তুষ্ট হইতে পারেন না। তখনকার কুলিয়া গ্রামের চীনাডাঙ্গায় বর্ত্তমান নবদ্বীপ বসিয়াছে।" বিঃ পঃ ২১ পৃঃ

এই বলিয়া চৈতন্য ভাগবতের নিম্নলিখিত শ্লোকার্দ্ধ তুলিয়াছে। যথা—

"সবে মাত্র গঙ্গা নবদ্বীপ কুলিয়ায়।
কভু পার হইয়া যায়েন কুলিয়ায়॥"

পাঠকগণ উপরের এক মাত্র শ্লোকের দ্বারা এই চির প্রসিদ্ধ নবদ্বীপ ভূমিকে কুলিয়া বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কিন্তু ঐ বর্ণনা দ্বারা নবদ্বীপ, কুলিয়া তাহা কি প্রকার জানা যায়? উহাতে নবদ্বীপ যে কুলিয়া তাহার কোন আভাসও পাওয়া যায় না। কেবল এই মাত্র বুঝা যায় যে, নবদ্বীপ ভাগীরথীর যে পারে, কুলিয়া তাহার অপর পারে। নবদ্বীপ বর্ত্তমান রহিয়াছে ; কুলিয়া বলিয়া নিকটে কোন পল্লী দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। তথাপি নবদ্বীপকে কুলিয়া বলা হইল কেন? ইহার উত্তরে নিঃস্বার্থ ভক্তগণ বোধ হয় সন্তুষ্ট হইবেন না। কারণ নবদ্বীপ কুলিয়া না হইলে তাহাদের মিঞাপাড়া নবদ্বীপ হইয়া উঠে

---

* কুলিয়া সম্বন্ধে অবশিষ্ট বিচার পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

না! এই স্বার্থ রক্ষা করিতে গিয়া তাঁহারা কি ভয়ানক কথাই না বলিয়াছেন। যে নবদ্বীপ সহস্র বৎসরের অধিক কাল হইতে বর্ত্তমান থাকিয়া তাহার শ্বেত মস্তক সমুন্নত রাখিয়াছে; আজ, কাল মাহাত্ম্যে সেই নবদ্বীপ, নিঃস্বার্থ নব্যভক্তগণের চক্ষে কুলিয়া হইয়া দাঁড়াইল। আর যে ভূমিখণ্ড প্রায় ৬০০ বৎসর যাবৎ মুসলমান পল্লী মিঞাপাড়া বলিয়া অভিহিত হইয়া আসিতেছে সেই ভূমি আজ ভক্তগণের কৃপায় শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ দেবের জন্মস্থান 'নবদ্বীপ ধাম' হইয়া উঠিল। ধন্য ভক্তগণ! ধন্য তোমাদের বৈষ্ণবত্ব! ধন্য তোমাদের নিঃস্বার্থ ভাব! ধন্য কলিকাল! ধন্য কলির জীব!

বর্ত্তমান নবদ্বীপ ত কুলিয়া নয়, কিন্তু কুলিয়া কোথায় ছিল তাহা একবার আলোচনা করা কর্ত্তব্য। চৈতন্য ভাগবতে কুলিয়া, কেবল নবদ্বীপেরই অপর পারে জানিতে পারা যায়। কিন্তু নরহরি দাসের 'পরিক্রমা পদ্ধতি' ও 'ভক্তিরত্নাকারে' ঐ স্থানের যেরূপ নির্দ্দেশ আছে তাহাতে ঐ স্থান কোথায় ছিল তাহা স্পষ্ট জানা যায়।

"শ্রীমাজিদা গ্রাম নাম এবে।
পূর্ব্বে মধ্যদ্বীপ নাম কহে ঋষি সবে॥
বামুন পুখুরে পুন গ্রাম।
ব্রাহ্মণ পুষ্কর এ বিদিত পূর্ব্বনাম॥
কুলিয়াপাহাড়পুর গ্রাম।
পূর্ব্বে কোলদ্বীপ পর্ব্বতাখ্যানন্দধাম॥" পরিক্রমা পদ্ধতি।

"এত কহি নেত্রজলে ভাসিয়া ঈশান॥
বামণ পোখেরা হইতে করিল পয়াণ॥
হাটডাঙ্গা গ্রামের নিকট দাঁড়াইয়া।
শ্রীনিবাস প্রতি কহে হাতসানি দিয়া॥

কতক্ষণে স্থির হইয়া লৈয়া শ্রীনিবাসে।
কুলিয়া পাহাড়পুর গ্রামেতে প্রবেশে॥
সমুদ্র গড়িগ্রামের নিকটে গিয়া কয়।
দেখ শ্রীনিবাস এই সমুদ্র গড়ি হয়॥ ভক্তি-রত্নাকর ৭৩০পৃ

এই উভয় পুস্তকের বর্ণনা দ্বারা জানা যাইতেছে যে, মাজিদার পর, বামন পুকুর, পরে হাটডাঙ্গা, তদনন্তর কুলিয়াপাহাড়পুর ও পরে সমুদ্রগড়ি যাইবার ক্রম বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে আমরা কুলিয়া পাহাড়পুর গ্রামকে হাটডাঙ্গা ও সমুদ্র গড়ি এই দুই স্থানের মধ্যে কোন স্থানে অবস্থিত জানিতে পারি। কিন্তু ভক্তগণ তাঁহাদের বিবরণ পত্রের ২১ পৃষ্ঠায় 'কুলিয়ার সপ্তপল্লী' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা হাটডাঙ্গার দক্ষিণে ও সমুদ্র গড়ির পূর্ব্বদক্ষিণাংশে সাতকুলিয়া বলিয়া একটী পল্লী বর্ত্তমান দেখিতে পাই। ইহাতে ঐ সাতকুলিয়াই যে কুলিয়ার সপ্তপল্লী তাহা উত্তম বুঝা যাইতেছে। উক্ত উভয় পুস্তকে কুলিয়ার যে অবস্থিতি নির্দ্দেশ আছে, ঐ সাতকুলিয়ার সহিত তাহার বিশেষ ঐক্য দেখা যায়। অতএব সাতকুলিয়াকেই কুলিয়া বলিয়া অনুমিত হয়। কিন্তু সাতকুলিয়া বর্ত্তমান ভাগীরথীর পূর্ব্বদিকে আছে। ভাগীরথীর গতি পরিবর্ত্তনেই ঐ গ্রাম এখন গঙ্গার পূর্ব্ব দিকে পড়িয়াছে বলিতে হইবে। অতএব ব্যগ্রভাবে নবদ্বীপকে কুলিয়া কল্পনা করিবার আবশ্যকতা কি ?

উক্ত পরিক্রমা পদ্ধতির অন্তস্থলে লিখিত হইয়াছে, যে নবদ্বীপ পরিক্রমা করিয়া পুনর্ব্বার মায়াপুরে প্রবেশ করার পর কি বলিতেছেন দেখুন—

"অন্তর্দ্বীপ হইয়া মায়াপুরে।
প্রবেশহ জগন্নাথ মিশ্রের মন্দিরে॥
মায়াপুর মহিমা অপার।
বিবিধ প্রকারে প্রচারিল গ্রন্থকার॥

নবদ্বীপ মধ্যে স্থান যত।
এক মুখে তাহা বা কহিবে কেবা কত ॥
তার মধ্যে কহি যে প্রধান।
চিনাডাঙ্গা, পাটডাঙ্গা আদি রম্য স্থান ॥"

গ্রন্থকার নরহরিদাস ক্রমে ক্রমে নবদ্বীপের সমস্ত দ্বীপগুলি পরিভ্রমণ করিয়া আসিয়া মায়াপুরে প্রবেশ হওনানন্তর উপরোক্ত কথাগুলি বলিয়াছেন। উহাতে চিনাডাঙ্গা ও পাটডাঙ্গা এই দুই স্থান মায়াপুরান্তর্গত নবদ্বীপের মধ্যে বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, ইহাতে ঐ স্থান যে কুলিয়া নহে তাহা স্পষ্ট জানা যাইতেছে। কুলিয়ার অন্তর্গত হইলে গ্রন্থকার যে স্থলে কুলিয়ার কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন, সেই স্থানেই উহারও উল্লেখ করিতেন। অতএব বর্ত্তমান নবদ্বীপ কুলিয়া নহে।

পরে উক্ত পুস্তকের ২১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে "বর্ত্তমান নবদ্বীপ দেড় শত বৎসরের অধিক পুরাতন নয়, গঙ্গা দূরে পড়ায় তাহারা ৫০।৬০ বৎসর পরেই চিনাডাঙ্গায় বাবালাড়ী নবদ্বীপ লইয়া গেলেন।" প্রথমে মায়াপুর (মিঞাপাড়া) হইতে সমস্ত লোক উঠিয়া বাবলাড়ীতে ও তথায় ৫০।৬০ বৎসর বাস করিয়া গ্রামশুদ্ধ লোক গঙ্গা দূরে পড়া হেতু বেদে জাতির ন্যায় গৃহের সমস্ত সামগ্রী ঘর, বাটী, কৃষক লাঙ্গলাদি এবং ৺বুড়াশিব, ৺পোড়ামাতা আদি মায় গ্রাম্যদেবতা সহিত উঠিয়া আসিয়া চিনাডাঙ্গায় নবদ্বীপ বসাইলেন। ধন্য উদ্ভাবনী শক্তি! বিকৃতমনা ব্যতীত এরূপ লিখিতে আর কেহ সাহসী হয় না।

বর্ত্তমান নবদ্বীপ যে প্রাচীন নবদ্বীপ তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। প্রাচীন নবদ্বীপে তন্তুবায় পল্লী, শঙ্খবণিক পল্লী, ও চিনাডাঙ্গা, পাটডাঙ্গা আদির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমান নবদ্বীপের মালঞ্চপাড়ার উত্তরে প্রাচীন তন্তুবায় পল্লী, তাহার পূর্ব্বোত্তরে শঙ্খবণিক পল্লী ছিল। এবং

বেলপুকুর
ফেরী
সোনডাঙ্গা
চুপি
পূর্ব্বস্থলী
পারুলিয়া
একডালা
মহৎপুর
মায়গাছি
জাহান্‌নগর
শ্রীরামপুর
বিদ্যানগর
কোবলা
রাহুতপুর
চাঁপাহাটী
সমুদ্রগড়
ব্রাহ্মণতলা
গঙ্গার ডাঙ্গা
রুদ্রডাঙ্গা
কাজীপাড়া
ব্রাহ্মণপুকুর
মোল্লাপাড়া
মিয়াপাড়া(মায়াপুর)
বল্লালদীঘি
গঙ্গানগর
ভারুইডাঙ্গা
নিদয়া
পুরাণগঞ্জের ঘাট
শ্যামনগর
তিওরখালি
সুবর্ণবিহার
স্বরূপগঞ্জ
আমঘাটা
গাদিগাছা
গঙ্গাবাস
মাজিদহ
দেপাড়া
উসুৎপুর
বিল্বব্রহ্মনগর
বামুনপাড়া
পারমেদিয়া
পানশীলা
আনন্দবাস
মোলাপাড়া
37·7 ft G.T.S.
সরডাঙ্গা
45·7ft.
G.T.S.
ভালুকা
ফেরী
সাতিকুলিয়া
পারডাঙ্গা
কালিনগর
চরগদখালি
নবদ্বীপ-মণ্ডল
১৮৬৪খৃঃ অব্দের মানচিত্র
হইতে সঙ্কলিত
কান্তি চন্দ্র রাঢ়ী
১ইঞ্চি = ১মাইল
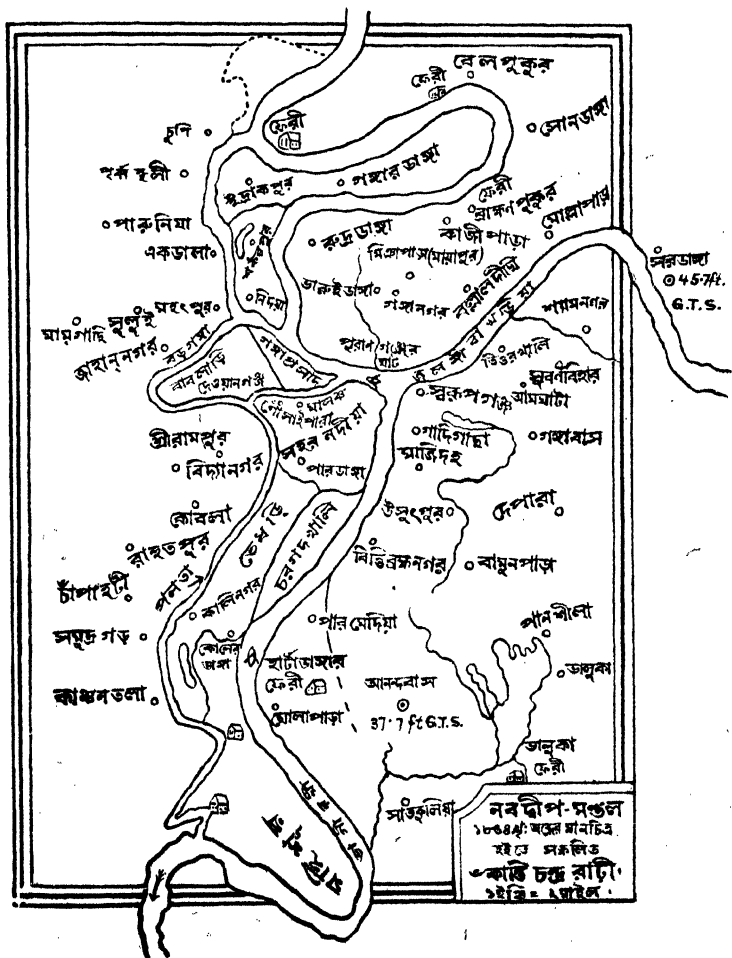
বর্ত্তমান যোগনাথবসা, গাঞ্জা চিনাডাঙ্গা ও দেয়াড়াপাড়াই পাটডাঙ্গা আদি এই প্রাচীন স্থানগুলি আজও বর্ত্তমান রহিয়াছে; শুধু প্রাচীন স্থান নয়, প্রাচীন বংশাবলীও বর্ত্তমান রহিয়াছে। সনাতন মিশ্রের বংশ, আগমবাগীশের বংশ, জগাই মাধাইয়ের বংশ প্রভৃতি বংশের বংশধরগণ পুরুষানুক্রমে ক্রমান্বয়ে বাস করিয়া আসিতেছেন। সুপ্রসিদ্ধ আগম-বাগীশের ভিটা অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। অতএব ভক্তগণের নবদ্বীপকে কুলিয়া বা আধুনিক নবদ্বীপ বলা ঈর্ষাবৃত্তির পরিচায়ক মাত্র।

পরে উক্ত পুস্তকের ২২ পৃষ্ঠায় "সেই অপরাধ ভঞ্জনরূপ বর্ত্তমান নবদ্বীপের মহিমা কে বর্ণন করিতে পারে?"

পাঠকগণ! বর্ত্তমান নবদ্বীপকে ভক্তগণ অপরাধ ভঞ্জনের পাঠ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, কিন্তু বোধ হয় আপনারা সকলেই জানেন যে বর্ত্তমান কাঁচড়াপাড়ার দুই ক্রোশ পূর্ব্বদিকে 'কুলিয়া' নামে একটী সামান্য পল্লী আছে তাহাই দেবানন্দন পণ্ডিতের অপরাধ ভঞ্জনের পাঠ বলিয়া বিখ্যাত, এবং প্রতিবর্ষে অগ্রহায়ণ মাসীয় কৃষ্ণা একাদশী তিথিতে সহস্র সহস্র যাত্রী তথায় উপনীত হইয়া মহোৎসব ও কীর্ত্তনাদি করিয়া থাকেন। তৎসম্বন্ধে চৈতন্য চরিতামৃত হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি।

"প্রাতে কুমার হট্টে যাঁহা শ্রীনিবাস॥
তাঁহা হৈতে আগে গেলা শিবানন্দ ঘর।
বাসুদেব গৃহে পাছে আইলা ঈশ্বর॥
বাচস্পতি-গৃহে প্রভু যেমতে রহিলা।
লোকভিড় ভয়ে যৈছে কুলিয়া আইলা॥
মাধবদাস গৃহে তথা শচীর নন্দন।
লক্ষ কোটী লোক তথা পাইল দর্শন॥

সাত দিন রহি তথা লোক নিস্তারিলা।
সব অপরাধীগণ প্রকারে তারিলা।
শান্তিপুরাচার্য্য-গৃহে ঐছে আইলা॥" চৈঃ চঃ মঃ ১৬শ অঃ।

এই অধ্যায়ে শ্রীচৈতন্যদেব নীলাচল হইতে প্রথমে পানিহাটী, তদনন্তর কুমারহট্ট, তার-পর কাঁচড়াপাড়া, তার পরে কুলিয়া, ও তাহার পর শান্তিপুর গমন প্রকাশ পাইতেছে। ইহাতে ভৌগোলিক তত্ত্বে দক্ষিণ হইতে উত্তর মুখে যাইতে হইলে নগরগুলির যেরূপ ক্রম বর্ণিত হইয়াছে তাহাতে ঐ সকল গ্রামের বর্ত্তমান অবস্থান দেখিয়া ঐ বর্ণনা কোন্ ব্যক্তি না প্রকৃত বলিয়া স্বীকার করিবেন? অতএব ঐ কাঁচড়াপাড়ার নিকটস্থ কুলিয়াই যে অপরাধ ভঞ্জনের পাঠ, তাহা নিঃসংশয়ে অবধারণ করিতে পারা যায়। হা গৌরাঙ্গদেব! তোমার এ কিরূপ দয়া! যে ভক্তগণ তোমার নিমিত্ত 'গৌর গৌর' বলিয়া ক্রন্দন করিয়া বেড়াইতেছেন, এবং তোমার যুগলমূর্ত্তি স্থাপন জন্য প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিয়া লোক-সমাজে ভক্ত বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হইতেছেন, তাঁহাদের নিকট হইতে এত দূরে দাঁড়াইয়া আছ, যে তাঁহারা এখনও তোমার জন্মস্থান নবদ্বীপকে কুলিয়া বলিয়া ভ্রমে পতিত রহিয়াছেন। অমৃতে বিষ ভ্রম, তোমার দয়া থাকিলে হয়; এ আজ নূতন দেখিলাম।

অবশেষে নব্য ভক্তগণের নিকট আমার সানুনয় নিবেদন এই যে যদি তাঁহারা নবদ্বীপ সন্দর্শন করিতে চান, তাহা হইলে সর্ব্বপ্রকার ঈর্ষাভাব ও স্বার্থাদি পরিত্যাগ করিয়া নিষ্কিঞ্চণভাবে সেই দয়াময় শ্রীগৌরাঙ্গের চরণে আত্ম সমর্পণ করুন। অনায়াসেই নবদ্বীপ সন্দর্শন হইবে। নতুবা হা নবদ্বীপ যো নবদ্বীপ করিয়া এদিক ওদিক খুঁজিয়া বেড়াইলে কোন ফল হইবে না।

নবদ্বীপ—মায়াপুর।

উপসংহারে আমরা নবদ্বীপ ও মায়াপুর সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিত বলিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব।

চৈতন্য ভাগবত সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ও প্রামাণিক গ্রন্থ। নবদ্বীপ নিবাসী ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভব বৃন্দাবন দাস ঠাকুর এই গ্রন্থপ্রণেতা। তিনি চৈতন্যদেবের সমসাময়িক লোক ছিলেন। এই গ্রন্থ আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া দেখা যায়, যে তিনি যে স্থানে চৈতন্যের জন্মস্থান সম্বন্ধে বলিয়াছেন, সেই সেই স্থানেই নবদ্বীপ তাঁহার জন্মস্থান উল্লেখ করিয়াছেন।

ঐ গ্রন্থের কোন স্থানে মায়াপুর শব্দ বা মায়াপুর বলিয়া কোন স্থানের উল্লেখ নাই। বৃন্দাবন দাস নবদ্বীপের অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন; নবদ্বীপান্তর্গত পাটডাঙ্গা আদি অনেক স্থানের বিশেষ উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু মায়াপুর বলিয়া কোন স্থানের উল্লেখ করেন নাই। গৌরলীলা লেখাই তাঁহার উদ্দেশ্য; যখন গৌরাঙ্গের সামান্য লীলাস্থলগুলির উল্লেখ করিয়াছেন, তখন মায়াপুর তাঁহার জন্মস্থান হইলে অবশ্যই তাহার উল্লেখ থাকিত। ঐরূপ কোন উল্লেখ না থাকায়, তাঁহার সময়ে মায়াপুর নামক কোন স্থান ছিল না ইহাই প্রতীয়মান হয়।

চৈতন্যমঙ্গল ও চৈতন্যচরিতামৃত তৎপরবর্ত্তী গ্রন্থ। ঐ গ্রন্থ দ্বয়েও চৈতন্যদেব মায়াপুরে জন্মিয়াছিলেন বলিয়া কোন উল্লেখ নাই। সকল স্থলেই নবদ্বীপে জন্মিয়াছিলেন উল্লিখিত হইয়াছে। তাহা হইলে মায়াপুর বলিয়া কোন ভৌগোলিক স্থান বর্ত্তমান ছিল না ইহাই উপলব্ধি হয়। যদি কোন স্থান থাকিত, এবং সেই স্থান গৌরাঙ্গের জন্মস্থান হইতে, তবে তাহা না লিখিবার কোন কারণ দৃষ্ট হয় না। অতএব মায়াপুর বলিয়া নবদ্বীপে কোন ভৌগলিক স্থান ছিল না তাহা উত্তমরূপ জানা যাইতেছে।

ভক্তিরত্নাকর নামক গ্রন্থে আমরা সর্ব্বপ্রথমে এই মায়াপুর শব্দের উল্লেখ দেখিতে পাই। নরহরি চক্রবর্ত্তী বা ঘনশ্যাম দাস এই গ্রন্থ রচয়িতা। যেরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহাতে এই গ্রন্থ চৈতন্যদেবের অন্তর্দ্ধানের প্রায় দেড় শত বৎসর পরবর্ত্তী কালের গ্রন্থ। ঐ গ্রন্থে নবদ্বীপ ও মায়াপুরের যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা নিম্নে লিখিত হইল। যথা

"যে দ্বাপরে কৃষ্ণ বিহরয় ব্রজপুরে।
সেই কলিযোগে প্রভু নদীয়া ভিতরে॥
নদীয়া বসতি অষ্ট ক্রোশ কেহ কয়।
অচিন্ত্য ধামের শক্তি সব সত্য হয়॥
নবদ্বীপধাম পদ্ম পুষ্প প্রায় রীত।
ক্ষণেকে সঙ্কোচ, ক্ষণেকে হয় বিস্তারিত॥" ৭১৩
"নবদ্বীপ মধ্যে মায়াপুর নামে স্থান।
যথা জন্মিলেন গৌরচন্দ্র ভগবান॥
যৈছে বৃন্দাবনে যোগপীঠ সুমধুর।
তৈছে নবদ্বীপে যোগপীঠ মায়াপুর," ৭১৩

উপরি উক্ত বর্ণনায়, নবদ্বীপকে কখন পদ্মপুষ্প ও কখন বৃন্দাবনতুল্য ব্যাখ্যা করাতেই উহাকে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। ঐ বর্ণনা দ্বারা মায়াপুর বলিয়া কোন স্বতন্ত্র স্থান থাকা প্রতিপন্ন হয় না। পরন্তু, মায়াপুর যে কেবল গৌরাঙ্গের গৃহ তাহা উত্তমরূপ প্রকাশ পায়। বৃন্দাবনের মধ্যে যেমন শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থান যোগপীঠ বলিয়া উল্লিখিত হয় তেমনি নবদ্বীপের মধ্যে চৈতন্যগৃহ ও মায়াপুর বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

তাহার পর উক্ত গ্রন্থে নবদ্বীপ সম্বন্ধে কিরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা দেখাইতেছি। যথা—

"নবদ্বীপ নাম যৈছে বিখ্যাত জগতে।
শ্রবণাদি নানাবিধ ভক্তি দীপ্ত যাতে॥" ৭০৯

অর্থাৎ যেখানে শ্রবণ কীর্ত্তনাদি নববিধ ভক্তি উদ্দীপ্ত হয়, তাহার নাম নবদ্বীপ। অন্যস্থলে

"অথবা শ্রীনবদ্বীপে নবদ্বীপ নাম।
পৃথক পৃথক কিন্তু হয় এক গ্রাম॥" ৭১০

এই গ্রন্থে যে নয়টী গ্রামের নাম উল্লিখিত হইয়াছে তাহা এই—আৎপুর, (অন্তর্দ্বীপ) সিমুলিয়া, (সিমন্ত দ্বীপ) গাদিগাছা, (গোদ্রুমদ্বীপ) মাজিদা, (মধ্যদ্বীপ) কুলিয়াপাহাড়পুর, (কোলদ্বীপ) রাতুপুর, (ঋতুদ্বীপ) জান্নগর, (জহ্নু দ্বীপ) মাউগাছি, (মোদদ্রুমদ্বীপ) ও রুদ্রপাড়া, (রুদ্রদ্বীপ) ঐ ঐ দ্বীপের ঐ ঐ নাম কি কারণে হইয়াছে, তদ্বিষয়ে প্রত্যেকের এক এক রূপক ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ঐ সকল যে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা উক্ত গ্রন্থ পাঠে তাহা সুস্পষ্ট অনুভূত হয়। অতএব ঐ গ্রন্থের দ্বারা কোন ভৌগোলিক বৃত্তান্ত অবধারিত হইতে পারে না।

ঐ সকল দ্বীপের মধ্যে কোন একটী দ্বীপের নাম নবদ্বীপ দেখিতে পাওয়া গেল না। কিন্তু নবদ্বীপ বলিয়া যে একটী বিশেষ গ্রাম ছিল চৈতন্য ভাগবতাদি গ্রন্থে তাহার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়। চৈতন্য-ভাগবতকার যখন কুলিয়া, সিমলা, গাদিগাছা আদি গ্রামকে নবদ্বীপ হইতে পৃথকরূপে বর্ণনা করিয়াছেন তখন নবদ্বীপ নামক গ্রামের স্বাতন্ত্র্যই রক্ষা হইতেছে বলিতে হইবে।

আবার ভক্তিরত্নাকরে নবদ্বীপ বলিয়া কোন একটী বিশেষ গ্রাম বর্ণিত হয় নাই। পরন্তু উক্ত নয়টী দ্বীপের মধ্যস্থলে মায়াপুর বলিয়া

একটী স্থান ও সেই স্থানে গৌরাঙ্গের জন্মভূমি কথিত হইয়াছে। তাহা হইলে ভাগবতাদি গ্রন্থোক্ত স্বতন্ত্র নবদ্বীপই যে ভক্তিরত্নাকরের লিখিত মায়াপুর তাহা উত্তম বুঝা যাইতেছে। এবং সেই স্বতন্ত্র নবদ্বীপ আজ পর্য্যন্ত ঐ নয়টী দ্বীপের মধ্যস্থলে বর্ত্তমান রহিয়াছে। অতএব সেই নবদ্বীপই যে মায়াপুর তাহাতে সন্দেহ নাই। ভক্তগণের নির্ণীত মায়াপুর ঐ নয়টী দ্বীপের মধ্যস্থ নহে, পার্শ্ববর্ত্তী, সুতরাং উহা মায়াপুর নহে—মিঞাপুর।

নবদ্বীপকে মায়াপুর বলিয়া উল্লেখ করিবার একটী কারণ আছে; চৈতন্য দেবের সময়ে সেই কারণ ছিল না, তজ্জন্য তৎসাময়িক গ্রন্থে ঐ শব্দ পাওয়া না। চৈতন্যের অন্তর্দ্ধানের পর তাঁহার অবতারত্ব সম্বন্ধে হিন্দু সমাজে একটা গোল পড়িয়া গেল, সুতরাং তাঁহার ভক্তগণকে তাঁহার অবতারত্ব প্রতিপাদন জন্য বিশেষ চেষ্টিত হইতে হইল। শাস্ত্রীয় বচন না থাকিলে কেহই অবতার বলিয়া স্বীকার করেন না। এ জন্য ভক্তগণ শাস্ত্রীয় প্রমাণ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, এবং কোন গ্রন্থে মায়াপুরে ভগবান জন্ম গ্রহণ করিবেন এইরূপ প্রমাণ পাইয়া নবদ্বীপকেই পরে মায়াপুর বলিয়া কল্পনা করিয়াছিলেন। অতএব বর্ত্তমান নবদ্বীপই মায়াপুর, মায়াপুর বলিয়া আর কোন স্বতন্ত্র স্থান নাই।

শ্রীধাম নবদ্বীপ ও গৌরগৃহ।*

নবদ্বীপ ভাগীরথীর মধ্যস্থ একটী চর বা দ্বীপ। ঐ চরের উপর নূতন বসতি হইয়াছিল বলিয়া উহার নাম নবদ্বীপ হয়। প্রাচীনকালে ভাগীরথী উহার চতুর্দ্দিকে প্রবাহিত থাকিয়া অন্যান্য ভূমি হইতে এই পবিত্র নবদ্বীপ ভূমিকে পৃথক্ রাখিয়াছিল। অদ্যাপি বর্ষাকালে সুরধুনী ইহার চতুর্দ্দিকে প্রবাহিত থাকিয়া ইহার দ্বীপ নামের স্বার্থকতা সম্পাদন করিয়া থাকেন। চরের একটী সাধারণ ধর্ম্ম যে তাহার সকল স্থান সমান উচ্চ হয় না। মধ্যে মধ্যে খাল বা সোঁতা থাকে। নবদ্বীপে এই প্রকার অনেক সোঁতা ছিল। ঐ সকল সোঁতা প্রায়ই পূর্ব্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত ছিল, এবং বর্ত্তমান সময়ে তাহার ৪।৫টী দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল খালের মধ্যবর্ত্তী স্থান উচ্চভূমি। সে সকল স্থানেই লোকের বসবাস হইয়াছিল। নবদ্বীপের সর্ব্বোত্তরে সিমুলিয়া, তাহার দক্ষিণে নদীয়া বা নবদ্বীপ, কেহ কেহ নদীয়াকে আতপুর কহেন। তাহার দক্ষিণে চীনাডাঙ্গা, এবং তাহার দক্ষিণে বৈঁচি আড়া ও পরে পাড়ডাঙ্গা। এক একটী খালের দ্বারা এই সকল স্থানের সীমা নির্দ্দিষ্ট ছিল। বর্ষাকালে ঐসকল খালে জল প্রবেশ করিয়া ঐসকল স্থানকে পৃথক্ পৃথক্ দ্বীপে পরিণত করিত। বর্ষা অন্তে আবার সবগুলি একত্র হইয়া যাইত। এই সকল দ্বীপের মধ্যে নদীয়া বা নবদ্বীপ প্রধান ছিল বলিয়া ঐসকল স্থানের ভিন্ন ভিন্ন নাম থাকিলেও, তাহারা নবদ্বীপ নামে উক্ত হইত। নবদ্বীপ যে ভাগীরথীর দ্বীপ তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ভক্তি-

---

* পূর্ব্বপ্রবন্ধ সকল দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, নবাবিষ্কৃত মায়াপুর বা মিঞাপাড়া প্রাচীন নবদ্বীপ বা গৌরজন্মভূমি নহে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে প্রাচীন নবদ্বীপ এবং গৌরগৃহ কোথায় অবস্থিত ছিল, তাহাই প্রতি-পাদিত হইয়াছে।

রত্নাকর গ্রন্থকার মহারাজ যুধিষ্ঠিরের বনবাস সময় অবলম্বন করিয়া লিখিয়াছেন—

"এই কতো দূরে নবদ্বীপ নামে গ্রাম।
সুরধুনী বেষ্টিত পরম রম্য স্থান॥"

উপর্যুক্ত পদ্যে সুরধুনী-বেষ্টিত বলায়, নবদ্বীপ যে ভাগীরথীর দ্বীপ তাহা উপলব্ধি হইতেছে। কিন্তু নদীর উভয় শাখাই কখনও প্রবল থাকে না। ক্রমশঃ এক শাখা প্রবল হইয়া আইসে ও অপরটীর স্রোতঃ মন্দীভূত হইয়া পড়ে। নবদ্বীপ সম্বন্ধেও তাহাই ঘটিয়াছিল। ইহার পশ্চিমের স্রোতঃ প্রবল, ও পূর্ব্বের ধারা মন্দীভূত হইয়া যায়। কিন্তু পূর্ব্বের ধারায় খড়িয়া নদী প্রবাহিত থাকিয়া নবদ্বীপকে দ্বীপকারেই রাখিয়াছিল।

চৈতন্যভাগবতাদি প্রাচীন গ্রন্থে দেখিতে পাই, গৌরাঙ্গদেব যখন সন্ন্যাস গ্রহণ জন্য কাটোয়া গমন করেন তখন তিনি ভাগীরথী পার হইয়া গিয়াছিলেন। যথা—

"গঙ্গাপার হইয়া প্রভু গৌরাঙ্গ-সুন্দর।
সেইদিনে আইলেন কণ্টক নগর॥" চৈ, ভা।
"রাত্রে গঙ্গা পার হৈলা নদীয়া ছাড়িয়া।
শীঘ্রগতি চলিলেন কণ্টক-নগর॥" চৈ, চ, না।

"গঙ্গা পরিহরি নবদ্বীপ ছাড়ি
কাঞ্চন নগর পথে।
করিলা গমন শ্রীশচীনন্দন
চড়ি নিজ মনোরথে॥" বংশীশিক্ষা

উপরের দুইটী বর্ণনায় জানা যাইতেছে যে, গৌরাঙ্গদেব গঙ্গা পার হইয়া কাটোয়ায় গিয়াছিলেন। কাটোয়া নগর পূর্ব্বাপরই গঙ্গার পশ্চিম

পারে বর্ত্তমান আছে। সুতরাং তৎকালে নবদ্বীপ ভাগীরথীর পূর্ব্বকূলে ছিল। কিন্তু বর্ত্তমান কালে নবদ্বীপের পূর্ব্বদিকে ভাগীরথী প্রবাহিত রহিয়াছেন। কাটোয়া যাইতে হইলে আর এখন ভাগীরথী পার হইতে হয় না।

পুনরায় গৌরাঙ্গদেব যখন সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়া ফুলিয়া ও শান্তিপুরে আসেন, সেই সময়ে নবদ্বীপবাসীরা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন, তৎকালেও তাঁহারা নবদ্বীপের নিকট গঙ্গা পার হইয়াছিলেন। যথা—

"এ সব আখ্যান যত নবদ্বীপ বাসী।
শুনিলেন গৌরচন্দ্র হইলা সন্ন্যাসী॥
ফুলিয়া নগরে প্রভু আছেন শুনিয়া।
দেখিতে চলিলা সব লোক হর্ষ হৈঞা॥
কিবা বৃদ্ধ কিবা শিশু কি পুরুষ নারী।
আনন্দে চলিলা সবে বলি হরি হরি॥
অনন্ত অর্ব্বুদ লোক হৈল খেয়া ঘাটে।
খেয়ারি করিতে পার পড়িল সঙ্কটে॥" চৈ, ভা।

অতএব নবদ্বীপের পূর্ব্বদিকেও নদী ছিল জানা যাইতেছে।

গঙ্গার প্রবাহ পরিবর্ত্তিত হইলেও, বর্ত্তমান নবদ্বীপই সেই প্রাচীন নবদ্বীপ। চৈতন্ত-ভাগবতাদি গ্রন্থে যে সকল লোকের নাম প্রকাশিত আছে, অদ্যাপি তদ্বংশীয়গণ পুরুষপরম্পরায় এই নবদ্বীপে বাস করিতেছেন। সুপ্রসিদ্ধ সনাতন মিশ্রের ভিটা অদ্যাপি মালঞ্চপাড়ায় বর্ত্তমান রহিয়াছে। অল্পদিন হইল তদ্বংশীয়গণ ঐ ভিটা ত্যাগ করিয়া গৌরাঙ্গের বাটীর নিকট বাস করিয়াছেন। তন্ত্রশাস্ত্র-বিশারদ কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ ভট্টাচার্য্যের 'সিদ্ধপীঠ' অদ্যাপি বর্ত্তমান নবদ্বীপ পরিশোভিত করিতেছে।

তথায় কৃষ্ণনগরের মহারাজার ব্যয়ে কার্ত্তিকের অমাবস্যায় অর্থাৎ ৺শ্যামা পূজার দিন এক প্রকাণ্ড শ্যামামূর্ত্তি পূজিত হইয়া আসিতেছে। জগাই মাধাইএর বংশীয়গণ এই নবদ্বীপে বর্ত্তমান রহিয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক জয়দেব তর্কালঙ্কারের অপরিবর্ত্তিত বসত-বাটী অদ্যাপি বর্ত্তমান নবদ্বীপের আম্পুলিয়া পাড়ায় বর্ত্তমান রহিয়াছে। তদ্বংশীয় শ্রীকৃষ্ণকুমার সান্যালের নিকট ১০৮৭ সালের যে সনন্দ পাওয়া যায়, তাহাতে 'নদীয়ার জয়দেব তর্কালঙ্কার' বলিয়া উল্লেখ আছে। অতএব তিনি ঐ সময়ে বা উহার পূর্ব্বেই নবদ্বীপের আম্পুলিয়া পাড়ায় উক্ত ভিটায় বাস করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে আম্পুলিয়া ভট্টাচার্য্যেরাই নবদ্বীপের আদিম নিবাসী। তাঁহাদের ভিটা অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে, এবং তাঁহাদের নামানুসারেই ঐ পল্লী আম্পুলিয়া পাড়া বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে। শ্রীশ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর স্থাপিত শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গমূর্ত্তি এই শ্রীনবদ্বীপ পরিশোভিত করিতেছেন। এই সকল প্রাচীন বংশ এবং প্রাচীন স্থান বর্ত্তমান থাকিয়া, বর্ত্তমান নবদ্বীপই যে প্রাচীন নবদ্বীপ তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

বর্ত্তমান নবদ্বীপেরই পশ্চিমে যে ভাগীরথী প্রবাহিত ছিল তাহার অনেক প্রমাণ পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে, এখনও কতকগুলি দেওয়া যাইতেছে।

বর্ত্তমান নবদ্বীপের পশ্চিমে আমরা তিনটী খালের উল্লেখ করিয়াছি, ঐ সকল খাল ভাগীরথীর খাল নামে প্রসিদ্ধ। উহার প্রথমটী নবদ্বীপের সংলগ্ন পশ্চিমে, উহাই বর্ত্তমান নবদ্বীপের পশ্চিম সীমা। উহার নাম পলতা। তাহার পশ্চিমে কোবলার বিল। তৃতীয়টী তাহার পশ্চিমে, নাম চাঁদের বিল। ভাগীরথী প্রথমে এই চাঁদের বিলে প্রবাহিত ছিলেন, পরে সে ধারা পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্বদিকে সরিয়া আসিয়া কোবলা,

বাসুদেবপুর আদি গ্রামের পূর্ব্বদিকে প্রবাহিত হন,—পরে আবার সে ধারা ছাড়িয়া পলতা নামক খালে প্রবাহিত হন। কোবলা গ্রামের পূর্ব্বদিকস্থ গ্রাম কোবলায় বিল নামে পরিচিত হয়। উহাকে গোঁসাই গঙ্গা বলে, এবং ঐস্থানে একটী ঘাটকে গোঁসাই ঘাটও বলে—কেন বলে পরে বলিব।

নবদ্বীপের মহারাজারা সময়ে সময়ে নবদ্বীপের ব্রাহ্মণপণ্ডিতদিগকে প্রচুর ভূমি দান করিয়া সনন্দ দিয়া গিয়াছেন। সেই সকল সনন্দে বর্ত্তমান নবদ্বীপের পশ্চিমে ভাগীরথী প্রবাহিত থাকা জানিতে পারা যায়। নবদ্বীপের শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র চৌধুরী ও প্রসন্নকুমার চৌধুরীদিগের পূর্ব্বপুরুষ ৺শ্যামসুন্দর চৌধুরী মহাশয় যে সকল সনন্দ পাইয়াছিলেন নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম।

১নং।

শ্রীকৃষ্ণ দেওয়ান শ্রীমঃ

শরণং

নদিয়ার শ্রীশ্যাম চৌধুরী

সুচরিতেষু শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শর্ম্মণা

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়।

নমস্কারঃ প্রয়োজনঞ্চ বিশেষঃ—

অধিকারে তোমার বৃত্তি নাহি অতএব অধিকারের ৺পূর্ব্বকূলে সেওআয় পলাসি ও বেলগাঁ ও হাবেলিসহর ও কলিকতা ও ধুলিয়াপুর পরগণা বেওয়ারেশ গরজমাই সমেত পতিত জঙ্গলভূমি ১৬ ষোল বিঘা বৃত্তি দিলাম্ নিজ জোত করিয়া ভোগ করহ। ইতি সন ১১৫৯ এগার শত উনসাটি ৩১শে জ্যৈষ্ঠ সহি।

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়

চিহ্নিত নামা

শ্রীশ্রীদুর্গা

শরণং।

চিহ্নিত নামা জমি তরফ নদিয়ার মৌঃ দেওয়ানগঞ্জ ব্রহ্মত্র নিজ নদিয়ের শ্রীশ্যাম চৌধুরী সনন্দ ১১৫৯ তারিখ ৩১শে জ্যৈষ্ঠ বিং সনন্দ ১৬/০ ষোল বিঘা জমী সন ১১৬০ সাল তারিখ ২রা অগ্রহায়ণ।

আসামী	জমী
পশ্চিম মাঠে খড়ের ভূমী একবন্দ	৮০ পতিত
নিকিরিপাড়া মঃ নিম্ন দণ্ড	১॥০ পতিত
জার্ণাগরের ঘাটে দক্ষিণ একবন্দরেতি	১০/০ পতিত জমী
তাহার দক্ষিণ চরের দক্ষিণ একবন্দ	২॥০ পতিত
গ্রামের উত্তর নারানপার একবন্দ	১।০ পতিত
	১৬/০

গরজমাই বেওয়ারিশ বাজে জঙ্গল চিহ্নিত করিয়া দিলাম। ইতি—

২নং

শ্রীশ্রীদুর্গা

শরণং।

নদীয়ার শ্যাম চৌধুরী সুচরিতেষু—

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শর্ম্মণা।

নমস্কারঃ প্রয়োজনঞ্চ বিশেষঃ—

অধিকারে তোমার বৃত্তি নাই অতএব অধিকারের ৺পূর্ব্বকূলে সেওয়ায় পলাসি ও বেলগা ও হাবেলি সহর ও কলিকাতা ও ধুলিয়াপুর

পরগণা বেওয়ারেশ গরজমাই সমেত পতিত জঙ্গলভূমি। ৫৭ বিঘা বৃত্তি দিলাম নিজ জোত করিয়া ভোগ করহ। ইতি—সন ১১৫৯ এগার সওর উনসাটি—৩১শে জ্যৈষ্ঠ সহি—

চিহ্নিত নামা।

শ্রীশ্রীহরি

শরণং।

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়।

ইং ফর্দ্দ ব্রহ্মত্তর ভূমি নদীয়ার শ্রীশ্যাম চৌধুরী সন ১১৫৯ সাল—৭ই শ্রাবণ।

আসামী।	জমী
তরফ নদীয়ার	
মৌজে উমাপুর	৪১।২
মৌজে মহিশাউরা	১০/০
মৌজে দেওয়ানগঞ্জ	১৬/০

সাতশট্টি বিঘা সাত কাটা মাত্র ইতি।

উপরি উদ্ধৃত দুইখানি সনন্দে যে যে জমি দান করা হইয়াছে ঐ সকল জমিই ৺পূর্ব্বকূলে অর্থাৎ ভাগীরথীর পূর্ব্বকূলে দেওয়া হইয়াছে দেখা যাইতেছে, কিন্তু ঐ জমিসকল কোন্ গ্রামে বা কোন্ স্থানে দেওয়া হইয়াছে তাহা সনন্দে প্রকাশিত নাই কিন্তু, উহার চিহ্নিত নামায় প্রকাশিত আছে।

১১৫৯ সালের ৩১ জ্যৈষ্ঠ তারিখে ৺পূর্ব্বকূলে যে ১৬/বিঘা জমি দেওয়া হইয়াছে, তাহা ১১৬০ সালের ২ অগ্রহায়ণ তারিখের চিহ্নিত

নামায় বিবরিত আছে। তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, জান্নগরের ঘাটের দক্ষিণ ১০/০ জমি লিখিত আছে ঐ জমি আজ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান আছে। উহা জান্নগরের পূর্ব্বদিকে যে ভাগীরথীর প্রাচীন খাত আছে সেই খাতের পূর্ব্ব দিকে অর্থাৎ বর্ত্তমান নবদ্বীপের লাগাও পশ্চিমদিকে আজও গ্রহীতার উত্তরাধিকারীগণ পুরুষানুক্রমে দখল করিতেছেন। আবার "জান্নগরের ঘাট" এই শব্দ থাকায় তৎকালে নবদ্বীপ হইতে জান্নগর যাইবার পারঘাট থাকা এবং এইস্থানে ভাগীরথী প্রবাহিত থাকা প্রতিপন্ন হইতেছে। ঐ চিহ্নিত নামায় আর যে সকল জমি চিহ্নিত হইয়াছে তাহা অদ্যাপি বর্ত্তমান নবদ্বীপের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে উহার উত্তরাধিকারীগণ দখল করিতেছেন।

১১৫৯ সালের ৩১ জ্যৈষ্ঠ তারিখে দ্বিতীয় সনন্দে ৺পূর্ব্বকূলে যে ৫৭/ বিঘা জমি দেওয়া হয় তাহা ১১৫৯ সালের ৭শ্রাবণ তারিখে চিহ্নিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে কিন্তু ইহাতে একটু অনৈক্যও দেখা যায়। সনন্দে ৫৭/ বিঘা এবং চিহ্নিত নামায় ৬৭৷২ বিঘা লিখিত আছে। যাহা হউক ঐ সকল জমির মধ্যে কোন কোন জমিতে গ্রহীতার উত্তরাধিকারীগণ আজ পর্য্যন্ত দখলিকার আছেন। দেওয়ানগঞ্জ উমাপুর ও মহিস্থুড়া এই সকল স্থানই প্রাচীন ভাগীরথী খাতের পূর্ব্বদিকে অবস্থিত আছে। বর্ত্তমান বাবলাড়ীর নামই দেওয়ানগঞ্জ। শ্রীগৌরাঙ্গের রথের সময় ঐ স্থানে গুঞ্জবাড়ী হইত ; এবং তাহারই অপভ্রংশে উহার নাম বাব্লাড়ী হইয়াছে ঐ বাবলাড়ীর দক্ষিণ ও নবদ্বীপের পশ্চিমস্থ কুঠী নামক খ্যাত স্থান উমাপুর এবং নবদ্বীপের লাগাও দক্ষিণে মহিস্থুড়া গ্রাম হইতেছে। প্রথমোক্ত দুইটী স্থানই বর্ত্তমান নবদ্বীপের সংলগ্ন ও অংশ। তাহা হইলে আমরা ঐ সময়ে অর্থাৎ বাঙ্গালা ১১৬০ ও খ্রীঃ ১৭৫৩ সালে নবদ্বীপের পশ্চিমে ভাগীরথী প্রবাহিত থাকা দেখিতে পাই।

কবিবর ভারতচন্দ্র রায় তাঁহার অন্নদামঙ্গল গ্রন্থে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের রাজ্যের সীমা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতেও ঐ সকল দলিলকে সম্পূর্ণ সমর্থণ করিয়াছে। যথা—

"রাজ্যের উত্তর সীমা মুরশিদাবাদ।
পশ্চিমের সীমা গঙ্গা ভাগীরথী খাদ॥"

নবদ্বীপ কৃষ্ণনগর রাজবংশের প্রাচীন জমিদারী, ৺কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সময়ে এই বর্ত্তমান নবদ্বীপ নগরই তাঁহার রাজ্যের প্রধান নগর ছিল। তাহা হইলে পশ্চিম "সীমা ভাগীরথী খাদ" এই কথা থাকাতেই বর্ত্তমান নবদ্বীপের পশ্চিমে ভাগীরথী প্রবাহিত ছিল ইহা বুঝা যাইতেছে। ভারতচন্দ্র রায়ের উক্ত গ্রন্থ ১৫৭৪ শাক বা খৃঃ ১৭৫২ সালে লিখিত হয়। উক্ত দলিল সকলের তারিখেও ১৭৫৩ খৃঃ অব্দ আছে। অতএব বর্ত্তমান নবদ্বীপের পশ্চিম দিকে ১৭৫৩ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত ভাগীরথী প্রবাহিত ছিল তাহা নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হইল।

বর্ত্তমান নবদ্বীপের পশ্চিমে ভাগীরথী প্রবাহিত ছিলেন প্রমাণিত হইল। পশ্চিমের কোন খাতে কখন প্রবাহিত ছিলেন তাহা জানিতে পারা যায় না। তবে ইহা নিশ্চিত যে, ভাগীরথী পশ্চিমের ধারা পরিত্যাগ করিয়া ক্রমে পূর্ব্বদিকে সরিয়া আসিয়াছিল। যাহা হউক প্রাচীন নবদ্বীপের চতুঃসীমা এইরূপ দেখিতে পাই যে, পশ্চিমে ভাগীরথী ও তাহার পার্শ্বে পূর্ব্বস্থলী, জান্নগর, বিত্মানগর আদি গ্রাম। উত্তরে, যেখানে বল্লালসেনের প্রাসাদ ছিল উহার নাম সিমুলিয়া, পরে বিল্বপুষ্করিণী। দক্ষিণে—মহিসুড়া, সমুদ্রগড় আদি গ্রাম। পূর্ব্বদিকে খড়িয়া নদী। এই খড়িয়া নদী কোন স্থান দিয়া প্রবাহিত ছিল তাহা নিশ্চিত জানা যায় না। সম্ভবতঃ আমাঘাটা গ্রামের পশ্চিম দিকস্থ 'অলকনন্দা' নামক খালই খড়িয়ার খাদ। খড়িয়া নদী ঐ স্থান দিয়া প্রবাহিত হইয়া নবদ্বীপের পূর্ব্বদিকস্থ

ভাগীরথীর স্রোতোহীন খাতে মিশিয়া দক্ষিণে সমুদ্রগড়ের পূর্ব্বদিকে গঙ্গার সহিত মিলিয়াছিল। * এই চতুঃসীমার মধ্যস্থিত সমগ্র ভূভাগ সাধারণতঃ নবদ্বীপ নামে আখ্যাত হইত। ইহার মধ্যে নিজ নবদ্বীপ গঙ্গার মধ্যস্থ অর্থাৎ অন্তরস্থ বলিয়া ইহাকে অন্তর্দ্বীপও বলে। নবদ্বীপের পূর্ব্বদিকে যে নদী ছিল তাহা পূর্ব্বে চৈতন্যভাগবত হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখান গিয়াছে ও তাহাতে যে খড়িয়া আসিয়া মহিসুড়ার নিকট মিলিত হইয়াছিল, পরবর্ত্তী দলিলে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

"শ্রীশ্যামসুন্দর চৌধুরি সুচরিতেষু—

রাজশেখরী
(শ্রী) মহারাজেন্দ্র
রাজ শিবচন্দ্র
বাহাদুর

লিখিতং কার্য্যনঞ্চাগে মহিসুড়া গ্রামে তোমার সাবেক ব্রহ্মত্তর ১৬/ ষোল বিঘা জমি ছিল সনন্দ দৃষ্টি করা গেল সে ভূমি খড়িয়ার ভাঙ্গনে সিকস্তি হইয়াছে অতএব তাহার মধ্যে এওজ গরজমাই বাজে জঙ্গল বেওয়ারিশ জমি ১০/ বিঘা এওজ দেওয়া গেল নিজ জোতে ভূমি হাসিল করিয়া পুত্র পৌত্র পরমসুখে ভোগ করহ ইতি ১১৯১ সাল ৬ আশ্বিন।"

উক্ত সনন্দে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে খড়িয়ার ভাঙ্গনে মহিসুড়ার জমি সিকস্তি হইয়াছে। ঐ মহিসুড়া গ্রাম নবদ্বীপের দক্ষিণ ও ভাগীরথীর পূর্ব্ব উত্তর ছিল। তাহা হইলে ঐ গ্রামের পূর্ব্বদিকে খড়িয়া থাকা প্রতিপন্ন হইতেছে। উক্ত সনন্দ মহারাজ শিবচন্দ্র রায় ১১৯১ সালে ও ইংরাজী ১৭৮৪ সালে দিয়াছিলেন। আমরা রেনেল (Rennel) সাহেবের নক্সা হইতে ১৭৮৩ সালে বর্ত্তমান নবদ্বীপের পূর্ব্বদিকে ভাগীরথী প্রবাহিত

---

* ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিত (বাঙ্গালা) দ্রষ্টব্য।

দেখিতে পাই ; তাহা হইলে মহিসুড়ার জমি তৎপূর্ব্বে খড়িয়ার দ্বারা সিকস্তি হইয়াছিল ইহাই অনুমান করিতে হইবে।

পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে সেনবংশীয় রাজারা নবদ্বীপে রাজত্ব করিতেন। কিন্তু নিজ নবদ্বীপে তাঁহাদের রাজপ্রাসাদ ছিল না। সুপ্রসিদ্ধ ঘটকপ্রবর ফুলো পঞ্চানন তাঁহার গোষ্ঠীকথায় লিখিয়াছেন,—

"মুক্তিহেতু বল্লাল আসিল গঙ্গাস্নান।
জহ্নু নগরোত্তরে করে যে বাসস্থান॥
নিজ সভাসদে দেন নবদ্বীপে (অন্তর্দ্বীপে) ঘর।
যে ইচ্ছিল গঙ্গাবাস কিম্বা দ্বিজেতর॥
ক্রমে নবদ্বীপ হ'ল বাণীর নিবাস।
পুণ্যতীর্থ বলি হৃদি সবার বিশ্বাস॥

উক্ত বর্ণনায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, বল্লালসেনের রাজ প্রাসাদ জান্নগরের উত্তর ছিল। সুতরাং বর্ত্তমান নবদ্বীপের উত্তর-পশ্চিম ছিল বলিতে হইবে।* এবং আপন সভাসদ অর্থাৎ ব্রাহ্মণপণ্ডিতদিগকে নিজ নবদ্বীপে (অন্তর্দ্বীপ অর্থাৎ গঙ্গাগর্ভস্থ দ্বীপে) বাস করিতে দেন, ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে তাঁহার নিজ বাসস্থান নবদ্বীপে ছিল না। নবদ্বীপে কেবল ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের বাস ছিল যে স্থানে রাজাদের বাস ছিল উহার নাম সিমুলিয়া বা সীমন্তদ্বীপ। ঐ স্থান নবদ্বীপের প্রান্তবর্ত্তী যথা—

* "The caprices of the river have not left but a fragment of any old buildings ; in Lakshman's time it flowed at the west of the present town near Jahaunnagar ; and old Nadia, which was swept away by the river, lay to the North of the existing Nadia." (Page 422 Calcutta Review Vol. VI 1846)

"নদীয়া একান্তে নগর সিমুলিয়া
নাচিতে নাচিতে প্রভু উত্তরিল গিয়া॥" চৈঃ ভাঃ

এই সেনবংশীয় রাজারা সমস্ত বঙ্গভূমির অধিপতি ছিলেন। রাজ্য-রক্ষার নিমিত্ত তাঁহাদের প্রায় এক লক্ষ সেনা ছিল। ঐ সকল স্থানই রাজপ্রাসাদের নিকটবর্ত্তী ছিল। সুতরাং সেন রাজাদিগের রাজপ্রাসাদ, দুর্গ, সেনানিবাস ও অন্যান্য স্থানে ঐ স্থানের এক মাইলের অধিক স্থান ব্যাপ্ত ছিল বলিতে হইবে। তাহারই দক্ষিণে ভাগীরথীর শ্রোতোহীন খাদ রাজ্যের পরিখার ন্যায় পূর্ব্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত থাকিয়া সিমুলিয়া ও নবদ্বীপকে বিভক্ত করিতেছিল। যাহা হউক ভাগীরথীর ভাঙ্গনে ঐ বাটী দুর্গাদি বিলুপ্ত হইয়াছে; এক্ষণে ঐ স্থানে এক প্রকাণ্ড প্রান্তর পড়িয়া আছে। এখন যেখানে বামুনপুকুর, বল্লালদীঘি, মিঞাপাড়া, শ্রীনাথপুর এবং ভারুইডাঙ্গা আদি পল্লী আছে, তৎসমুদায় স্থানই রাজপ্রাসাদের অন্তর্গত ছিল। বল্লালদীঘি যে রাজপ্রাসাদের অন্তর্গত ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। মিঞাপাড়া এই বল্লালদীঘির দক্ষিণ পাহাড়ের উপর সংস্থিত, সুতরাং মিঞাপাড়া রাজপ্রাসাদের অন্তর্গত ছিল বলিতে হইবে।

সিমুলিয়া ও বল্লালদীঘি আদি যে, ভক্তি-রত্নাকরের সময়ে নবদ্বীপ হইতে পৃথক্ হইয়া পড়ে, তাহা উক্ত গ্রন্থে প্রকাশিত আছে। যথা—

"প্রণমিয়া বার বার প্রভুর মন্দিরে।
মায়াপুর হৈতে যাত্রা কৈলা আতপুরে॥
ওহে শ্রীনিবাস এই আতপুর স্থান।
বহু কালাবধি লুপ্ত হৈল এই গ্রাম॥
ঐছে কত কহি সঙ্গে লইয়া তিন জনে।
সিমুলিয়া গ্রামে প্রবেশিল কতক্ষণে॥" ভ'র।

ইহাতে প্রকাশ পাইতেছে যে, নবদ্বীপ (মায়াপুর) ও সিমুলিয়ার মধ্যবর্ত্তী স্থান বিলুপ্ত হইয়াছিল। সুতরাং আদি স্থান গৌরাঙ্গের জন্মের বহুপূর্ব্বেই নবদ্বীপ হইতে পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছিল; এবং সেই সেই স্থান তাহাদের নামানুসারে বিখ্যাত হইয়াছিল। পরে ভাগীরথী দেবী ঐ সকল গ্রামকে সর্ব্বতোভাবেই নবদ্বীপ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলেন।

কিরূপে পশ্চিমের গঙ্গা পূর্ব্বদিকে আসিল তাহা নির্ণয় করা যাইতেছে। পূর্ব্বে বলিয়াছি সিমুলিয়া সর্ব্বোত্তরে ছিল, তাহার দক্ষিণে একটী সোঁতা ছিল। ঐ সোঁতাই ভাগীরথীর পূর্ব্বধারার স্রোতোহীন খাত। উহারই দক্ষিণে প্রকৃত নবদ্বীপ। পশ্চিমের ভাগীরথী নবদ্বীপের পশ্চিমোত্তর ভাগ গ্রাস করিতে করিতে আসিয়া বর্ত্তমান নবদ্বীপের উত্তরের ও সিমুলিয়ার দক্ষিণের ঐ সোঁতা দিয়া পূর্ব্বমুখে প্রবাহিত হইয়া, খড়িয়ার সহিত মিলনান্তর দক্ষিণ বাহিনী হন।

পূর্ব্বে দেখাইয়াছি ১৭৫৩ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান নবদ্বীপ ভূমির পশ্চিমে ভাগীরথী প্রবাহিত ছিলেন। রেনেল্ (Rennel) সাহেবের নক্সায় ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান নবদ্বীপের পূর্ব্বদিকে ভাগীরথী প্রবাহিত দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব ১৭৫৩ খৃঃ অব্দ হইতে ১৭৬৩ খৃঃ অব্দের মধ্যে পূর্ব্বদিকে ভাগীরথী প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হয়। অনেক কাল নবদ্বীপের উভয় দিকেই ভাগীরথী প্রবাহিত থাকেন, তাহা রেনেল সাহেবের ১৭৮০ খৃষ্টাব্দের নক্সা দৃষ্টে জানা যায়। ক্রমে পশ্চিমের ধারা স্রোতোহীন হইয়া পূর্ব্বের ধারা প্রবল হইয়া পড়ে। পশ্চিমের গঙ্গা ভাগীরথী খাত, আদিগঙ্গা, বা বুড়িগঙ্গা নামে অভিহিত হয়। গঙ্গানগর, গাদিগাছা, সিমুলিয়া, মাজিদা আদি গ্রাম গঙ্গার উত্তর ও পূর্ব্ব পারে পড়িয়া নবদ্বীপ হইতে পৃথক্ হইয়া যায়। এ প্রদেশে গঙ্গার গতি যেরূপ পরিবর্ত্তিত হয়, তাহা বুঝাইয়া দিবার উপায় নাই। যিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন তিনিই

তাহা অনুমান করিতে পারেন। আজ ভাগীরথী যে গ্রামের উত্তর দিকে প্রবাহিতা আছেন, পর বৎসর তাহার দক্ষিণদিকে প্রবাহিতা হইলেন; আজ যে গ্রামের পশ্চিমে বাহিতা আছেন, পরবৎসর তাহার পূর্ব্বদিকে প্রবাহিতা হইলেন; আজ যে গ্রামের নিকটে বাহিতা আছেন, পর বৎসর সে গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া তাহার বহুদূরে গিয়া পড়িলেন—ইত্যাদি ঘটনা প্রায়ই দৃষ্ট হইয়া থাকে। নবদ্বীপের উত্তরে গঞ্জের ডাঙ্গা ও এদ্রাকপুর নামে যে দুই খানি পল্লী আছে, তাহা ৩০ বৎসর পূর্ব্বে (১২৭০ সালের সমকালে) গঙ্গার দক্ষিণ দিকে ছিল—এখন উত্তর ধারে আছে। এইরূপে ভাগীরথী নবদ্বীপের উত্তরে প্রবাহিত হইয়া, প্রথমতঃ নবদ্বীপের উত্তর-পশ্চিম ভাগ গ্রাস করিতে করিতে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, এবং অধিবাসীবৃন্দ ক্রমশঃ উঠিয়া আসিয়া তাহার দক্ষিণ ভাগে বাস করিতে লাগিলেন।

নবদ্বীপের উত্তরে ব্রাহ্মণপল্লী ছিল—প্রথমেই সেই পল্লীতে ভাঙ্গন ধরে অর্থাৎ দেয়াড় পড়ে। ঐ ব্রাহ্মণেরা নবদ্বীপের দক্ষিণে আসিয়া বাস করেন। দেয়াড় হইতে উঠিয়া আসায় তাঁহারা যে পল্লীতে বসতি স্থাপন করেন তাহা দেয়াড়াপাড়া নামে খ্যাত হয়। দেয়াড়াপাড়া-নিবাসী শ্রীযুক্ত মতিলাল ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগের পূর্ব্বপুরুষ রামভদ্র শিরোমণির বাটী গঙ্গার সিকস্ত হইলে, তিনি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট ১১৮৭ সালে ২২শে ফাল্গুন তারিখে দেয়াড়াপাড়ায় বাস করিবার নিমিত্ত যে সনন্দ পান, তাহাতে লিখিত আছে—রামদেব বিশ্বাসের ফৌতী ভিটায় তাঁহাকে বাস করিতে দেওয়া হইয়াছিল। তাহা হইলে আমরা সর্ব্ব-প্রথমে ১১৮৭ সাল বা ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে নবদ্বীপের উত্তরে ভাঙ্গন দেখিতে পাই।

উহার পরেই বৈদিক পল্লী ছিল, ঐ পল্লীতেই গৌরাঙ্গের গৃহ ছিল।

কথিত আছে যে গৌরাঙ্গের একটী প্রস্তর-নির্ম্মিত মন্দির ছিল। ঐ মন্দির গঙ্গার ভাঙ্গনে পতিত হওয়ায় সেবাইতগণকর্ত্তৃক গৌরাঙ্গের শ্রীমূর্ত্তি মালঞ্চপাড়ায় আনীত হয়, এবং উক্ত মন্দিরের কয়েক খণ্ড প্রস্তরও সে স্থানে নীত হইয়াছিল। তাহার কয়েকখণ্ড অদ্যাপি ঐ স্থানে পড়িয়া আছে, ও এক খণ্ড বর্ত্তমান গৌরাঙ্গদেবের দ্বারদেশে নিহিত আছে, এবং আর একখণ্ডে বর্ত্তমান বুড়াশিবের আসন হইয়াছে। যাহা হউক ভাগীরথী নবদ্বীপের পশ্চিম-উত্তর ভাগ গ্রাস করিতে করিতে মালঞ্চপাড়া ও গাবতলা পর্য্যন্ত আসিয়া পাগলাপীর তলার পশ্চিম দিয়া উত্তর বাহিনী হইয়া পূর্ব্বাংশ নবদ্বীপের উত্তর দিয়া পূর্ব্বমুখী হইয়া দক্ষিণ বাহিনী হন। অর্থাৎ তৎকালে ভাগীরথী নবদ্বীপের উত্তরে একটী ইংরাজী ও এস্ আকারে বাহিত ছিলেন; তদনন্তর ভাগীরথী মালঞ্চপাড়ার উত্তরস্থ ঐ ধারা পরিত্যাগ করিয়া নবদ্বীপের পশ্চিমে যে অংশ গ্রাস করিয়াছিলেন তাহা দক্ষিণে রাখিয়া আবার উত্তরে প্রবাহিত হইলেন। যে অংশে গৌরাঙ্গের বাটী আদির চর পড়িয়াছিল তাহা নবদ্বীপের সামিল হইল।

বুঝিলাম বর্ত্তমান নবদ্বীপই প্রাচীন নবদ্বীপ, এবং এই নদীয়ার পশ্চিমেই ভাগীরথী প্রবাহিত ছিল; এবং আরো বুঝিলাম যে গৌরাঙ্গদেবের জন্মের বহুপূর্ব্বে সিমুলিয়া আদি স্থান নবদ্বীপ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। এখন নবদ্বীপের কোন স্থলে গৌরাঙ্গের গৃহ ছিল তাহাই নির্ণেয়।

পূর্ব্বে বলিয়াছি গৌরগৃহ গঙ্গার ভাঙ্গনে বিলুপ্ত হইয়াছে। একথা যে আমি বলিতেছি, তাহা নহে,—ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত। যাঁহারা সম্প্রতি মিঞাপাড়ায় শচী-গৃহ নির্ণয় করিয়াছেন তাঁহারাও একথা স্বীকার করেন। চতুর্থ বৎসর বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকার ৪১৭ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে

যে "আমাদের প্রভুর জন্মস্থান মায়াপুর অন্তর্ধান করিয়াছিলেন জীবের সৌভাগ্যের নিমিত্ত তিনি গঙ্গার গর্ভ হইতে পুনরায় উত্থিত হইয়াছেন।"

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, মিঞাপাড়ায় যে স্থানে গৌরগৃহ আবিষ্কৃত হইয়াছে, উহা কখন গঙ্গাগর্ভস্থ হয় নাই ! উহা আস্‌লি ভূমি, বল্লালদীঘি নামক দীঘির দক্ষিণ পাহাড়। ঐ স্থান গঙ্গার ভাঙ্গনে নদী সিকস্তি হয় নাই। উহা বল্লালসেনের সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত অবিকৃত ভাবে বর্ত্তমান আছে। তবে গৌরগৃহ কোথায় ?

একটী লুপ্ত স্থান উদ্ধার করিতে হইলে যে যে উপাদানের আবশ্যক গৌরগৃহ সম্বন্ধে তাহার কিছু না থাকিলেও, যাহা কিছু আছে তাহাই আমাদের উদ্দেশ্য সাধনার্থ যথেষ্ট। যদিও গৌরগৃহ সম্বন্ধে প্রাচীন চিহ্নাদি কিছু নাই তথাপি চৈতন্য ভাগবত গ্রন্থই তাহার গৃহের বিশেষ সাক্ষ্য দিতেছে।

আমরা চৈতন্য ভাগবত পাঠে চৈতন্যদেবের বাটী সম্বন্ধে এই কয়টী বিষয় জানিতে পারি।

১। চৈতন্যের বাটী নবদ্বীপে ছিল।

২। গঙ্গার নিকটে তাঁহার বাটী ছিল। এমন কি তাঁহার নিজের একটী ঘাট ছিল।

৩। বারকোনার ঘাট তাঁহার বাটীর নিকটে ছিল।

৪। তন্তুবায়পল্লীর নিকটে তাঁহার বাটী ছিল।

৫। শ্রীধরের বাটী ও সর্ব্বজ্ঞের ঘরও তাঁহার বাটীর নিকটে ছিল জানা যায়।

১। চৈতন্য ভাগবত, চৈতন্য চরিতামৃতাদি প্রাচীন গ্রন্থের সকল স্থলেই গৌরাঙ্গ নদীয়া বা নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লিখিত আছে। প্রাচীন কোন পুস্তকেই মায়াপুরের নাম গন্ধও নাই।

বর্ত্তমান নবদ্বীপ যে সেই নবদ্বীপ তাহা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি। তবে বর্ত্তমান বসতি সীমার মধ্যে তাহার ভূমিষ্ঠ হওয়ার স্থান টুকু নাই। তাই বলিতেছি যে, তাঁহার ভূমিষ্ঠ হওয়ার সেই বিঘৎ পরিমাণ ভূমিই যদি নবদ্বীপ হয়, তাহা হইলে এই নবদ্বীপকে কেহ নবদ্বীপ বলিতে না পারেন। কিন্তু তিনি, যে নদীয়া নগরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই নগর যদি জন্মস্থান বলিয়া উল্লিখিত হয় তবে সেই নবদ্বীপ আজও বর্ত্তমান। যেখানে গৌরাঙ্গদেব ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন তাহা বর্ত্তবান নবদ্বীপের উত্তরে অদূরে চরের মধ্যে পড়িয়াছে। যদিও বর্ত্তমান নবদ্বীপের অনেক স্থল চিনাডাঙ্গা পাটডাঙ্গা আদি বলিয়া অভিহিত তথাপি মালঞ্চপাড়া, আগমেশ্বরীপাড়া ও যোগনাথ শিবতলা প্রভৃতি স্থান নিজ নবদ্বীপ বা নদীয়া তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

সুপ্রসিদ্ধ রামদুলাল পাঠকেন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট ১১৬১ সালের ১১ অগ্রহায়ণ তারিখে যে ৩৩৬/ বিঘা ভূমির সনন্দ প্রাপ্ত হন, তাহাতে তাঁহার বসতভিটা ২/ বিঘা নিজ নবদ্বীপ বলিয়া লিখিত আছে। অদ্যাপি ঐ ভিটা মালঞ্চপাড়ায় বর্ত্তমান আছে। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত উমেশচন্দ্র তর্করত্ন ঐ ভিটা দখল করিতেছেন। শ্রীশ্রীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্যের পূর্ব্বপুরুষ নবদ্বীপে ১২/ বিঘা জমি ব্রহ্মোত্তর পান, তাহাতেও ঐ ভূমি নিজ নবদ্বীপ বলিয়া লিখিত আছে ঐ ভূমিতে এক্ষণে তাঁহারা বাস করিতেছেন। পূর্ব্বোক্ত চৌধুরীদিগের বাটীর ১১৮১ সালের ১লা শ্রাবণ তারিখের আর একখানি সনন্দে দেখিতে পাওয়া যায় যে, এখন যেখানে মাধব বিদ্যারত্ন প্রভৃতির বাটী আছে ঐ স্থান নদীয়ার বেদজ্ঞ পাড়া বলিয়া পরিচিত ছিল। উক্ত রাজারা যখন যাহাকে যে দলিল দিয়াছেন, তখন সেই সেই দলিলে উক্ত জমী যে স্থলে দেওয়া হইয়াছে তাহা বিশেষরূপে নির্দ্দিষ্ট আছে। সুতরাং দলিলে নিজ

নবদ্বীপ লিখিত থাকায় ঐ স্থান ও উহার উত্তরবর্ত্তী সমস্ত ভূভাগ নদীয়া বা নবদ্বীপ ছিল। ঐ অংশেই আগমবাগীশের ভিটা বর্ত্তমান আছে। অতএব ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, মালঞ্চপাড়া আগমেশ্বরীপাড়া ও তাহার উত্তরবর্ত্তী স্থান সকল নিজ নবদ্বীপ বলিয়া পরিচিত। সুতরাং আমরা উহারই কোন অংশে গৌরাঙ্গের গৃহ ছিল দেখিতে পাই।

২। ভাগীরথীর নিকটে তাঁহার বাটী ছিল। যথা—

"আপনার ঘাটে আগে বহু নৃত্য করি।
তবে মাধায়ের ঘাটে গেলা গৌরহরি॥" চৈ, ভা

বর্ত্তমান ভাগীরথীতে গৌরাঙ্গের ঘাট কি মাধায়ের ঘাট কোন ঘাট নাই, কিম্বা ঐ ঘাট থাকার কিম্বদন্তীও নাই। অথচ এই ভাগীরথীতে নিশিন্দাতলার ঘাট প্রভৃতি অন্যান্য বিলুপ্ত ঘাটের জনশ্রুতি আছে। যদি গৌরাঙ্গের ঘাট এই গঙ্গায় থাকিত, তবে তাহার জনশ্রুতিও থাকিত। ইহাতে বুঝিতে হইবে যে গৌরাঙ্গের সময়ে এই স্থানে ভাগীরথী প্রবাহিত ছিলেন না, সুতরাং ঘাটেরও কিম্বদন্তী নাই। পূর্ব্বে প্রমাণিত হইয়াছে যে, বর্ত্তমান নবদ্বীপের পশ্চিমে ভাগীরথী প্রবাহিত ছিলেন। তাহা হইলে তাহার নিকটে অর্থাৎ নবদ্বীপের পশ্চিমাংশে গৌরাঙ্গের বাটী থাকা দেখিতে পাই।

৩। বারকোণার ঘাট নবদ্বীপের পারঘাটও তাঁহার বাটীর নিকটে ছিল।

"মায়ের বচনে পুনঃ গেলা নবদ্বীপ।
বারকোণার ঘাট নিজ বাটীর সমীপ॥" চৈ, ম।

উক্ত বর্ণনায় প্রকাশ পাইতেছে যে গৌরাঙ্গ বারকোণার ঘাট পার হইয়া নবদ্বীপ আসিয়াছিলেন এবং ঐ ঘাট তাঁহার বাটীর নিকট ছিল। গৌরচন্দ্র যে ঘাট পার হইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ জন্য কাটোয়ায় গিয়াছিলেন

সেটীও পার ঘাট। সেই ঘাটকে নদীয়াবাসীরা নিদয়ার ঘাট বলে। ঐ নিদয়ার ঘাট এবং তাহার উপর নিদয়া নামে একটী ক্ষুদ্র পল্লী আজিও বর্ত্তমান আছে। পূর্ব্বেই প্রমাণিত হইয়াছে যে নিদয়ার ঘাট এবং বারকোণার ঘাট একই। অতএব আমরা উহার নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে গৌরাঙ্গের বাটী দেখিতে পাই। এখন নিদয়া গ্রাম নবদ্বীপের উত্তর-পশ্চিমাংশে গঙ্গার পরপারে বর্ত্তমান আছে।

৪। গৌরাঙ্গদেবের বাটী তন্তুরায় পল্লীর নিকটে ছিল ইহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। যথা—

"ভোজন অন্তরে করি তাম্বুল চর্ব্বণ।
শয়ন করেন লক্ষ্মী সেবেন চরণ॥
কতক্ষণ যোগনিদ্রা প্রতি দৃষ্টি দিয়া।
পুনঃ প্রভু চলিলেন পুস্তক লইয়া॥
উঠিলেন প্রভু তন্তুবায়ের দুয়ারে।
দেখিয়া সম্ভ্রমে তন্তুবায় নমস্কারে॥" চৈ, ভা।

এই বর্ণনা দ্বারা জানা যাইতেছে যে গৌরাঙ্গদেব বাটী হইতে বাহির হইয়াই প্রথমে তন্তুবায় পল্লীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। আবার যখন কাজিকে দমন করিয়া তিনি গৃহ প্রবেশ করেন তখনও তন্তুবায় পল্লীর পরেই তাঁহার গৃহগমনের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। যথা—

"এই মত সকল নগরে শোভা করে।
আইলা ঠাকুর তন্তুবায়ের নগরে॥
সর্ব্বমুখে হরিনাম শুনি প্রভু হাসে।
নাচিয়া চলিলা প্রভু শ্রীধরের বাসে॥
জলপানে শ্রীধরেরে অনুগ্রহ করি।
নগরে আইলা পুনঃ গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥" চৈ, ভা।

বর্ত্তমান গাবতলা ও তাহার উত্তরবর্ত্তী স্থান তন্তুবায় পল্লী ছিল। অদ্যাপি ঐ স্থানে তন্তুবায়দিগের পরিত্যক্ত ভিটা বর্ত্তমান আছে। নবদ্বীপের অধিকাংশ তন্তুবায়ই গাবতলার উত্তরবর্ত্তী চটীর মাঠের ভাঙ্গনে উঠিয়া আসিয়া বাস করেন জানা যায়।

৫। শ্রীধরের বাটী মালঞ্চ পাড়ায় ছিল। শ্রীধর খোলা বিক্রয় ব্যবসায় দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। খোলা বিক্রয় ব্যবসায় কখনই ব্রাহ্মণের ছিল না। বিশেষতঃ তৎকালে কেহ কাহারও ব্যবসায় অতিক্রম করিতেন না। তৎকালে খোলা কাটার কার্য্য গ্রহাচার্য্যগণের ছিল, ইহাতে বোধ হয় যে, শ্রীধর গ্রহবিপ্র ছিলেন। নবদ্বীপের জ্যোতিষী আচার্য্যগণ প্রাচীন কাল হইতেই মালঞ্চ পাড়ায় বাস করিয়া আসিতেছেন। গৌরাঙ্গদেব নগর ভ্রমণ কালে সর্ব্বজ্ঞের বাটীর পরেই শ্রীধরের বাটীতে গিয়াছিলেন প্রমাণ পাওয়া যায়। যথা—

"তবে ইচ্ছাময় গৌরচন্দ্র ভগবান।
সর্ব্বজ্ঞের ঘরে প্রভু করিলা পয়ান॥

*　　　*　　　*　　　*

ভাল ভাল বলি প্রভু হাসিয়া চলিলা।
তবে প্রিয় শ্রীধরের মন্দিরে আসিলা॥" চৈ, ভা।

চৈতন্যভাগবতে, গৌরাঙ্গদেবের নগর ভ্রমণ পাঠে জানা যায় যে, নবদ্বীপের অধিবাসিগণ, সামাজিক নিয়মানুসারে এক এক জাতি এক এক পল্লীতে বাস করিতেন। উপর্য্যুক্ত বর্ণনায় শ্রীধরের বাটীর পরেই সর্ব্বজ্ঞের বাটী যাইবার উল্লেখ আছে। সর্ব্বজ্ঞ অর্থাৎ গ্রহাচার্য্যের কার্য্য আজ পর্য্যন্ত আচার্য্যগণেরই আছে। বর্ত্তমান মালঞ্চপাড়ায় তাঁহারা পুরুষানুক্রমে বাস করিয়া আসিতেছেন। অতএব শ্রীধরের বাটীর পরেই সর্ব্বজ্ঞের বাটী উল্লিখিত হওয়ায়, শ্রীধরের বাটীও মালঞ্চ-

পাড়ায় থাকা জানিতে পারা যায়। অতএব পশ্চিমে ভাগীরথী, উত্তরে নিদয়া, দক্ষিণে তন্তুবায় পল্লী ও মালঞ্চপাড়া ইহারই মধ্যে কোন স্থলে আমরা গৌরগৃহ থাকা দেখিতে পাই। ঐস্থানেই গৌরগৃহ ছিল, তাহা পরবর্ত্তী কালে সুপ্রসিদ্ধ দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ মহাশয়ও নির্ণয় করিয়াছিলেন।

গৌরগৃহ লুপ্ত হইবার প্রায় ৪০।৪৫ বৎসর পরে গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ মহাশয় নবদ্বীপে আসিয়া বাস করেন। তিনি পরম বৈষ্ণব সুতরাং চৈতন্যদেবের পরম ভক্ত ছিলেন। নবদ্বীপ চৈতন্যদেবের জন্মভূমি বলিয়াই তিনি নবদ্বীপে আসিয়া বাস করেন। তিনি সর্ব্বপ্রথম গৌরগৃহ আবিষ্কারে প্রবৃত্ত হন। নবদ্বীপ-নিবাসী ৺রামকানাই ভাদুড়ী দেওয়ান মহাশয়ের নবদ্বীপের বাটীর সরকার ছিলেন। লেখক উক্ত ভাদুড়ী মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছিলেন যে, তিনি যে সময়ে গৌরগৃহ আবিষ্কারে প্রবৃত্ত হন, সে সময়ে গৌরাঙ্গদেবের গৃহ দেখিয়াছিলেন এমন অনেক লোক বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি সেই সকল লোকের সাহায্যে এবং তৎকালের চিঠাদির দ্বারা ঐস্থান নির্ণয় করেন, এবং সেই স্থানে ১১৯৯ সালের ১লা অগ্রহায়ণ তারিখে এক প্রকাণ্ড মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তথায় ৺রাধাগোবিন্দজীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন।* যদিও চৈতন্যদেবের

---

* He (Gangagovind Singh) built temples at Ramchandrapur, on the very spot near Nadia where Gauranga (Chaitanya) is said to have been born, for the worship of Sri Govind, Gopinath, Krishna Ji, and Modan Mohan Ji. We find him on 1st Agrahayan 1199 B. S., making over certain lands, houses, &c., which had been bought in the name of Pran Krishna Singh, but (it is carefully stated) from self-acquired funds and "without using the patrimony," to the

গৃহাদির পরিমাপক যন্ত্রের দ্বারা কোন মানচিত্র ছিল না, তথাপি যাঁহারা গৌরাঙ্গের গৃহ দেখিয়াছিলেন, এমন লোকের সাহায্যে ঐ স্থানটী নির্ণীত হওয়ায়, এবং চৈতন্যভাগবতের বর্ণনার সহিত নির্দ্দিষ্ট স্থানের অনেক ঐক্য থাকায়, তাঁহার আবিষ্কৃত স্থানটী আমরা অনেকাংশে প্রকৃত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। ঐ মন্দির প্রতিষ্ঠার কিছুদিন পরেই ভাগীরথী ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে দক্ষিণদিকে অগ্রসর হওয়ায় মন্দিরটী গঙ্গাগর্ভে পতিত হয়। আবার যখন ভাগীরথী উত্তরদিকে সরিয়া যান তৎকালে মন্দিরটী পুনরায় বাহির হইয়া পড়ে। সে আজ ২০।২৫ বৎসর হইবে (১২৭৫ সালের সমকালে)। ঐ মন্দির বাহির হইলে অনেকেই দেখিয়াছেন। মন্দিরটী বর্ত্তমান মালঞ্চপাড়ার উত্তর এবং নিদয়ার দক্ষিণ রামচন্দ্রপুরে প্রোথিত আছে। চৈতন্যভাগবতের বর্ণনায় আমরা যতদূর বুঝিতে পারি, তাহাতে ঐ স্থান বা উহার নিকটবর্ত্তী কোন স্থান গৌরাঙ্গদেবের গৃহ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারি।

যে স্থানটী গৌরাঙ্গদেবের গৃহ বলিয়া নির্ণীত হইল অর্থাৎ বর্ত্তমান মালঞ্চপাড়ার উত্তরে ঐ স্থানটী যে গৌরাঙ্গের গৃহ ছিল, তাহা চৈতন্য-ভাগবত ও ভক্তিরত্নাকর আদি গ্রন্থের বর্ণনার সহিত সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য হয়। চৈতন্যভাগবতের কাজি-উদ্ধার-প্রকরণে যেরূপ বর্ণিত আছে,

---

"dearer than life," Krishna Chandra Singh (his grandson). The deed thus runs : "Being very desirous to establish the worship of Sri Sri Isvar at Ramchandrapur, and you having afforded me great assistance in the construction of temples, &c., therefore, being well pleased with you, &c."

Vide, The Territorial Aristocracy of Bengal. The Kandi Family, pages 6 and 7.

তদনুসারে ভ্রমণ করিলে ঐস্থান হইতে এইরূপে ভ্রমণ করিতে পারা যায়। যথা,—প্রথমে মহাপ্রভুর বাটী হইতে বাহির হইয়া, অগ্রে পশ্চিম মুখে আপনার ঘাটে, পরে উত্তর মুখে মাধায়ের ঘাটে, তদনন্তর উত্তর মুখে বারকোণার ঘাট (বর্ত্তমান নিদয়ার ঘাট) পর্য্যন্ত গিয়া, পূর্ব্ব ও উত্তর মুখে গঙ্গানগর, তথা হইতে উত্তর মুখে সিমুলিয়া, পরে পূর্ব্ব ও কিঞ্চিৎ দক্ষিণ মুখে আসিয়া, পরে পশ্চিম মুখে শাঁখারীপাড়া, তদনন্তর পশ্চিম দক্ষিণ মুখে তন্তুবায় পল্লী ও তদনন্তর মালঞ্চপাড়ায় শ্রীধরের বাটী হইয়া উত্তর মুখে গৌরাঙ্গ ভবনে উপস্থিত হইতে পারা যায়। গৌরাঙ্গের বাটী হইতে কাজী বাটী যাইতে হইলে যে সহজ পথে যাওয়া যায়, সেই পথ দিয়া গিয়া তিনি অপর পথ দিয়া আসিয়াছিলেন ইহাই উত্তম উপলব্ধি হইতেছে।

সম্পূর্ণ

প্রথম পরিশিষ্ট।

নবদ্বীপ সম্বন্ধে কয়েকটি নিবেদন।

১। শ্রীশ্রীনবদ্বীপ ধাম প্রচারিণী সভার **বিবরণ পত্র**। শ্রীশ্রীনবদ্বীপ ধামপ্রচারিণী সভা। ও শ্রীমায়াপুর লইয়া বৃথা বিতর্ক খণ্ডন। শ্রীনফরচন্দ্র পাল চৌধুরী, সম্পাদক, কার্য্যকারী সমিতি।

২। **শ্রীনবদ্বীপতত্ত্ব** বা নব্য ভক্তবৃন্দের মিঞাপাড়া শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবাসভূমি মায়াপুর কি না তত্তৎ সম্বন্ধে সমালোচনা। হুগলী সাবিত্রী যন্ত্রে শ্রীহরিদাস পাল দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত সন ১৩০১ সাল।

শ্রীগৌরাঙ্গদেবের জন্মের চারিশত বৎসর পরে, তাঁহার জন্মস্থান কোথায়? এই কথা লইয়া মহা গণ্ডগোল উপস্থিত। সকলেই জানেন, তিনি নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন, আর নবদ্বীপ বলিয়া বঙ্গের বৈষ্ণবের মহাতীর্থ ভাগীরথী তটে অদ্যাপি বিরাজমান; কাজেই এতকাল সকলেই সেই নবদ্বীপে যে তিনি জন্মগ্রহণ করেন, ইহাই বিশ্বাস করিত। বৈষ্ণব সকল নবদ্বীপের ধূলি অঙ্গে মাখিয়া আপনাদিগকে পবিত্র জ্ঞান করিত, নবদ্বীপে প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরাঙ্গদেবের অতি প্রাচীন শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া ভক্তিভর আনন্দে পরিপ্লুত হইত।

এখন সেদিন গিয়াছে; নবযুগের কবি প্রাচীনে বিদায় দিতে উপদেশ দিয়াছেন। যাহারা অলস, তাহারাই পুরুষানুক্রমে একটা কথা বিশ্বাস করে। অলস বলিয়াই অপূর্ব্ব চিন্তা শক্তির চালনা করে না। অলস বলিয়াই, বলে, সন্তোষ সকল সুখের মূল। লোকে বলিল, এই নবদ্বীপ, ত অমনই তাহাই নবদ্বীপ। কিন্তু এখন সেদিন গিয়াছে—প্রকৃত নবদ্বীপ কোথায়?—এই কথার বিষম আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে।

এখন প্রত্ন-তত্ত্বের দিন—বিশ্বাস লইয়া কি করিবে? 'বিশ্বাসে মিলিবে কৃষ্ণ, তর্কে বহুদূর।' ইহা অন্ধ ভক্তির কথা। চক্ষুষ্মান্ জ্ঞানী মিল বলিয়াছেন, তর্ক করিয়া নরকে যাইতে হয়, সেও ভাল। যদি সমস্ত ওলট পালট করিতেই না পারিলাম তাহা হইলে চিন্তাশক্তিই বৃথা। বৃথায় মনুষ্য নাম ধারণ।

পূর্ব্বতনে বিশ্বাস, প্রাচীনে আস্থা,—লোপ করিবার জন্য এই চিন্তা-শক্তির স্রোত আসিয়াছে, পশ্চিম হইতে—প্রতীচীন ভূভাগ হইতে। ইহা বিলাতী স্রোত। রুষ, প্রুষ, ফরাসি, জর্ম্মাণি, ইংলণ্ড, আমেরিকা সর্ব্বত্রই এইরূপ নিহিলিষ্ট বা প্রাচীন-ধ্বংশ-কর মতের অল্প বিস্তর প্রাধান্য।

ঐ সকল দেশের সম্প্রদায় বিশেষের নিকট রাজশক্তির সম্মান নাই, ধর্ম্মযাজকের গৌরব নাই, শাস্ত্র নাই, ব্যবহার নাই, কিছু নাই। প্রাচীন লোপ করিতে পারিলেই পুরুষত্ব। আমাদের দেশে এই স্রোত, অনেক দিন ধরিয়া ফল্গু স্রোতের মত আছে; কখন কখন একটু আধটু তরঙ্গও দেখা যায়।

স্ত্রীলোকের বহু বিবাহ অর্থাৎ বিধবা বিবাহ, সধবা বিবাহ ইত্যাদি বিহিত; পুরুষের বহু বিবাহ অবিহিত; কুমারীর বাল বিবাহ মন্দ। ব্রাহ্মণের উপবীত ধারণ অযৌক্তিক; কায়স্থ, বণিক, প্রভৃতি জাতির উপবীত গ্রহণ যুক্তিসঙ্গত। ইত্যাদি তরঙ্গের তলে একই স্রোত আছে।

এই অভিনব চিন্তাশক্তি স্রোত ইতিহাস পুরাণ ওলট পালট করিতে অগ্রসর—ইহারই বলে স্থির হইতেছে যে রামায়ণের পূর্ব্বে মহাভারত; রামাবতার অপ্রামাণিক কথা; মহাদেব অনার্য্য পাহাড়িয়াগণের দেবতা অথবা অতি প্রাচীনকালের কোন শবদেহ-ব্যবচ্ছেদকারী (সুতরাং

শ্মশানবাসী) ভিষগবর ; এই বিপ্লবকারিণী চিন্তাশক্তির বলেই স্থির হইতেছে যে বেদ কেবল অসভ্য সময়ের অসভ্য গীতি ; আর তন্ত্রশাস্ত্র বেদড়া বামুনগুলার বজ্জাতি।

এই দারুণ চিন্তাস্রোতই পবিত্র ভক্তিক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছে। এ হেন ভক্তি-বিনোদ শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দত্তকে ভাসাইয়া তুলিয়াছে। তিনিই ত বর্ত্তমান নবদ্বীপে বৈষ্ণববৃন্দের বিশ্বাস টলাইতে সর্ব্বপ্রথম অগ্রসর ; ভাগীরথীর বর্ত্তমান খাদের পশ্চিমদিকে নবদ্বীপ, এ কথা সকলেই জানিতেন ; ভক্তি-বিনোদই বলিতেছেন, শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মভূমি, শ্রীবাসঅঙ্গন ইত্যাদি সমস্তই ভাগীরথী খাদের পূর্ব্বদিকে অর্থাৎ স্বরূপগঞ্জের দিকে।

এই বিবাদ বিসম্বাদের মধ্যে প্রবেশ করিতে আমার শক্তি সামর্থ্য নাই ; প্রবৃত্তিও নাই। বিশেষ এই প্রস্তাবের শিরোভূষণ প্রথম পুস্তকের মধ্যে দেখিলাম, শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ঘোষ প্রভৃতি এই শ্রীশ্রীনবদ্বীপ ধাম প্রচারিণী সভার সভ্য শ্রেণীভুক্ত। ইঁহাদের নিকট আমরা ভগবদ্‌ভক্তি শিক্ষা করিতে পারিলে, আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করি, তবে আবার তাঁহাদের সঙ্গে বিরোধ করিব কিরূপে !

বিশেষ, যদি ভগবদিচ্ছায় বর্ত্তমান ভাগীরথী খাদের দুই পারে দুইটী নবদ্বীপ—"পূর্ব্ব নবদ্বীপ" ও "পশ্চিম নবদ্বীপ" দাঁড়াইয়া যায়, তাহাতে আমাদের মত জনসাধারণের লাভ বই ক্ষতি কোথায় ? আমরা প্রাচীন বিগ্রহ এবং আধুনিক প্রতিষ্ঠিত মূর্ত্তি—উভয় মূর্ত্তি সন্দর্শনেই আপনাদিগকে চরিতার্থ জ্ঞান করিব।

ঐ প্রথম পুস্তকেই দেখিতেছি শ্রীযুক্ত কিশোরীলাল সরকার শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম প্রচারিণী সভার অন্যতম সভ্য। এই বিষয় সম্বন্ধে তাঁহার সহিত আমার কথোপকথন হইয়াছিল। এ সম্বন্ধে তাঁহার কাছে এবং আমার বন্ধু তদানীন্তন কৃষ্ণনগরের মুন্সেফ শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ

চট্টোপাধ্যায়ের সমীপে কয়েকটী কথা আমি নিবেদন করিয়াছিলাম এখনও সর্ব্বসাধারণের কাছে, সেই কথাগুলিই নিবেদন করিতেছি :—

১। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের জন্মের বহুপূর্ব্ব হইতে নবদ্বীপ সমৃদ্ধিসম্পন্ন নগর, জ্ঞান-গরিমায় গরিষ্ঠ ; ভারতচন্দ্রের ভাষায় "ভারতীর রাজধানী, ক্ষিতির প্রদীপ ;" কৃত্তিবাসের ভাষায় "সপ্তদ্বীপ মধ্যে সার, নবদ্বীপ গ্রাম," গঙ্গা ভক্তি-তরঙ্গিনীর ভাষায় "সারদা বরদা সদা, স্থান চমৎকার।"

সরস্বতীর এই রাজধানীক্ষেত্রে, সার্ব্বভৌম, রঘুনাথের প্রাধান্য কালে, কর্কশ কঠোর নব্য ন্যায়ের যৌবনাবস্থায়—মহাপ্রভু জন্মগ্রহণ করেন। আবার তখন নবদ্বীপ সরস্বতীর ক্ষেত্র বলিয়া লক্ষ্মীর পরিত্যক্ত পল্লী নহে। নবদ্বীপের ধন সমৃদ্ধি, বাণিজ্য বিস্তারও সে সময়ে বিলক্ষণ ছিল। এই কথার উল্লেখ করিয়া আমরা সকলকে কেবল এই মাত্র স্মরণ করাইতে চাই, যে শ্রগৌরাঙ্গদেবের জন্ম বনে জঙ্গলে হয় নাই। তিনি অতি সমৃদ্ধিসম্পন্ন নগরে জন্মগ্রহণ করেন।

২। শ্রীগৌরাঙ্গদেব তাঁহার জীবদ্দশায় বহুতর জ্ঞানী অজ্ঞানী লোক কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণাবতার বলিয়া পূজিত হয়েন। শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী, শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌম, শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীজীব প্রভৃতি ভাগবতের অতি প্রধান পণ্ডিতগণ তাঁহার অবতারত্ব স্বীকার করিয়া তাঁহার ভক্ত বলিয়া আপনাদের পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার জীবদ্দশাতেই ভারতের নানাস্থানে তাঁহার শ্রীবিগ্রহ নির্ম্মিত হইয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সেই সময়েই নবদ্বীপেও তাঁহার শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, বহুতর বৈষ্ণবগ্রন্থে ইহার প্রমাণ আছে।

একটী প্রমাণ দেওয়া যাইতেছে :—

গৌরাঙ্গ বিরহে যত ভক্তের মণ্ডলী।
কাঁদিতে লাগিলা হঞা আকুলি ব্যাকুলি ॥

বিষ্ণুপ্রিয়া আর বংশী গৌরাঙ্গ বিহনে।
উন্মত্তের ন্যায় কান্দে সদা সর্ব্বক্ষণে॥
দুইজন অন্নপান করিয়া বর্জ্জন।
হা নাথ গৌরাঙ্গ বলি ডাকে অনুক্ষণ॥
তবে প্রভু স্বপ্ন যোগে কন দুইজনে।
মিছা কেন কাঁদ সদা আমার বিহনে॥
আমার আদেশ এই করহ শ্রবণ।
যে নিম্ব তলায় মাতা দিলা মোরে স্তন॥
সেই নিম্ব বৃক্ষে মোর মূর্ত্তি নির্ম্মাইয়া।
সেবন করহ তার আনন্দিত হৈয়া॥
সেই দারু মূর্ত্তি মধ্যে মোর হবে স্থিতি।
এ লাগি সেবনে তার পাইবে পিরীতি॥
প্রভুর এ কথা স্বপ্নে শ্রবণ করিয়া।
দুই ঘরে দুইজনে উঠেন কাঁদিয়া॥
রজনী প্রভাত হৈলে ডাকিয়া কামার॥
সেই নিম্ব বৃক্ষ কাটে চট্টের কুমার॥
তবে ডাক দিয়া প্রভু কহেন ভাস্করে।
গৌরাঙ্গের মূর্ত্তি এই কাষ্ঠে দাও করে॥
ভাস্কর কাঁদিয়া কয় মোর শক্তি নাই।
প্রভু কন দিবে শক্তি ঠাকুর নিমাই॥
তবে ত ভাস্কর করি প্রভুরে প্রণাম।
নির্জ্জনে বসিয়া করে শ্রীমূর্ত্তি নির্ম্মাণ॥
একপক্ষ মধ্যে মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া।
ঠাকুরে সংবাদ দিলা ভাস্কর যাইয়া॥

ঠাকুর আসিয়া শ্রীমূর্ত্তির পদ্মাসনে।
লৌহ অস্ত্রে নিজ নাম করিলা লিখনে॥
তবে অস্ত্র সেবা আদি সারিয়া ভাস্কর।
প্রভুরে দেখায় ডাকি গৌরাঙ্গ সুন্দর॥
গৌরাঙ্গ দেখিয়া বংশী ভাবে মনে মনে।
সেই ত পরাণ নাথে পুন দরশনে॥
তবে বিষ্ণুপ্রিয়া যাঞা গৌরাঙ্গ সুন্দরে।
দরশন করি, দেবী ভাবেন অন্তরে॥
সেই ত পরাণনাথ দেখিতে পাইনু।
যার লাগি কামবাণে দহিয়া মরিনু॥
দিন স্থির করি তবে মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার।
সর্ব্বঠাঁই পত্র দিলা চট্টের কুমার॥
নিরূপিত দিনে সবে কৈলা আগমন।
শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা তবে করেন বদন॥
মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠায় কৈল আয়োজন যত।
শ্রীঅনন্তদেব নারে বর্ণিবারে তত॥
প্রচ্ছন্ন ভাবেতে আসি যত দেবগণ।
প্রতিষ্ঠার কালে গোরা করেন দর্শন॥
প্রতিষ্ঠা সারিয়া প্রভু শ্রীবংশীবদন।
সকলে করেন মহাপ্রসাদ ভোজন॥
বিল্বগ্রামবাসী যত ভট্টাচার্য্যগণ।
প্রভুর জ্ঞেয়াতি মহা তেজিয়ান হন॥
পরিহাস করি তাঁরা বংশীরে কহয়ে।
তুমি কৃষ্ণদাস হৈলা মোদের অন্বয়ে॥

বংশী বলে কৃষ্ণদাস হইতে নারিনু।
সেই খেদে দিবানিশি জ্বলিয়া মরিনু ॥
তবে যদি তোমা সবাকার কৃপা হয়।
তাহলে কৃষ্ণের দাস হইব নিশ্চয় ॥
ভট্টাচার্য্যগণ শুনি বংশীর বচন।
হায় হায় করি সবে করেন ক্রন্দন ॥
ওহে বংশী তোমা হইতে কুলীনের কুল।
কৃতার্থ হইল তার নাহি কিছু ভুল ॥
সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণ চট্ট মহাশয়।
গোপীনাথ সেবা তাঁর তুয়া গৃহে হয় ॥
তুমিহ প্রাণবল্লভ মূর্ত্তি প্রকাশিলে।
আবার গৌরাঙ্গ মূর্ত্তি প্রকাশ করিলে ॥

শ্রীবংশী শিক্ষা।

৩। মহাপ্রভুর সময় হইতে অদ্য পর্য্যন্ত, একটী অবিশ্রান্ত জন-ধারা, সেই সমৃদ্ধি-সম্পন্ন "বিদ্বজ্জন পরিশোভিত" * নগরে যাতায়াত করিতেছে, সেই স্থানের ধুলি মাখিয়া আপনাদের দেহ মন পবিত্র করিতেছে, সেই স্থানে মঠ, মন্দির, কুঞ্জ স্থাপন করিয়া অর্থের সার্থকতা করিতেছে, এবং প্রাচীন শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিয়া মনুষ্য জন্মের সার্থকতা করিতেছে। কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের প্রপিতামহ রুদ্ররায় এই নবদ্বীপে শিব স্থাপন করিয়াছিলেন। আর বৈষ্ণবের বিষ্ণু বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার পরিচয় ত না দিলেও চলে।

৪। বর্ত্তমান নবদ্বীপের পশ্চিম দিকে যে বার মাসই স্রোতস্বতী প্রবাহিতা ছিলেন তাহার বহুতর প্রমাণ আছে। এখন নবদ্বীপের পশ্চিমে

---

* অমিয়-নিমাই-চরিত প্রথম অধ্যায় প্রথম পংক্তি।

পোলতার বিল ; বর্ষায় এই বিল বহতা হইয়া সমুদ্র গড়ের নিকট ভাগীরথীর সহিত মিলিত হয়। শ্রীকবিকঙ্কণের চণ্ডী-মঙ্গলে নবদ্বীপ, সমুদ্রগড় ও পাহাড়পুর সম্বন্ধে এইরূপ দেখা যায় ;—

"নবদ্বীপ বহে সাধু যান অতি ত্বরা।
নাহি মানে সদাগর বসন্তের খরা॥
সমুদ্রগড় সদাগর কৈল তেয়াগন।
মৃজাপুর বাহিল সাধু বেনের নন্দন॥"

অন্য স্থানে—

"নবদ্বীপ দিয়া সাধু যায় করি ত্বরা।
নাহি মানে রাত্রিদিন বসন্তের খরা॥
পাহাড়পুর নবদ্বীপ ত্বরিত বাহিয়া।
মৃজাপুরের ঘাটে ডিঙ্গা দিল চালাইয়া॥"

কবিকঙ্কণ বসন্তের খরানি সময় বলিয়া দেওয়াতে, একটু লাভ হইয়াছে; কেন না বর্ষাকালে নবদ্বীপের পশ্চিম দিক দিয়া নৌকা বাহিয়া এখনও যাওয়া যায়, কিন্তু তখন বসন্তের সময় যাওয়া যাইত, বুঝা যাইতেছে।

৫। নবদ্বীপ নামেই বুঝা যায় যে ইহা দ্বীপ মাত্র অর্থাৎ চরভূমি। আমি শ্রীনবদ্বীপ দর্শন প্রণাম করিয়াছি মাত্র কিন্তু যতদূর দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি তাহাতে বর্ত্তনান নবদ্বীপও চরভূমি বলিয়াই বোধ হয়। স্বরূপগঞ্জ মিঞাপাড়া. অন্ততঃ খড়ের মোহনার নিকটস্থ স্বরূপগঞ্জ—কড়ারা বা আস্‌লি ভূমি। আমাদের শিরোভূষণ দ্বিতীয় পুস্তকে দেখিয়াছি, এই আস্‌লি ভূভাগকেই মহাপ্রভুর জন্মস্থান বলিয়া স্থির করা হইতেছে।

৬। বর্ত্তমান নবদ্বীপ নগরী এখনও বিদ্বজ্জন পরিশোভিতা,—বিদগ্ধজননী। যদিও বাণিজ্য সমৃদ্ধি এখন অনেকটা হ্রাস পাইয়াছে বটে, কিন্তু

চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে এই স্থানে কাঁসারির ব্যবসায়ের এরূপ শ্রীবৃদ্ধি ছিল, যে চতুষ্পাঠীর ছাত্রদের ইন্ধনাবশিষ্ট সামান্য অঙ্গার গরীব দুঃখীর মেয়েরা যত্নে সংরক্ষণ ও সংগ্রহ করিয়া লইয়া যাইত, কাঁসারিদের বিক্রয় করিত এবং তাহার বিনিময় স্বরূপ ছাত্রদের পরিচর্য্যা—কুটনা কোটা, বাটনা বাটা প্রভৃতি কার্য্য বিনা বেতনে করিয়া দিত। এই কাংসবণিক জাতীয় একজন মহাত্মা গুরুদাস কাঁসারির দান শক্তিই বঙ্গদেশ পবিত্র করিয়াছে।

দুই শত বৎসর পূর্ব্বে একজন সাহেব এই নবদ্বীপ দর্শনে আসেন। তিনি যাহা দেখেন তাঁহার স্বরচিত বিবরণের ইংরাজি অনুবাদ কলিকাতা রিবিউ নামক প্রসিদ্ধ ইংরাজি সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। তিনি সেই সময়ে বিংশতি সহস্র ছাত্র নবদ্বীপের চতুষ্পাঠীতে পাঠ গ্রহণ করিতে দেখিয়াছিলেন। যদিও সে দিন আর নাই, চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বের সে সমৃদ্ধিও নাই, কিন্তু এখনও অতি প্রাচীন বংশীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ এই নবদ্বীপে পুরুষানুক্রমে বাস করিতেছেন এবং এই নবদ্বীপেই অতি প্রাচীন গোষ্টীর তন্তুবায় শঙ্খবণিক প্রভৃতি নবশাখের বাস আছে। মহাপ্রভুর সময়ে তন্তুবায় শঙ্খবণিক পল্লী ছিল, এরূপ সমস্ত বৈষ্ণব গ্রন্থেই প্রকাশ আছে বলিয়া ঐ দুই জাতীয় নবশাখের কথা বিশেষ করিয়া বলিলাম।

৭। নিম্ন বাঙ্গালা প্রদেশের নদ নদী সমূহের গতি পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে সরওয়েল সাহেব সংগৃহীত সরকারি বিবরণী (Sherwell's Report) প্রসিদ্ধ এবং প্রামাণিক গ্রন্থ। সেই গ্রন্থে দেখান হইয়াছে যে ভাগীরথী স্থানে স্থানে ক্রমে পশ্চিমের খাদ ত্যাগ করিয়া পূর্ব্বদিকের কোন নূতন খাদে প্রবাহিত হইতেছে। যেমন হুগলীর পশ্চিমে প্রবলা স্রোতস্বতী ছিল, এখন পূর্ব্বদিকে। নবদ্বীপের পশ্চিমে ছিল এখন পূর্ব্বে; মুর্শীদাবাদ জেলায় ভাগীরথীর সমান্তরালে পরিত্যক্ত পূর্ব্ব খাদ 'পাথার' নামে পড়িয়া আছে। সুতরাং ভাগীরথীর খাদ যে আধুনিক তাহা সকল দিক

দিয়াই বুঝা যায়। আর পোলতার বিলই যে পরিত্যক্ত খাদ তাহাও বুঝা যায়।

৮। বৈষ্ণব গ্রন্থের বর্ণনায় দেখা যায়, মহাপ্রভুর একটী 'নিজ ঘাট' ছিল, অর্থাৎ বাড়ীর কাছেই একটী ঘাট ছিল। শুনিয়াছি পোলতার বিল, স্বরূপগঞ্জের আসলি ভূমিতে অভিনব নির্দ্দিষ্ট জন্মভূমি হইতে, দুই ক্রোশ ব্যবহিত।

৯। পাঠকের বোধ হয় আর ভাল লাগিবে না, আমরা আমাদের নিবেদন শেষ করিতেছি;—

'নবদ্বীপ-ধাম প্রচারিণী' সভার সভ্যগণ আমাদিগকে কি এই বুঝাইতে চান, যে যদিও শ্রীগৌরাঙ্গের সময়ের মত একটী বিদ্বজ্জন পরিশোভিত নগরে, তাঁহার জীবদ্দশায় প্রতিষ্ঠিত শ্রীমূর্ত্তি এখনও বিরাজমান আর যদিও সেই সময় হইতে অদ্য পর্য্যন্ত একটী অবিশ্রান্ত জনস্রোত, সেই নগরকে অতি পবিত্র ধাম বোধে গৌরব করিয়া আসিতেছে, সেই নগরে অর্থব্যয় করিয়া জীবন সার্থক মনে করিতেছে, আর যদিও এই নবদ্বীপ, নিজ নামের মত, গ্রন্থের বর্ণনা মত, এখনও চরভূমি, আর যদিও প্রাচীন ভাগীরথী খাদ ইহার পশ্চিমে এখনও বর্ত্তমান এবং যদিও অভিনব নির্দ্দিষ্ট জন্মভূমি, গ্রন্থের বর্ণনার সহিত সঙ্গত হয় না, তথাপি বর্ত্তমান নবদ্বীপ নবদ্বীপ নহে, স্বরূপগঞ্জ বা মিঞাপাড়াই নবদ্বীপ। ইহাই যদি শ্রীধাম প্রচারিণী সভার মীমাংসা হয়, তাহা হইলে, ভক্তগণকে নমস্কার করিয়া বলিতেছি আমরা ইহাতে যোগদান করিতে পারিলাম না। আমরা এখনও আমাদের ভ্রম বুঝিতে পারি নাই। যতক্ষণ পর্য্যন্ত সভা বিশেষরূপ ঐতিহাসিক প্রমাণ দ্বারা দেখাইতে না পারিবেন, যে কোনরূপ রাজপীড়নে, বা রোগ তাড়নে, অথবা নৈসর্গিক বিপ্লবে, অধিকাংশ নবদ্বীপবাসী শ্রীবিগ্রহাদি লইয়া মিঞাপাড়া হইতে এপারে

চলিয়া আসিয়া নগর পত্তন করিয়াছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা নবদ্বীপকে নবদ্বীপই বলিব, পৃথিবীর মধ্যে ভক্তির প্রধান পরিপোষক ক্ষেত্র অতি পবিত্র ধাম বলিয়া গৌরব বরিব। মিঞাপাড়ায় শ্রীবিগ্রহ আড়ম্বরে প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে, আমাদের অপূর্ব্ব আনন্দই হইয়াছে। এইরূপ নানা-স্থানে শ্রীবিগ্রহ স্থাপন ও সেবার সদুপায় বিধান করিয়া, শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম প্রচারিণী সভা আপনার উজ্জ্বল নাম সার্থক করুন। বাঙ্গালার প্রতি গণ্ডগ্রামে প্রতি ভক্ত হৃদয়ে, শ্রীবৃন্দাবন, শ্রীনবদ্বীপ প্রতিষ্ঠিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের রসরাজ্যের মহিমা দিন দিন বর্দ্ধিত করুক ইহাই আমাদের কামনা, ইহাই আমাদের ঐকান্তিকী প্রার্থনা। ইতি বৈশাখী পূর্ণিমা ১৩০২। পূর্ণিমা পত্রিকা।

শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার।

দ্বিতীয় পরিশিষ্ট।

কুলিয়া।

যে সময়ে গৌরাঙ্গমহাপ্রভুর জন্মস্থান নবদ্বীপের অবস্থান সম্বন্ধে আন্দোলন উপস্থিত হয়, সেই সময়েই কুলিয়ার অবস্থান সম্বন্ধে মত-প্রচারের সূত্রপাত হয়। যাঁহারা নব-প্রচারিত মায়াপুরকে প্রাচীন নবদ্বীপ বলিয়া স্থির করেন, তাঁহারাই বর্ত্তমান নবদ্বীপকে কুলিয়া নামে নির্দ্দেশ করিতে বাধ্য হন; এবং তাহার প্রমাণ স্বরূপ চৈতন্যভাগবত হইতে নিম্নলিখিত শ্লোকার্দ্ধদ্বয় উদ্ধৃত করেন। যথা—

"সবে মাত্র গঙ্গা নবদ্বীপ কুলিয়ায়।"

"কভু পার হইয়া যায়েন কুলিয়া॥" বিবরণ পত্র ২১পৃ

সেই সময়েই "নবদ্বীপ তত্ত্বের" প্রথম সংস্করণে উক্ত মতের প্রতিবাদ করিয়া দেখান হইয়াছিল যে, বর্ত্তমান নবদ্বীপ কুলিয়া নহে, পরন্তু নবদ্বীপের দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত "সাতকুলিয়া" চৈতন্যভাগবতাদি-লিখিত "কুলিয়া"। * আবার বর্ত্তমান কাঁচড়াপাড়ার দুই ক্রোশ পূর্ব্বদিকে 'কুলিয়া' নামে একটী সামান্য পল্লী দেবানন্দ পণ্ডিতের অপরাধ ভঞ্জনের পাঠরূপে বিখ্যাত রহিয়াছে। এই ভিন্ন ভিন্ন মতের মধ্যে কুলিয়ার প্রকৃত অবস্থান কোথায় তাহাই নির্ণেয়।

চৈতন্যভাগবত, চৈতন্যচরিতামৃত, চৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটক প্রভৃতি গ্রন্থ-সমুদায়ে—কুলিয়া নবদ্বীপের অপর পারে অবস্থিত ছিল শুধু ইহাই অবগত হওয়া যায়। যথা—

"সবে গঙ্গা মধ্যে নদীয়ায় কুলিয়ায়।
শুনি মাত্র সর্ব্বলোকে মহানন্দে ধায়॥ চৈ, ভা।
"খানাযোড়া আর বড়গাছি দোগাছিয়া।
গঙ্গার ও'পার কভু যায়েন কুলিয়া॥ চৈ, ভা।
"নবদ্বীপ পারে সে কুলিয়া নামে গ্রাম।
শ্রীমাধব দাস তথা আছে ভাগ্যবান্॥" চৈ, চ, না।

কেহ কেহ বলেন যে, "বর্ত্তমান নবদ্বীপের অধিকাংশই কুলিয়া।" ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? গ্রন্থমধ্যে প্রমাণিত হইয়াছে যে, বর্ত্তমান নবদ্বীপের পশ্চিম দিয়া গঙ্গা প্রবাহিত ছিল। এই গঙ্গাপ্রবাহ সত্য হইলে, বর্ত্তমান নবদ্বীপ কুলিয়া হইতেই পারে না। কারণ তৎকালে নবদ্বীপ গঙ্গার পূর্ব্বপারে এবং কুলিয়া পশ্চিম পারে অবস্থিত ছিল।

---

* গ্রন্থকারের এই মত পরবর্ত্তীকালে কিছু পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। সেই পরিবর্ত্তিত মতই এই প্রবন্ধে আলোচিত হইয়াছে।

প্রাচীন গ্রন্থাদি হইতে, আমরা কুলিয়া সম্বন্ধে যে সকল তথ্য অবগত হইতে পারি, তাহা নিম্নে লিপিবদ্ধ হইতেছে।

পূর্ব্বোদ্ধৃত চৈনন্যভাগবত ও চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের শ্লোক হইতে জানা যায় যে, নবদ্বীপ ও কুলিয়ার মধ্য দিয়া গঙ্গাদেবী প্রবাহিতা ছিলেন। চৈতন্যচরিতামৃত এবং জয়ানন্দকৃত চৈতন্যমঙ্গলে এই কথারই সমর্থন করিতেছে। যথা—

মহাপ্রভুর নবদ্বীপ-আগমন-প্রসঙ্গে জয়ানন্দ লিখিয়াছেন—

"সে রাত্রি বঞ্চিয়া প্রভু পলাইয়া গেলা।
কুলিয়া গ্রামেতে প্রভু পাতিলেন খেলা॥
*   *   *   *
মায়েরে দেখিয়া প্রভু হৈলা নমস্কার।
বধূ লঞা ঘরে যাহ না হইহ গঙ্গাপার॥"

চৈ, ম ১৪০। ১৪১ পৃ

আবার লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল-পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, কুলিয়া নগর রাঢ়দেশে এবং নবদ্বীপের অতি নিকটে অবস্থিত ছিল। যথা—

"এই মনে ক্রমে ক্রমে পথে চলি আইসে।
সঙ্গতি সহিত উত্তরিলা গৌড় দেশে॥
গঙ্গাস্নান করি প্রভু রাঢ়দেশ দিয়া।
ক্রমে ক্রমে উত্তরিলা নগর কুলিয়া॥
পূর্ব্বাশ্রম দেখিব এ সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম।
নবদ্বীপ নিকটে গেলা এই তার মর্ম্ম॥" চৈ, ম ১১০ পৃ

শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব উৎকল হইতে কোন্ ক্রমে আসিয়াছিলেন, তাহা চৈতন্যভাগবত এবং চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক হইতে নিম্নে সংকলিত হইল।

চৈতন্যভাগবতের অন্ত্যখণ্ড ৩য় ও ৪র্থ অধ্যায় হইতে—মহাপ্রভু উৎকল হইতে গৌড়গমনোদ্দেশে বহির্গত হইয়া প্রথমে বিদ্যাবাচস্পতি-ঘর, পরে কুলিয়ায় দেবানন্দ পণ্ডিতের অপরাধভঞ্জন এবং গোপালচাপালকে উদ্ধার করিয়া, গৌড়ের অন্তর্গত রামকেলিগ্রামে উপস্থিত হন। এই স্থান হইতে তিনি উৎকলে প্রত্যাবর্ত্তন-মানসে, প্রথমে অদ্বৈতাশ্রম শান্তিপুরে, তৎপরে শ্রীবাসমন্দির কুমারহট্টে, পরে পানীহাটিতে রাঘবপণ্ডিত-গৃহে এবং বরাহনগরে অজ্ঞাতনামা ব্রাহ্মণের ঘরে অবস্থান করিয়া নীলাচলে উপস্থিত হন।

চৈতন্যচন্দ্রোদয়ে বিবৃত হইয়াছে যে,—মহাপ্রভু উৎকল হইতে নৌকা-পথে মহেশ্বর, পিচ্ছলদ হইয়া পানীহাটীতে রাঘবপণ্ডিত ঘরে উপস্থিত হন, এবং তথা হইতে কুমারহট্টে শ্রীবাসপণ্ডিত, কাঞ্চনপাড়ায় শিবানন্দ সেন এবং শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্য্যের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কুলিয়ায় "সপ্তদিন রহিলেন রাঘবমন্দিরে।" কুলিয়া হইতে মহাপ্রভু গৌড়ে রামকেলী গ্রামে গমন করেন।

এই দুই বর্ণনায় নগরসকলের অবস্থান-সম্বন্ধে যে পর্য্যায় লিখিত আছে তাহাতে কোন অসামঞ্জস্য লক্ষিত হয় না।

বর্ত্তমান কাঁচড়াপাড়ার নিকটবর্ত্তী "অপরাধভঞ্জনের পাঠ-" রূপে পরিচিত কুলিয়ানগর উপরিলিখিত চৈতন্যচন্দ্রোদয় প্রভৃতির বিবরণ হইতে কোনরূপেই প্রমাণিত হয় না। এই কুলিয়া নবদ্বীপের বহুদূরে গঙ্গার পূর্ব্বকূলে অবস্থিত—ইহা রাঢ়দেশের অন্তর্ব্বর্ত্তীও নহে। আবার কাঁচড়াপাড়া হইতে শান্তিপুর যাইতে হইলে এই কুলিয়া অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়। কেন যে এইস্থান "অপরাধভঞ্জনের পাঠ" রূপে নিরূপিত হইয়াছে, তাহা নিশ্চিতরূপে বলিতে পারা যায় না। বোধ হয় চৈতন্য-চরিতামৃতের পাঠই এই ভ্রান্তসিদ্ধান্তের কারণ। যথা—

"প্রাতে কুমারহট্টে যাঁহা শ্রীনিবাস॥
তাঁহা হৈতে আগে গেলা শিবানন্দ ঘর।
বাসুদেব গৃহে পাছে আইলা ঈশ্বর॥
বাচস্পতিগৃহে প্রভু যেমতে রহিলা।
লোকভিড় ভয়ে যৈছে কুলিয়া আইলা॥
মাধবদাসগৃহে তথা শচীর নন্দন।
লক্ষকোটী লোক তথা পাইল দর্শন॥
সাতদিন রহি তথা লোক নিস্তারিলা।
সব অপরাধিগণে প্রকারে তারিলা॥
শান্তিপুরাচার্য্য-গৃহে যৈছে আইলা।
শচীমাতা মিলে তাঁর দুঃখ খণ্ডাইলা॥" চৈ, চ, মধ্য ১৬ অ।

এই বিবরণে প্রকাশ যে, কাঁচড়াপাড়ায় শিবানন্দ-ঘর, বিদ্যাবাচস্পতি-ঘর পরে কুলিয়া ও শান্তিপুর। এই বিবরণ প্রমাণ রূপে গৃহীত হইতে পারে না। কারণ ইহা যে চৈতন্যভাগবতের সংক্ষিপ্তসার তাহা স্বয়ং গ্রন্থকারই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। এরূপস্থলে চৈতন্যভাগবতই এই বিষয়ের প্রমাণ।

এখন দেবানন্দপণ্ডিতের বাটীর অবস্থান স্থির করিয়া কুলিয়ার অবস্থান নির্ণীত হইতেছে, যথা—

একদিন প্রভু করে নগর ভ্রমণ।
চারিদিগে যত আপ্ত ভাগবতগণ॥
সার্ব্বভৌমপিতা—বিশারদ মহেশ্বর।
তাঁহার জাঙ্গালে গেলা প্রভু বিশ্বম্ভর॥
সেইখানে দেবানন্দ পণ্ডিতের বাস।
পরম সুশান্ত বিপ্র মোক্ষ অভিলাষ॥" চৈ, ভা।

এই বিবরণে জ্ঞাত হওয়া যাইতেছে যে, সার্ব্বভৌমের পিতা মহেশ্বর বিশারদের জাঙ্গালে দেবানন্দপণ্ডিতের বাস ছিল। পরন্তু বিশারদের পুত্র এবং সার্ব্বভৌমের ভ্রাতা বিদ্যাবাচস্পতির গৃহ নবদ্বীপের অপর পারে বর্ত্তমান ছিল। যথা—

"ক্ষণেকে আইল সব লোক খেয়া ঘাটে।
খেয়াড়ি করিতে পার পড়িল সঙ্কটে॥" চৈ, ভা।

* * *

"নৌকা যে না পায় তারা নানা বুদ্ধি করে।
ঘট বুকে দিয়া কেহো গঙ্গায় সাঁতারে॥" চৈ, ভা।

* * *

"হেন মতে গঙ্গাপার হই সর্ব্বজন।
সভেই ধরেন বাচস্পতির চরণ॥" চৈ, ভা।

এই বাচস্পতির গৃহ হইতেই মহাপ্রভু রাত্রিযোগে কুলিয়ায় পলায়ন করিয়াছিলেন।

জাঙ্গালশব্দে "সেতু বা বাঁধ" বুঝায়। গৌরাঙ্গদেবের সময়ে কোবলার বিল দিয়া গঙ্গা প্রবাহিত ছিল। ইহার পূর্ব্বে ভাগীরথী চাঁদের বিলে প্রবাহিতা ছিলেন। চাঁদের বিল শুষ্ক হইলে, তাহার উপর দিয়া মহেশ্বর বিশারদের বাড়ী যাইতে যে পথ প্রস্তুত হইয়াছিল তাহাই "বিশারদের জাঙ্গাল" * নামে অভিহিত হইত। অতএব এই কোবলার বিল অথবা চাঁদের বিলের নিকট কোথাও কুলিয়া অবস্থিত ছিল, ইহাই প্রতীয়মান হয়। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে ঐ স্থানে কুলিয়া নামে কোন পল্লী

---

* অদ্যাপি এই স্থান "বিশারদ-দহ" নামে পরিচিত রহিয়াছে।

দৃষ্ট হয় না। এই সকল দেখিয়াই বর্ত্তমান নবদ্বীপের প্রায় সাত-মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত "সাতকুলিয়া" "কুলিয়া" নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল।

এই সাতকুলিয়া গঙ্গার পূর্ব্বপারে, কিন্তু কুলিয়া গঙ্গার পশ্চিমপারে বর্ত্তমান ছিল। সাতকুলিয়ার উত্তর-পূর্ব্ব দিয়া যে প্রাচীন খাত দৃষ্ট হয়—প্রাচীন মানচিত্রাদি এবং দেওয়ান-মহাশয়-লিখিত ক্ষিতীশবংশাবলিচরিত পাঠে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে,—উক্ত খাত, খড়িয়ার খাত—গঙ্গার নহে। কেহ কেহ বলেন যে, মহাপ্রভু কুলিয়াতে সাত দিবস অবস্থিতি করিয়াছিলেন, এইজন্য উত্তরকালে উহা "সাতকুলিয়া" নামে অভিহিত হইয়াছে। চৈতন্যচরিতামৃত ও চৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে কুলিয়াতে মহাপ্রভুর সাতদিবস বাসের কথা উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু চৈতন্যভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থে উহার উল্লেখ নাই। আবার চরিতামৃত অপেক্ষা প্রাচীনতর গ্রন্থ জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে কুলিয়ায় তিন দিবস অবস্থানের কথা লিখিত আছে। যথা—

"তিন রাত্রি ছিলা প্রভু কুলিয়া নগরে।
জোড় হাতে এক বিপ্র নিবেদন করে॥" চৈ, ম।

এই কুলিয়াবাসের বিবরণে ঐকমত্য হইতেছে না। আবার সাত দিবস বাসহেতু কুলিয়ার সাতকুলিয়া আখ্যা হইলে, গ্রন্থকর্ত্তারা সে কথার উল্লেখ করিতে ভুল করিতেন না। মহাপ্রভু সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম-অনুসারে স্বীয় জন্মভূমি দেখিবার নিমিত্ত কুলিয়ায় আগমন করিয়াছিলেন। (লোচনাদাসের চৈ, ম)। কিন্তু সাতকুলিয়া প্রাচীন নবদ্বীপ হইতে বেশ একটু দূরে অবস্থিত। এরূপ অবস্থায়—বিশেষ প্রমাণ ব্যতীত—সাতকুলিয়াকে চৈতন্যভাগবতাদি লিখিত "কুলিয়া"-রূপে গ্রহণ করিতে পারা যায় না।

গ্রন্থকার তদ্‌রচিত "নবদ্বীপ-মহিমা" গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের পাণ্ডু-

লিপিতে এই কুলিয়ার অবস্থান-সম্বন্ধে একটু ইঙ্গিত করিয়াছেন—তাহা বর্ত্তমান কোবলা। এই কোবলাকে কুলিয়া বলিবার বহু কারণ আছে। এই কোবলা—প্রাচীন নবদ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিমে—গঙ্গার পশ্চিম কূলে—নবদ্বীপের পরপারে, মাত্র দুই মাইল ব্যবধানে অবস্থিত। এই কোবলা—বিদ্যাবাচস্পতির গৃহ বিদ্যানগরের পার্শ্ববর্ত্তী। ১৮৮৭ খৃঃ অঃ নদীয়ার মানচিত্রে কোবলা গ্রাম চিহ্নিত হইয়াছে, এবং Koelah (কোয়েলা)-রূপে লিখিত আছে। আবার অভিধানে কোল শব্দে দেখিতে পাই যে,—

"কোলম্ কুবলম্ ফেনিলম্ সৌবীরম্ বদরম্ ঘোণ্টা ইত্যমরঃ।"

কোলের ভাষাশব্দ কুল। অতএব কুলিয়া = কুল = কোল = কুবল = কুবলা = কোবলা।

এখন ভক্তিরত্নাকর লইয়া একটু বিচার করিতে হইবে। চৈতন্য-ভাগবত, চৈতন্যচরিতামৃত, চৈতন্যমঙ্গল প্রভৃতি সমস্ত গ্রন্থে "কুলিয়া" নাম লিখিত হইলেও, ভক্তিরত্নাকরে কোলদ্বীপ বা "কুলিয়া-পাহাড়পুর" নামে একটী গ্রামের উল্লেখ দেখিতে পাই। এই পুস্তকের সকল স্থানেই "কুলিয়া-পাহাড়পুর" বলিয়া লিখিত হইয়াছে, কোথাও শুধু "কুলিয়া" লিখিত হয় নাই। যথা—

"কতক্ষণে স্থির হইয়া লৈয়া শ্রীনিবাসে।
কুলিয়া-পাহাড়পুর গ্রামেতে প্রবেশে॥ ভ, র।
"কুলিয়া-পাহাড়পুর গ্রাম।
পূর্ব্বে কোল-দ্বীপ পর্ব্বতাখ্যানন্দধাম॥ ইত্যাদি

ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, কুলিয়া এবং পাহাড়পুর দুইটী পৃথক্ গ্রাম। অন্য পহাড়পুর হইতে ইহার স্বাতন্ত্র্যরক্ষা-কল্পে, এবং ইহা কুলিয়ার নিকটবর্ত্তী হওয়ায়—"কুলিয়াপাহাড়পুর" নামে অভিহিত হইত।

নবদ্বীপের সন্নিধানে পাহাড়পুর নামে যে একটি গ্রাম ছিল তাহা

কবিকঙ্কণ চণ্ডী হইতে দেখাইতেছি। যথা—

"নবদ্বীপ বহে সাধু যান অতি ত্বরা।
নাহি মানে সদাগর বসন্তের খরা॥
সমুদ্রগড় সদাগর কৈল তেয়াগণ।
মৃজাপুর বহিল সাধু বেণের নন্দন॥" ক, ক, চ, ধনপতির সিংহল যাত্রা।

অন্যত্র — "বেলনপুরের ঘাটে বাহিল তখন।
সমুদ্রগড়ি ঘাটে সাধু দিল দরশন॥
লঘুগতি চলে সাধু নাহি করে বেলা।
কথু বা রন্ধন করে কথু চিড়া কলা॥
নবদ্বীপ দিয়া সাধু যায় করি ত্বরা।
নাহি মানে রাত্রি দিন বসন্তের খরা॥
পাহাড়পুর নবদ্বীপ ত্বরিত বাহিয়া।
মৃজাপুরের ঘাটে ডিঙ্গা দিল চাপাইয়া॥"

ক, ক, চ, শ্রীপতির সিংহল যাত্রা।

এই দুই বিবরণে অবগত হইতেছি যে, প্রথমে নবদ্বীপ পরে পাহাড়পুর, সমুদ্রগড় ও মৃজাপুর অবস্থিত ছিল।

ভক্তিরত্নাকর পাঠে জ্ঞাত হই যে, হাটডাঙ্গার পর কুলিয়া-পাহাড়পুর এবং তৎপর সমুদ্রগড় ও কোলদ্বীপ গঙ্গার পশ্চিমে। এই "কুলিয়া-পাহাড়পুর" কোথায়? বর্ত্তমান কালে হাটডাঙ্গার পশ্চিম, নবদ্বীপের দক্ষিণ এবং সমুদ্রগড়ের উত্তরপূর্ব্বে কোলের ডাঙ্গা নামে একটী স্থান দৃষ্ট হয়—ইহাকেই, "কুলিয়া-পাহাড়পুর" নামে নির্দ্দেশ করিতে পারি। গঙ্গাদেবী চাঁদের বিল দিয়া প্রবাহিতা থাকিবার সময়, "কোলের ডাঙ্গা" কোবলার (কুলিয়ার) সংলগ্ন ছিল। যখন চাঁদের বিল ত্যাগ করিয়া

গঙ্গা কোবলার বিল দিয়া বাহিত হন তখনই ইহা কোবলা হইতে পৃথক্ হইয়া পড়ে।

কোলদ্বীপ ভক্তিরত্নাকরের উল্লেখে গঙ্গার পশ্চিমকূলে অবস্থিত ছিল। কিন্তু পাহাড়পুর, চৈতন্যদেবের সময় বা তৎপরবর্ত্তী কালে গঙ্গার কোন্ তীরে অবস্থিত ছিল তাহা ভাবিবার বিষয়। ভক্তিরত্নাকরের অন্তর্গত নবদ্বীপ-পরিক্রমা পাঠে বুঝিতে পারা যায় যে, শ্রীনিবাসাদি শচীগৃহ হইতে বহির্গত হইয়া গঙ্গার পূর্ব্বকূলে পরিক্রমণ করিতে করিতে ক্রমে হাটডাঙ্গা ও কুলিয়া-পাহাড়পুরে উপস্থিত হন এবং তথা হইতে সমুদ্রগড়ে প্রবেশ করেন। কুলিয়া-পাহাড়পুর নবদ্বীপের পর পারে অবস্থিত হইলে, নবদ্বীপ ও কুলিয়া-পাহাড়পুরের মধ্যে গঙ্গা বা গঙ্গাপারের উল্লেখ থাকিত; কিন্তু ভক্তিরত্নাকরে তাহার কোন উল্লেখ নাই। পরন্তু কুলিয়া-পাহাড়পুর হইতে সমুদ্রগড়ে প্রবেশ-কালে গঙ্গার বিশদ বিবরণ আছে। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, কুলিয়া-পাহাড়পুরে গঙ্গা পার হইয়া সমুদ্রগড়ে যাইতে হইত। পুনরায় শ্রীনিবাসাদি মহৎপুরের নিকট গঙ্গাপার হইয়া পূর্ব্বপারে (নবদ্বীপের পারে) রুদ্রপুরে আসিয়াছিলেন। যথা—

"এত কহি শ্রীমহৎপুর হইতে চলে।
সোঙরি গৌরাঙ্গলীলা ভাসে নেত্রজলে॥
গঙ্গাপূর্ব্বপারে রাতুপুর গ্রাম হয়।
কেহো কেহো রাতুপুরে রুদপুর কয়॥" ভ, র।

এই সকল বিবরণ হইতে বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, "কুলিয়া" এবং "কুলিয়া-পাহাড়পুর" দুইটী পৃথক্ স্থান, এবং দুইটীই কোলদ্বীপের অংশ। শ্রীফ—

তৃতীয় পরিশিষ্ট।

সম্প্রতি "প্রাচীন নদীয়ার অবস্থিতি মীমাংসা" নামক একখানি গ্রন্থ প্রচারিত হইয়া, নবদ্বীপের বাজারে বিতরিত হইয়াছে। গ্রন্থখানি যত্নকৃত ভ্রমে পরিপূর্ণ। এরূপ গ্রন্থের প্রচারে কোনদিনই সত্য নির্দ্ধারিত হইতে পারে না। এই "মীমাংসা" গ্রন্থের সমালোচনা করার স্থান আমাদের এই সামান্য কয়েক পৃষ্ঠা নহে—কেবলমাত্র আমাদের আলোচ্য বিষয়ের সহিত ইহার আলোচনাগত সংস্রব থাকায় অতি সংক্ষেপে কতকগুলির বিচার নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল।

১। "মীমাংসা" গ্রন্থের ৬৩ পৃষ্ঠায় চৈতন্যদেবের সময় নবদ্বীপে গঙ্গার এইরূপ অবস্থান লিখিত হইয়াছে। "শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলাকালে বেলপুকুর হইতে গঙ্গা দক্ষিণবাহিনী হইয়া শ্রীমায়াপুর ও গঙ্গানগরে আইসে নাই তাহা দক্ষিণবাহিনী হইয়া পূর্ব্বস্থলীর পাশ দিয়া জাহ্নুনগর ও বিদ্যানগর পর্য্যন্ত গিয়াছিল এবং তথা হইতে পূর্ব্বোত্তরোত্তর বাহিনী হইয়া গঙ্গানগরে আসে এবং সেখান হইতে শ্রীমায়াপুর হইয়া পুনরায় দক্ষিণ পশ্চিমে গতি ধারণ করিয়া বর্ত্তমান কুলিয়া নবদ্বীপ হইয়া প্রবাহিত হইতে থাকে।" এই গঙ্গাপ্রবাহের সাধনস্বরূপ "মীমাংসা" গ্রন্থের ৬৬ পৃষ্ঠায় কবিকঙ্কণ ও ভারতচন্দ্র হইতে কয়েক ছত্র উদ্ধৃত হইয়াছে। স্বীকার করি চৈতন্যদেবের সময় গঙ্গা পূর্ব্বস্থলী, জান্নগর ও বিদ্যানগরের পার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত ছিলেন—কিন্তু তৎকালে বর্ত্তমান নবদ্বীপের উত্তর দিয়া পূর্ব্বভাগে দক্ষিণ মুখে গঙ্গা প্রবাহিত থাকার কোন প্রমাণ নাই। "মীমাংসার" এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ ভ্রম ব্যতীত কি হইতে পারে? তাঁহাদের কল্পিত গঙ্গাপ্রবাহ সমুদ্রগড় দিয়া প্রবাহিত হয় নাই—পরন্তু

কবিকঙ্কণ হইতে স্পষ্ট উদ্ধৃত হইয়াছে,—"পাড়পুর সমুদ্রগড়ি বাহিল মেলান। মীরজাপুরে করিল ডিঙ্গার চাপান॥" এই অপসিদ্ধান্তের সমর্থন হেতু 'মীমাংসা' গ্রন্থের ১৬০ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে, "প্রকৃত প্রস্তাবে গঙ্গা তখন কুলিয়া ও সমুদ্রগড়ের মধ্যে ছিলেন না। কেবল বর্ষাকালে নিম্নভূমিটা জলময় হইয়া যাইত ও এখনও যায়।" এবং ইহারই পরে প্রমাণ-স্বরূপ কবিকঙ্কণের উক্ত অংশ পুনরুদ্ধৃত হইয়াছে। সমুদ্রগড়ের নিম্ন ভূমি যে, কেবল বর্ষায় জলময় হইত গ্রন্থকার তাহার প্রমাণ কোথায় পাইলেন? এ মীমাংসা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য, কারণ কবিকঙ্কণ চণ্ডী লিখিত হইবার সময় (অর্থাৎ চৈতন্যদেবের মাত্র ১১ বৎসর পরে) "বসন্তের খরানি" সময়েও সমুদ্রগড়ের নিম্ন দিয়া নৌকা বাহিয়া যাওয়া যাইত—এ কথা কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে স্পষ্ট লিখিত আছে। যথা—

"সমুদ্রগড়ি পাড়পুর বহে ত্বরা ত্বরা।
নাহি মানে সদাগর বসন্তের খরা॥" ক, ক, চ।

কিন্তু দুঃখের বিষয় 'মীমাংসা'-কার এই কথা কয়টী ত্যাগ করিয়া পাঠকগণকে প্রতারিত করিয়াছেন। চৈতন্যদেবের সময়ে যে, কুলিয়া-পাহাড়পুর এবং সমুদ্রগড়ের মধ্য দিয়া গঙ্গা প্রবাহিত ছিলেন, তাহা ভক্তিরত্নাকর পাঠে স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে। (দ্বিতীয় পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)। এই সকল কথাতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, চৈতন্যদেবের সময়ে গঙ্গা পূর্ব্বস্থলী, জাননগর, বিদ্যানগর, নবদ্বীপ, পাহাড়পুর ও সমুদ্রগড়ের পার্শ্ব দিয়া বহমানা ছিলেন। অতএব 'মীমাংসা' গ্রন্থে প্রতিপাদিত গঙ্গাপ্রবাহ অযুক্তিসিদ্ধ ও অলীক।

২। 'মীমাংসা' গ্রন্থে পারডাঙ্গা সম্বন্ধে যে মত প্রচারিত হইয়াছে, তাহাও সম্পূর্ণ ভ্রমে পরিপূর্ণ। উক্ত গ্রন্থের ৪৫ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে যে,

"সর্ব্ব নবদ্বীপে নাচে শ্রীগৌরাঙ্গ রায়।
গাদিগাছা পারডাঙ্গা আদি দিয়া যায়॥

এ স্থলে আমরা মাজিদা গ্রামের উল্লেখ পাই না। গাদিগাছার সন্নিকটে গঙ্গার পূর্ব্বতীরে পারডাঙ্গা ছিল বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিলে এই পাঠের প্রকৃত অর্থ হয় এবং তাহাতে গঙ্গা পার হইতে হয় না।" এবং তাহাদের প্রচারিত মানচিত্রে মাজিদহ ও গাদিগাছার মধ্যস্থলে পারডাঙ্গা চিহ্নিত হইয়াছে। ইহার প্রমাণ-স্বরূপ শিশিরবাবুর সম্পাদিত চৈতন্যভাগবত হইতে নিম্নের দুই পংক্তি পয়ার উদ্ধৃত করা হইয়াছে—

"সর্ব্ব নবদ্বীপে নাচে শ্রীগৌরাঙ্গ রায়।
গাদিগাছা পারডাঙ্গা মাজিদা দিয়া যায়॥" মীমাংসাগ্রন্থ।

কিন্তু দুঃখের বিষয় ঐ পয়ার দুই পংক্তি আমরা চৈতন্যভাগবতের কোন সংস্করণেই পাই নাই—এমন কি শিশিরবাবুর সংস্করণেও উহা নাই। ৪০৪ চৈতন্যাব্দে মুদ্রিত শিশিরবাবুর প্রকাশিত চৈতন্যভাগবতের ৬৮৯ পৃষ্ঠায় নিম্নলিখিত রূপ পাঠ আছে। যথা—

"সর্ব্ব নবদ্বীপে নাচে ত্রিভুবন রায়।
গাদিগাছা পারডাঙ্গা আদি দিয়া যায়॥"

ইহা দ্বারা কোন মতেই প্রতিপাদিত হয় না যে, পারডাঙ্গা গঙ্গার পূর্ব্বতীরে গাদিগাছা ও মাজিদার মধ্যে বর্ত্তমান ছিল। এইরূপে প্রামাণিক গ্রন্থের পাঠ পরিবর্ত্তন করিয়া সাধারণকে ভ্রমে নিপাতিত করা সজ্জন-বিগর্হিত। ভক্তিবিনোদ ৺কেদারনাথ দত্ত মহাশয় "নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্যে" লিখিয়াছেন—"নিত্যানন্দ বলে জীব শুনহ বচন। গঙ্গার পশ্চিম ভূমি করহ দর্শন॥ ঐ উচ্চ চড়া দেখ পারডাঙ্গা নাম। তথা আছে বিপ্রমণ্ডলীর এক গ্রাম॥" (২৯ পৃ) এখানে স্পষ্ট প্রকাশ রহিয়াছে যে পারডাঙ্গা গঙ্গার পশ্চিম তীরে অবস্থিত ছিল।

৩। 'মীমাংসা' গ্রন্থের ৮৬ পৃষ্ঠায় "বেদে প্রকাশিব পাছে" ইত্যাদি লিখিত হইয়াছে। এই অংশ নবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভার বিবরণ পত্রে প্রথম প্রকাশিত হইবার পর—নবদ্বীপতত্ত্বের প্রথম সংস্করণে তাহার আলোচনা করা হইয়াছিল। এই অংশ অযৌক্তিক ও অপ্রাসঙ্গিক বিবেচিত হওয়ায় বর্ত্তমান সংস্করণে গ্রন্থমধ্যে স্থান দেওয়া হয় নাই। কিন্তু 'মীমাংসা'-কার নির্লজ্জ হইয়া যখন এই অংশের পুনঃ প্রচার করিয়াছেন, তখন আমরাও ইহার আলোচনা সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিতে বাধ্য হইলাম।

"বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের ইঙ্গিত বাক্য আলোচনা করুন :—

'শ্বেত দ্বীপ নাম, নবদ্বীপ গ্রাম,
বেদে প্রকাশিব পাছে।'" বি, প, ২০পৃ।

ভক্তগণ উহার যে বিচিত্র অর্থ করিয়াছেন তাহা পরে দেখাইব। উহার প্রকৃত অর্থ এই, 'নবদ্বীপ গ্রাম যে পরমধাম শ্বেত দ্বীপের তুল্য মাহাত্ম্যবিশিষ্ট, তাহাই 'বেদ' নামক কোন পুস্তকে পরে প্রকাশ করিবেন।' ইহাই উহার তাৎপর্য্য। বৃন্দাবন দাস এ সম্প্রদায়ের বেদব্যাস। তৎকৃত চৈতন্যচরিত 'ভাগবত' বলিয়া প্রসিদ্ধ। সুতরাং ঐরূপ বেদে প্রকাশ করিব বলা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব নহে। এই অর্থকে ভক্তগণ, অতিভক্তিপ্রভাবে মহা অনর্থ করিয়া তুলিয়াছেন। যথা—

"অতএব বেদ শব্দে বেদশাস্ত্র বুঝাইবে না। বেদ শব্দে চারি অঙ্ক বুঝিতে হইবে। কিছুদিনের মধ্যে শ্রীপ্রাচীন নবদ্বীপের গৌরব গুপ্ত হইবে এবং ৪ অঙ্ক লক্ষিত সময়ে পুনঃ প্রকাশিত হইবে ইহাই তাহার তাৎপর্য্য। চারি অঙ্কের তিনটী অর্থ। প্রভুর জন্ম হইতে ৪ শতাব্দির পর এই এক অর্থ। এবং সেই চারি শতাব্দিতে ৪ যোগ করিলে ৪০৪ অব্দ হয়। ৪০৪ অব্দেই শ্রীমায়াপুর ভক্তগণের নিকট প্রকাশ হইলে

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য গ্রন্থ প্রচার হইয়াছে। পুনরায়, তাহাতে চারি অঙ্ক যোগ করিলে ৪০৮ হয়, এই অব্দে শ্রীমহাপ্রভু পুনরায় শচীগৃহে প্রকট হইলেন।" বি, প ২০পৃ॥

এই ত গেল বেদের অর্থ। এখন "বেদে প্রকাশিব" এই ক্রিয়ার কর্ত্তা বৃন্দাবন দাস ঠাকুর। তিনিও নবদ্বীপের মাহাত্ম্যসূচক কোন পুস্তক লিখিয়া যাইতে পারেন নাই। তবে ভক্তিবিনোদ শ্রীযুক্ত বাবু কেদারনাথ দত্ত মহাশয় ৪০৪ গৌরাব্দে "শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য" পুস্তক বাহির করিয়াছেন। অতএব বেদব্যাস বৃন্দাবন দাস ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ কেদারনাথ দত্তরূপে অবতীর্ণ হইয়া, তাঁহার নিজ ভবিষ্যৎ বাক্য সফল করিতেছেন। উক্তাংশ পাঠে ইহা বেশ জানা যায়।

যাহা হউক, এখানে ভক্তগণ বেদের যে অলৌকিক অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা বেদে কোরাণে নাই। পূর্ব্বে চৈতন্যচরিতামৃতের যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এখানে তদপেক্ষাও অর্থের উৎকর্ষতা লাভ করিয়াছে। ইহারই নাম ক্রমবিকাশ। শুনিয়াছি ঐ নীতি অবলম্বন করিয়া, ইয়ুরোপের একজন বিখ্যাত পণ্ডিত বলিয়াছেন যে, মানুষ নাকি বানর হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

৪। 'মীমাংসা' গ্রন্থের ১২৪ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে,—"শ্রীমায়াপুর সর্ব্ববাদী সম্মত শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর জন্মস্থান।" মায়াপুর সর্ব্বসম্মতিক্রমে কিরূপে চৈতন্যের জন্মস্থান হইল? এক ভক্তিরত্নাকর ভিন্ন এ কথা কেহই স্বীকার বা প্রচার করেন না। পরন্তু চৈতন্যভাগবত, চৈতন্য-চরিতামৃত, চৈতন্যমঙ্গল, চৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটক প্রভৃতি সকল গ্রন্থেই লিখিত হইয়াছে যে, চৈতন্য নবদ্বীপ বা নদীয়ায় জন্মগ্রহণ করেন, এবং তাহাই সর্ব্ববাদীসম্মত। এ কথা 'মীমাংসা'কারও স্বীকার করিয়াছেন,

যথা,—"নবদ্বীপে গৌরাঙ্গের জন্ম এ কথা সুদূর সাগর পারেও রাষ্ট্র।" (৮৭পৃ)। অন্যত্র, "নদীয়া ব্যতীত শ্রীমন্মহাপ্রভু অন্যস্থানে জন্মান নাই এ কথা সকল লোকেই অবগত আছেন।" (১৪পৃ)

৫। নবদ্বীপ-মণ্ডলের দ্বীপ ও তদন্তর্গত গ্রামসমুদায় কিরূপে পরিক্রমণ করিতে পারা যায়, তাহা নিম্নে লিপিবদ্ধ করিয়া দেখাইতেছি যে, মীমাংসাগ্রন্থের সহিত প্রচারিত মানচিত্র হইতেও উহাঁদের প্রকাশিত গৌরজন্মভূমি প্রমাণিত হয় না। আমাদিগের নির্ণীত 'গৌর-গৃহ' হইতে বহির্গত হইয়া, উত্তরপূর্ব্বমুখে বর্ত্তমান গঙ্গা পার হইয়া, অন্ত-র্দ্বীপের অন্তর্গত গঙ্গানগর ও ভারুইডাঙ্গা অতিক্রম পূর্ব্বক সীমন্তদ্বীপে কাজিনগর দেখিয়া, উত্তরাভিমুখে বেলপুকুর পর্য্যন্ত যাইতে হয়; তথা হইতে দক্ষিণমুখে বল্লালদীঘীর উপর দিয়া, খড়িয়া পাড় হইয়া, গোদ্রুমদ্বীপে গাদিগাছায় আগমন পূর্ব্বক, পূর্ব্বাভিমুখে সুবর্ণবিহার দেখিয়া, দক্ষিণ-পশ্চিমমুখে মাজিদহে উপস্থিত হইতে হয়, তথা হইতে দক্ষিণমুখে বামুণপুরা হইয়া পশ্চিম-দক্ষিণমুখে হাটডাঙ্গায় আসিতে হয়; সেই স্থানে বর্ত্তমান গঙ্গা উত্তীর্ণ হইয়া কোলের-ডাঙ্গা (কুলিয়া-পাহাড়পুর), তাহার পশ্চিমে প্রাচীন গঙ্গা খাদ্ পার হইয়া সমুদ্রগড়। সমুদ্রগড় হইতে উত্তরাভিমুখে চম্পকহট্ট, রাহুতপুর, বিদ্যানগরের মধ্য দিয়া জান্নগরে উপনীত হইতে হয়; জান্নগর হইতে পশ্চিমোত্তরমুখে মামগাছি পরে পূর্ব্বমুখে মহৎপুরে উপনীত হইয়া গঙ্গার বর্ত্তমান দুইটী শাখা উত্তরণ পূর্ব্বক রুদ্রদ্বীপে আসিতে হয়; এবং এই রুদ্রপাড়া হইতে ভারুইডাঙ্গার পার্শ্ব দিয়া বর্ত্তমান গঙ্গা পুনরায় পার হইয়া গৌরগৃহে পুনঃপ্রবেশ করিতে পারা যায়। ইহাই বর্ত্তমান নবদ্বীপ-পরিক্রমার ক্রম। বর্ত্তমান গঙ্গাপ্রবাহ ত্যাগপূর্ব্বক প্রাচীন গঙ্গার অবস্থান স্থির রাখিয়া, এই পরিক্রম-বিবরণে দৃষ্টিপাত করিলে—ভক্তিরত্নাকর এবং নরহরি ঠাকুর-রচিত "নবদ্বীপ-পরিক্রমা-পদ্ধতির" পরিক্রম-বিবরণের সহিত

ইহার সম্পূর্ণ ঐক্য লক্ষিত হইবে। যে সকল স্থানে সামঞ্জস্য নাই এবং কেন নাই—নিম্নে তাহা বিবৃত হইতেছে।

ভক্তিরত্নাকরে পরিক্রমার যে ক্রম বর্ণিত হইয়াছে তাহা এইরূপ—অন্তর্দ্বীপ, সীমন্তদ্বীপ, গোদ্রুমদ্বীপ, মধ্যদ্বীপ, ব্রাহ্মণপুষ্কর, উচ্চহট্ট, পর্ব্বতাখ্য-কোলদ্বীপ, সমুদ্রগড়, চম্পকহট্ট, ঋতুদ্বীপ, বিদ্যানগর, জহ্নু-নগর, মোদদ্রুমদ্বীপ, বৈকুণ্ঠপুর, মহৎপুর, রুদ্রদ্বীপ, বিল্বপক্ষ, ভরদ্বাজটীলা, ভারুইডাঙ্গা এবং সর্ব্বশেষে সুবর্ণবিহার হইয়া মায়াপুর। এই বর্ণনায় পরিক্রমার একটু ক্রমবিপর্য্যয় দেখা যায়। কবি সমস্ত স্থানগুলি ভ্রমণ করিয়া আসিয়া বিল্বপক্ষে উপনীত হন, এইস্থান হইতে সীমন্তদ্বীপের কিয়দংশ অতিক্রম করিয়া ভারুইডাঙ্গা, এবং তথা হইতে সীমন্তদ্বীপ ও গোদ্রুমদ্বীপ অতিক্রম পূর্ব্বক সুবর্ণবিহার যাইতে হয়; তথা হইতে পুনরায় গোদ্রুমদ্বীপের মধ্য দিয়া গৌরগৃহে উপনীত হইতে হয়। পুনঃ পুনঃ একই স্থান অতিক্রম করা পরিক্রমার নিয়মবিরুদ্ধ। তবে গ্রন্থকার এরূপ করিলেন কেন? তিনি অন্তর্দ্বীপ হইতে সীমন্তদ্বীপ প্রবেশের সময় সুবর্ণ-বিহারের উল্লেখ করিয়া, পরে তাহা দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন, যথা—

> "সুবর্ণ-বিহার ওই দেখ শ্রীনিবাস।
> কহিব পশ্চাৎ এই গ্রামে যে বিলাস॥" ভ, র।

তিনি গোদ্রুমদ্বীপ দেখিবার সময় অনায়াসে সুবর্ণ-বিহার দেখিয়া যাইতে পারিতেন। তাহা না করিয়া তাঁহার শিরোবেষ্টনে নাসিকা-প্রদর্শনের কারণ কি? ইহার উত্তরে বলিতে পারা যায় যে, নবদ্বীপ-মণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী স্থানগুলি দর্শন করাই গ্রন্থকারের মুখ্য উদ্দেশ্য; তিনি মণ্ডল-মধ্যস্থ স্থানগুলি ক্রমান্বয়ে দেখিয়া শেষে মণ্ডলসীমান্তে অবস্থিত উল্লেখযোগ্য স্থান বেলপুকুর ও সুবর্ণ-বিহার দেখিয়াছেন—ইহাই প্রতীত হয়। নবদ্বীপ-মণ্ডলের

পরিধি ১৬ ক্রোশ বা ৩২ মাইল। আমাদের নিরূপিত গৌরগৃহকে কেন্দ্র করিয়া, এবং ৫$\frac{১}{১}$ মাইল ব্যাসার্দ্ধ লইয়া একটী বৃত্ত কল্পনা করিলে, বেলপুকুর এবং সুবর্ণ-বিহারের প্রায় সমস্ত ভূভাগই মণ্ডল-পরিধির বহির্ভাগে পতিত হয়। এই প্রসঙ্গে ইহাও বলিতেছি যে, নবাবিষ্কৃত মায়াপুর মিয়াপাড়ায় গৌরগৃহ স্থির হইলে, বেলপুকুর এবং সুবর্ণ-বিহার মণ্ডলপরিধির অন্তর্ভুক্ত হইত এবং হাটডাঙ্গা, সমুদ্রগড়, চম্পকহট্ট, রাহুত-পুর প্রভৃতি স্থান সমুদায়ই মণ্ডলপরিধির বহির্ভাগে পতিত হয়। (আলোচ্য মানচিত্রেও এইরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে।) আবার মিয়াপাড়া হইতে সীমন্তদ্বীপ যাইতে হইলে ভারুইডাঙ্গা অতিক্রম করিতে হয়, সীমন্তদ্বীপ হইতে গাদিগাছায় আসিতে হইলে মিয়াপাড়া অতিক্রম করিয়া আসাই সঙ্গত, পুনশ্চ, ভারুইডাঙ্গা হইতে সুবর্ণ-বিহার যাইতে হইলে মিয়াপাড়া অতিক্রম না করিয়া যাইবার কোন সহজ উপায় নাই। মিয়াপাড়ায় গৌরগৃহ হইলে, পরিক্রমার বহু ক্রমাবিপর্য্যয় সংঘটিত হয়, এবং গৌরগৃহ মায়াপুরকে পুনঃপুনঃ অতিক্রম করিতে হয়; পরিক্রমকালে গৌরগৃহ এইরূপ অতিক্রান্ত হইলে, ভক্তিরত্নাকরে নিশ্চয়ই মায়াপুরের পুনঃপুনঃ উল্লেখ থাকিত। কিন্তু তাহা না থাকায়, শুধু পরিক্রমার দিক্ দিয়া দেখিলে, বলিতে পারা যায় যে, মিয়াপাড়া বা নবাবিষ্কৃত মায়াপুর গৌরাঙ্গের জন্মভূমি নহে। উপরিলিখিত বিবরণ সমুদায় হইতে প্রতিপাদিত হইতেছে যে, আমাদিগের নিরূপিত গৌরগৃহ হইতে—ভক্তিরত্নাকরের ক্রমানুসারে ভ্রমণ করিলে, গৌরগৃহ বারম্বার উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক পরিক্রমার ক্রমভঙ্গ করিতে হয় না।

পরিশেষে আমাদের বক্তব্য এই যে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্ত-সম্প্রদায় আজ নূতন উদ্ভূত হয় নাই। তাঁহার শরীরধারণের সময় হইঁতেই, গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজ ভগবদ্জ্ঞানে তাঁহার সেবা, বিগ্রহস্থাপন ও পূজাদি

করিয়া আসিতেছেন। নবদ্বীপের বর্ত্তমান শ্রীবিগ্রহ তাঁহার লীলাকালীন বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী কর্তৃক তাঁহার গৃহেই স্থাপিত হইয়া ছিল। সেই সময় হইতেই শ্রীবিগ্রহের সেবা ও পূজাদি অক্ষুণ্ণভাবে হইয়া আসিতেছে। গৌরগৃহ বর্ত্তমান থাকিলে, এই বিগ্রহকে স্থানান্তরিত করিতে হইত না। মহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহের ন্যায় তাঁহার গৃহও ভক্তগণের অতি আদরের বস্তু। তাঁহার ভক্তসম্প্রদায় ধারাবাহিকরূপে বর্ত্তমান আছেন। তাঁহার গৃহ বর্ত্তমান থাকিলে, ভক্তগণ তদ্‌গৃহের সেবা ধারাবাহিকরূপে করিতেন, এবং তাহার নিদর্শন চিরদিনই অক্ষুণ্ণ রহিত।

শ্রীফ—